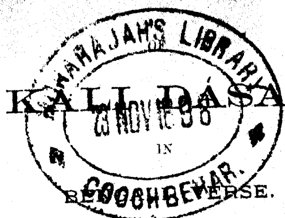
RAGHU VAMSA

OF



KALI DASA

IN

BENGALI VERSE.

PART I. (Cantos 1 to 8.)

BY

NOBIN CHANDRA DAS, M. A.

OF THE SUBORDINATE EXECUTIVE SERVICE.

রঘুবংশ।

বাঙ্গালা পদ্যে অনুবাদ।

প্রথমভাগ (১ম হইতে অষ্টম সর্গ।)

শ্রীনবীন চন্দ্র দাস এম্ এ প্রণীত।



CALCUTTA:

PUBLISHED BY S. K. LAHIRI AND CO., COLLEGE STREET

1891.

CALCUTTA:

PRINTED AT THE BAPTIST MISSION PRESS.

DEDICATED

Charles H. Tawney Esq., M. A., C. I. E.

PRINCIPAL OF THE PRESIDENCY COLLEGE,

CALCUTTA,

AS A TOKEN OF HIGH RESPECT FOR
HIS ORIENTAL SCHOLARSHIP

By His Humble and old Pupil

Nabin Chandra Das.

MONGHYR
5th August, 1891.

বিজ্ঞাপন।

রঘুবংশ সংস্কৃত সাহিত্যভাণ্ডারে একটী উজ্জ্বল রত্ন। ইহা কবিকুল-চূড়ামণি কালিদাসের প্রথম কাব্য বলিয়া অনেকেরই ধারণা। ইহার ভাষা নির্দ্দোষ, ভাব পরিমার্জ্জিত, রচনা-প্রণালী মনোহারিণী। এতদিন এই সর্ব্বজন-সমাদৃত বিখ্যাত মহাকাব্যের যথাযথ বাঙ্গালা অনুবাদ ছিল না বলিয়া, বাঙ্গালা ভাষার একটী মহৎ অভাব ছিল। বড়ই সুখের কথা,—এতদিনে সেই অভাব কতক পরিমাণে দূর হইল, এবং সাধারণের উৎসাহ ও সহানুভূতি পাইলে গ্রন্থকার যে মাতৃভাষার সে অভাব সম্পূর্ণরূপে দূর করিবেন, তাহাতে আমার অণুমাত্রও সন্দেহ নাই।

আপাততঃ রঘুবংশের ৮ সর্গের পদ্যানুবাদ প্রকাশিত হইল। ইহাতে দিলীপ হইতে আরম্ভ করিয়া রঘু ও অজের রাজত্ব পর্য্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে।

উপাখ্যানাংশ এই ঃ—রঘুবংশে দিলীপ নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁহার সন্তান না হওয়াতে, সন্তানপ্রতিবন্ধের কারণ জানিবার জন্য তিনি কুলগুরু বশিষ্ঠের আশ্রমে গমন করেন, এবং বশিষ্ঠের আদেশে সুরভির কন্যা নন্দিনীর সেবা করেন। নন্দিনী প্রসন্ন হইয়া বর দান করাতে তাঁহার রঘু নামে এক পুত্র জন্মে। রঘু যথাসময়ে রাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়া দিগ্‌বিজয়ে বহির্গত হন, এবং ভারতবর্ষ ও তাহার প্রান্তবর্ত্তী দেশসমূহ জয় করিয়া, বিশ্বজিৎ নামে এক যজ্ঞ করেন। পরে উপযুক্ত পুত্র অজের উপর রাজ্যের ভার অর্পণ করিয়া ভগবদারাধনায় শেষ কাল অতিবাহিত করিবার জন্য সন্ন্যাস আশ্রম অবলম্বন করেন। রঘু-তনয় অজের সহিত ইন্দুমতীর বিবাহ হয়। ইন্দুমতী যেমন রূপবতী, তেমনই গুণবতী ছিলেন। অকস্মাৎ তাঁহার মৃত্যু হয়। ঈদৃশ রূপগুণবতী সহধর্ম্মিণী ইন্দুমতীর বিয়োগে মহারাজ অজ অতিমাত্র ব্যথিত হইলেন। ইন্দুমতীর শোকাগ্নিতে নিরন্তর দগ্ধ হইয়া, অজ জীবনের শেষ অংশ অতিবাহিত করিলেন। তিনি দারান্তর পরিগ্রহ করেন নাই।

এই উপাখ্যানে তিনটী রাজ চরিত্রের প্রত্যেকটী সমগ্র রাজগুণে বিভূষিত হইলেও, কালিদাসের প্রতিভাবলে ও রচনাকৌশলে প্রত্যেকের পার্থক্য রক্ষিত হইয়াছে। দিলীপচরিত্রে রাজনীতি কৌশল, কর্ত্তব্য-পরায়ণতা ও দয়া, রঘুচরিত্রে বীরত্ব ও দানশীলতা, এবং অজ-চরিত্রে বিলাসরসিকতা ও দাম্পত্য প্রণয়ের পরাকাষ্ঠা দেখিতে পাওয়া

যায়। দিলীপ রাজনীতিকুশল ছিলেন, তদানীন্তন রাজারা তাঁহার সুশাসনের অনুকরণও করিতে পারেন নাই; লোকে কার্য্য দেখিয়া তাঁহার মন্ত্রণার কথা অনুমান করিতেন। তিনি কর্ত্তব্যপরায়ণ ও অতীব দয়ালু ছিলেন, নন্দিনীর প্রাণ রক্ষার জন্য অকাতরে নিজের দেহ পর্য্যন্ত দান করিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন।

রঘু দিগ্‌বিজয়ী রাজা, জলে স্থলে সর্ব্বত্র তাঁহার গতি অব্যাহত; দুস্তর তরঙ্গিণীর তরঙ্গভঙ্গী তাঁহার গতি রোধ করিতে পারে নাই, অভ্রভেদী পর্ব্বত সমূহ ও তাঁহার সৈন্যগণের পথ অবরোধ করিতে সমর্থ হয় নাই। তাঁহার দানশীলতা সীমাবদ্ধ ছিল না। পৃথিবীর অধীশ্বর হইলেও দান-শীলতাবশতঃ এক সময়ে তাঁহাকে তৈজস পাত্রাভাবে মৃণ্ময় পাত্র ব্যবহার করিতে হইয়াছিল। অজরাজা বিলাসী ও প্রণয়ী, তাঁহার বিলাস তরলতা বা চপলতার পরিচায়ক নহে, তাহাতে গাম্ভীর্য্য আছে, ভাবুকতা আছে; তাঁহার বিলাসসামগ্রী সঙ্গীত ও বীণা, তাঁহার প্রণয় প্রগাঢ়,—অন্তরের অন্তস্তল পর্য্যন্ত ভেদ করিয়াছে।

এখন কথা এই, অনুবাদে কালিদাসের এই সকল চরিত্রের চিত্র সম্যক্ প্রতিফলিত হইয়াছে কি না। এখানে একটী অসুবিধার প্রতি লক্ষ্য করিতে হইবে। অদ্বিতীয় কবি কালিদাস সংস্কৃত ভাষায় কাব্য লিখিয়া গিয়াছেন। আবার, তাঁহার সময়ে সংস্কৃতের পূর্ণ যৌবন। তিনি যে সকল ভাব যেরূপ সুললিত ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন, বাঙ্গালা ভাষার বর্ত্তমান অবস্থায় তাহা সে ভাবে প্রকাশ করা ত দূরের কথা, পরিণত অবস্থাতেও তাহা সম্ভবপর হইবে কি না সন্দেহ। সুতরাং রঘুবংশের অনুবাদে মূলের ভাষাগত সৌন্দর্য্য সর্ব্বাঙ্গীন রক্ষা করা বড়ই কঠিন। এই অসুবিধার জন্যই বোধ হয় এত দিন এই গ্রন্থের পদ্যানুবাদে কেহ হস্তক্ষেপ করিতে সাহস করেন নাই। শ্লোকসমষ্টির ভাব অভিব্যক্তির উপর চরিত্রচিত্রণের উৎকর্ষ অপকর্ষ নির্ভর করে। গ্রন্থকার নবীন বাবু নিজের মনের ভাব যোগ না করিয়া, কবির মনের ভাব প্রকাশ করিতে সবিশেষ যত্ন করিয়াছেন, এবং তাঁহার যত্নও সফল হইয়াছে।

কলিকাতা, এসিয়াটিক সোসাইটি। } শ্রীহরিমোহন শর্ম্মা।
সংবৎ ১৯৪৮। ২৫ শ্রাবণ। }

প্রথম সর্গ।

নমি আমি জগতের জনক জননী,
ভবেশ শঙ্কর আর পর্ব্বতনন্দিনী—
নিরন্তর যুক্ত যাঁরা বাক্য অর্থ* প্রায়
বাক্য অর্থ জ্ঞান লভি যাঁদের কৃপায়। ১

কোথা সেই সূর্য্যবংশ অতুলবৈভব,
কোথা আমি মন্দমতি সামান্য মানব;
আশার ছলনে মম ব্যাকুল অন্তর,
ভেলকে লঙ্ঘিতে চাহি দুস্তর সাগর! ২

মূঢ় আমি, কবিকীর্ত্তি লভিতে পাগল,
এহেন প্রয়াসে মোর হাসিবে ভুবন;
উচ্চ বৃক্ষে প্রাংশুজনে লভে যেই ফল
সে ফলে বাড়ানু কর হইয়া বামন! ৩

কিন্তু রত্নাকরআদি পূর্ব্ব কবিগণ
সেবংশ বর্ণিয়া কৈলা পথ প্রদর্শন,
পশিব সে পথে, সূত্র পশে যেই মতে
মণি মধ্যে, হীরকের সূচী-ছিদ্র-পথে। ৪

আজন্ম বিশুদ্ধ রঘুকুল-রাজগণ
শাসিলেন সসাগর অবনীমণ্ডল;
করিতেন বিমানেতে স্বর্গে বিচরণ,
করি কার্য্য লভিতেন সদা পূর্ণ ফল। ৫

জাগরিত থেকে প্রজা করিলা পালন,
দণ্ডিলা উচিত রূপে অপরাধিগণে,
দীনের কামনা সদা করিলা পূরণ,
হোমেতে করিলা তৃপ্ত দীপ্ত হুতাশনে। ৬

---

* বাক্য—বাক্ (স্ত্রী) ও অর্থ (পুং), ইহাদের যেরূপ নিত্য সম্পর্ক, পার্ব্বতী ও শিবের তদ্রূপ।

দান হেতু করিলেন ধনের সঞ্চয়,
আছিলেন মিতভাষী সত্যের কারণ,
করিলা যশের তরে দিগন্ত বিজয়,
পুত্র আশে করিতেন কলত্র গ্রহণ। ৭

শৈশবে করিলা যাঁরা বিদ্যা উপার্জ্জন,
ভুঞ্জিলা বিষয় সুখ যৌবন সময়,
বৃদ্ধকালে মুনিবৃত্তি করিয়া আশ্রয়
চরমে পরম যোগে ত্যজিলা জীবন। ৮

তাঁহাদের গুণ-রাশি শুনিনু যখন
মোহিল মানস মম, হইনু চপল;
এ হেন বংশের কীর্ত্তি করিব বর্ণন,
যদিও সামান্য মম বচন সম্বল। ৯

গাইব সে রঘুবংশ, করিয়া শ্রবণ
দোষ গুণ বিচারিবে পাঠক সুমতি,
স্বর্ণের পরীক্ষা করে অনল যেমতি
দেখিতে বিশুদ্ধ কিম্বা বিমিশ্র কাঞ্চন। ১০

বৈবস্বত নাম মনু সূর্য্যের তনয়
মনীষি কুলের মণি সর্ব্বগুণালয়,
নৃপতি কুলের তিনি আদি নরপতি
বৈদিক মন্ত্রের আদি প্রণব* যেমতি। ১১

উজলি তাঁহার বংশ জন্মিলা সুমতি
দিলীপ ক্ষিতিপ-ইন্দু বীরকুল-ধন,
উজলি ক্ষীরোদ জল উদিল যেমতি
সমুদ্র মন্থনে শশী ভুবন মোহন। ১২

সুলম্বিত বাহু তাঁর, উরস্ বিশাল,
বৃষস্কন্ধ, কলেবর যেন দীর্ঘ শাল;—
নিজ-কর্ম্ম-ক্ষম দেহ করিয়া ধারণ
ক্ষাত্রধর্ম্ম অবতীর্ণ ধরায় যেমন। ১৩

* প্রণব—ওঙ্কার, ইহা বেদমন্ত্রের প্রথমে উচ্চারিত হয়।

ভূতলে অতুল বল ধরেন নৃপতি,
নিজ তেজে সর্ব্বভূতে জিনিলা রাজন্ ;*
নিজ বশে বসুধারে আনিয়া সুমতি
শোভিলেন, বিশ্বব্যাপী সুমেরু যেমন। ১৪

সুচারু আকার তাঁর, অন্তরে তেমতি
তীক্ষ্ণবুদ্ধি, সেই মত শাস্ত্রেতে যতন ;
যেমতি আগম শিক্ষা, কার্য্যও তেমন
কার্য্যের মতন ফল লভেন সুমতি। ১৫

তেজশৌর্য্যগুণে তিনি ভয়ের কারণ,
দয়াশীলতায় পুনঃ শ্রদ্ধার আধার ;—
মকর-সঙ্কুল সিন্ধু যদিও ভীষণ
রত্নগর্ভ বলি তবু আদর তাহার। ১৬

মনুপ্রদর্শিত পথে দিলীপ নৃপতি
চালাইলা সুনিয়মে নিজ প্রজাগণ ;
চালায় স্যন্দন যবে নিপুণ সারথি
রথচক্র ক্ষুণ্ণ পথ ত্যজে কি কখন ? ১৭

সাধিবারে প্রজাদের অশেষ মঙ্গল
ষষ্ঠ-ভাগ-কর রাজা করেন গ্রহণ—
সংগ্রহি সহস্র-রশ্মি ধরা হ'তে জল
করেন সহস্রগুণ পুন বরষণ। ১৮

শোভাহেতু সঙ্গে তাঁর চলে সেনাগণ,
সুগভীর শাস্ত্র জ্ঞান আর শরাসন—
এ দুটি উপায়ে রাজা করেন সাধন
নিজ কার্য্য ; অন্যোপায়ে কিবা প্রয়োজন ? ১৯

গম্ভীর প্রকৃতি তাঁর, ইঙ্গিত আকার
হেরি মনোগত ভাব বুঝে সাধ্য কার ?

---

* অষ্টাভিশ্চ সুরেন্দ্রাণাং মাত্রাভির্নির্ম্মিতো নৃপঃ।
তস্মাদভিভবত্যেষ সর্ব্বভূতানি তেজসা॥ মনু।

মন্ত্রণা সতত রাজা রাখেন গোপনে*
ফল দৃষ্টে কার্য্য তাঁর বুঝে অন্য জনে,
পূর্ব্ব-জন্ম-জাত যথা সংস্কারনিচয়
ইহ জনমের কার্য্যে প্রকটিত হয়। ২০

করিতেন আত্মরক্ষা, যদিও নির্ভয়;
সাধিতেন ধর্ম্ম, রোগে না হ'য়ে কাতর,
অলুব্ধ হইয়া অর্থ করেন সঞ্চয়
অনাসক্ত হ'য়ে সুখ ভুঞ্জে নৃপবর। ২১

জ্ঞানে মৌনী, দানে তিনি শ্লাঘাবিরহিত,
বৈর-নির্যাতন-ক্ষম হয়ে ক্ষমাপর;—
এরূপে বিরোধ ভাব ত্যজি পরস্পরা
গুণচয়, রাজদেহে ছিল সম্মিলিত। ২২

বিষয় তৃষায় মুগ্ধ নাহি ছিল মন,
সর্ব্ববিদ্যা বিশারদ অতুল ভুবনে;
ধর্ম্মপথে রাখিতেন মতি অনুক্ষণ
জ্ঞানেতে প্রবীণ †তিনি বার্দ্ধক্য বিহনে। ২৩

যতনে প্রজারে রাজা পালেন আপনি,
ছিলেন তাদের তিনি সুশিক্ষা-বিধাতা,
প্রজার প্রকৃত পিতা দিলীপ নৃমণি,
পিতা তাহাদের মাত্র ছিল জন্মদাতা। ২৪

প্রজাবৃদ্ধি হেতু শান্তি করিলা স্থাপন
রাজদণ্ডে দুষ্ট জনে দণ্ডিয়া রাজন্;
কুলবৃদ্ধি তরে তাঁর কলত্র গ্রহণ,—
অর্থে কামে করিলেন ধর্ম্মের সাধন। ২৫

পৃথ্বী দুহি কর রাজা করিলা গ্রহণ
দেবপ্রীতি হেতু যজ্ঞ সাধিবার তরে,
দুহি স্বর্গ দেবরাজ, করিয়া বর্ষণ
বিতরিলা শস্য রাশি মানব নিকরে—

---

* "মন্ত্রমূলং যতো রাজ্যমতো মন্ত্রং সুরক্ষিতম্।
কুর্য্যাৎ যথা তন্ন বিদুঃ কর্ম্মণামাফলোদয়াৎ॥" যাজ্ঞবল্ক্যঃ।

† ষষ্ঠ সর্গের ৪৬ সংখ্যক শ্লোক দ্রষ্টব্য।

এইরূপে বিনিময়ি বিভব আপন
পালিলা ভুবনদ্বয় উভয় রাজন্। ২৬

অনুপম যশোরাশি লভিলা ভূপতি
সমূলে তস্কর কুলে করিয়া দমন*—
চৌর্য্যবৃত্তি তাঁর রাজ্যে ছাড়ি পরধন
কথারূপে কর্ণমূলে করিত বসতি। ২৭

শিষ্ট হলে শত্রুকেও পালেন নৃপতি,
তিক্ত বলি ঔষধেরে কে করে বর্জ্জন?
প্রিয় জন দুষ্ট হলে দণ্ডেন সুমতি,
কে না ত্যজে সর্পদষ্ট অঙ্গুলি আপন? ২৮

যে দ্রব্যে সৃজিলা বিধি পঞ্চ ভূতগণ
তাহে নৃপ দিলীপেরে গড়িলা নিশ্চয়,
পরের ভোগের হেতু ভূতের সৃজন
পরহিত পরায়ণ রাজগুণ চয়! ২৯

আপন প্রতাপে রাজা করিলা শাসন
অনন্য-শাসনা ধরা একপুরী প্রায়,
বেষ্টিতা বারিধি-তীর-প্রাচীরমালায়
চৌদিগে পরিখা যার সাগর ভীষণ। ৩০

অতুল রূপের রাশি মহিষী রাজার
মগধ রাজার কন্যা নাম সুদক্ষিণা,
দাক্ষিণ্য গুণেতে পূর্ণ অন্তর যাঁহার,
যজ্ঞের দক্ষিণা সম অতি সুলক্ষণা। ৩১

রাজ-অন্তঃপুরে ছিল যোষা বহুতর,
কিন্তু যবে পাইলেন এহেন রমণী
রাজলক্ষ্মী সমগুণে, গুণী নৃপবর
আপনারে ভাগ্যবান্ গণিলা আপনি। ৩২

রূপে গুণে নিজতুল্য প্রেয়সীতে তাঁর,
তনয় হেরিতে সাধ বড়ই রাজার;

* ষষ্ঠ সর্গের ৭৫ সংখ্যক শ্লোক দ্রষ্টব্য।

না পূরিল পুত্র আশা, তাই দুই জন
মনোদুখে কিছুকাল করিলা যাপন। ৩৩

করিতে পুত্রের লাগি যাগ সম্পাদন
নিজ ভুজ হতে রাজা উৎসুক অন্তরে
পৃথিবী শাসন ভার, করিয়া মোচন
অরপিলা সুনিপুণ সচিব নিকরে। ৩৪

সুদক্ষিণা সহ তবে নৃপকুল মণি
পুত্রকামনায় হ'য়ে পবিত্র দুজনে
আরাধি অনাদি দেব শতপত্র-যোনি,
চলিলেন কুলগুরু বশিষ্ঠ সদনে ৩৫

মধুর গম্ভীর রবে চলিল স্যন্দন,
তদুপরি রাজারাণী করিলা বিরাজ,
শোভা পায় বরিষার জলদে যেমন
চপলার সঙ্গে রঙ্গে সুরগজরাজ ৩৬

আশ্রমের শান্তি ভঙ্গ হবে মনে করি
না লইলা সঙ্গে রাজা বহু অনুচর,
তপোবনে চলিলেন সেনা পরিহরি,
দীপ্যমান নিজ তেজে কোশল ঈশ্বর। ৩৭

ছড়ায়ে কুসুম রেণু বহিল সমীর
পরশে শীতল করি দেহ দুজনার,
বায়ু ভরে বনরাজী নত করে শির
শালরস-সুবাসেতে পূরিল কান্তার। ৩৮

রথের ঘর্ঘরে ভাবি মেঘের গর্জ্জন
ঊর্দ্ধমুখে কেকারবে গায় শিখিগণ
পুলকে ষড়জ রাগে, করিয়া শ্রবণ
সুদক্ষিণা সহ রাজা আনন্দে মগন। ৩৯

অদূরে দাঁড়ায়ে পথে হরিণ হরিণী*
নির্ভয়ে নেহারে রথ বিশাল নয়নে,

---

* দ্বিতীয় সর্গের ১১ সংখ্যক শ্লোক দ্রষ্টব্য।

কৌতুকে সে আঁখি শোভা দেখে রাজারাণী
পরস্পর আঁখি সহ তুলনে দুজনে। ৪০

কোথাও সারস-পংক্তি অর্দ্ধ চন্দ্রাকারে
কলরবে ধায়, যেন তোরণ বিহনে
তোরণ শোভিনী মালা, সুনীল অম্বরে
উড়ি যায়, ঊর্দ্ধমুখে দেখিলা দুজনে। ৪১

অনুকূল বেগভরে বহিল সমীর
অশ্বপদ ধূলারাশি পাশে উড়ি যায়,
তাই না লাগিছে ধূলা অলকে রাণীর,
কিম্বা রাজশিরে, শুভ গণিলা তাহায়। ৪২

ফুটিছে সরসী হ্রদে চারু শতদল
বিতরি সলিলাঘাতে শীত পরিমল,
দম্পতীর শ্বাস সম সৌরভ যাহার ;
পদ্মগন্ধে বিমোহিত চিত্ত দোঁহাকার। ৪৩

রাজার প্রদত্ত গ্রামে আছে দ্বিজগণ
শোভে তথা যূপাবলি যাগের লক্ষণ ;
অর্ঘ্যদানে দ্বিজগণ পূজিল রাজারে,
আশিষিল দম্পতীরে জয় জয় কারে। ৪৪

সদ্যোজাত ঘৃত ল'য়ে বৃদ্ধ গোপগণ
উপস্থিত বন পথে ; তাদেরে সম্ভাষি
পথেপথে বনতরু হেরিয়া রাজন্
কৌতুকে তরুর নাম জিজ্ঞাসিলা হাসি। ৪৫

সুদক্ষিণা সহ রথে সুবেশ ভূষায়
ধরিলা অপূর্ব্ব শোভা ধরণীর পতি,
হিমান্তে চিত্রার সনে চৈত্র পূর্ণিমায়
শোভেন শিশির মুক্ত শশাঙ্ক যেমতি। ৪৬

স্বভাবের শোভারাশি মানস মোহন
দেখাইয়া প্রেয়সীরে আদরে নৃমণি
চলিলা অনেক পথ, প্রিয় দরশন,
না জানিলা কত দূরে আসিলা আপনি। ৪৭

অস্ত-প্রায় যবে রবি পশ্চিম গগণে
ভার্য্যা সহ মহাযশা বসুধা ঈশ্বর
উত্তরিলা বশিষ্ঠের পুণ্য তপোবনে,
শ্রমভরে অশ্বগণ ক্লান্ত কলেবর। ৪৮

বনান্তর হ'তে এবে তাপসের দল
সমিৎ, কুশ, ফল মূল করি আহরণ
প্রত্যাগত সে আশ্রমে, অদৃশ্য অনল*
অগ্রসরি তাঁহাদের করে সম্ভাষণ। ৪৯

অভ্যস্ত নীবার মুষ্টি পাইবার তরে
দাঁড়ায়েছে মৃগকুল সতৃষ্ণ অন্তরে
পর্ণ কুটীরের দ্বার করিয়া বেষ্টন ;
ঋষিপত্নীদের তারা সন্তান যেমন। ৫০

আলবালে দিয়ে জল ঋষিবালাগণ
তরুহতে অবিলম্বে করিছে প্রয়াণ,
নির্ভয়ে বিহগ দল নামিয়া যেমন
পারে সেই জল সুখে করিবারে পান। ৫১

দিনান্তে বিগত রৌদ্র, তৃণ ধান্যচয়
শোভিতেছে স্তূপাকারে উটজ প্রাঙ্গণ,
বসি তথা মৃগকুল করে রোমন্থন
বিশ্রাম লভিছে তারা প্রদোষসময়। ৫২

সায়াহ্নে হোমের অগ্নি জ্বলিছে প্রচুর,
উঠিয়াছে ধূমপুঞ্জ সন্ধ্যার সমীরে
হোমের সৌরভ রাশি ব্যাপি বহুদূর
পবিত্রি আশ্রমগামী শ্রান্ত অতিথিরে। ৫৩

---

* পিতা বিদেশ হইতে গৃহে ফিরিয়া আসিতেছেন দেখিয়া বালকগণ যেরূপ খাদ্যদ্রব্যের লোভে তাঁহার সম্মুখে যাইয়া আদর করিয়া ডাকিয়া আনে, সেইরূপ ঋষিগণ যজ্ঞকাষ্ঠাদি আহরণ করিয়া আশ্রমে আসিলে অগ্নি অদৃশ্যভাবে তাঁহাদের সম্ভাষণ করিয়া থাকেন শ্রুতিতে এইরূপ লিখিত আছে।

রাজার আদেশ পেয়ে সারথি সত্বরে
নিবারিল তপোবনে ক্লান্ত অশ্বগণ;
নামিলা আপনি রাজা প্রফুল্লিত মন,
নামাইলা প্রেয়সীরে ধরি নিজ করে। ৫৪

আসিলা আশ্রমে যবে কোশল-ঈশ্বর
নীতি-চক্ষুঃ, সুহাসিনী মহিষীর সনে,
সসম্ভ্রমে জিতেন্দ্রিয় তাপসনিকর
যথাবিধি দুজনারে পূজিল যতনে। ৫৫

সায়ন্তন জপ হোম করি সমাপন
আসীন বশিষ্ঠ ঋষি বশিকুলধন,
বাম পাশে বিরাজিতা চারু অরুন্ধতী
অনলের পাশে স্বাহা শোভেন যেমতি। ৫৬

সুদক্ষিণা সহ সুখে নরকুল পতি
গুরু সনে গুরুপত্নী করি দরশন
প্রণমিলা পাদপদ্মে; তাপস দম্পতী
আশিষিলা উভয়েরে হরষিত মন। ৫৭

লভি তবে যথাবিধি অতিথিসৎকার
রথ-ক্ষোভ-শ্রম পরিহরিলা রাজন্;
সম্ভাষিয়া রাজর্ষিরে মহর্ষি তখন,
জিজ্ঞাসিলা রাজ্যের কুশল সমাচার। ৫৮

অথর্ব্ব বেদের গুরু বশিষ্ঠ সুমতি,
তুষিয়া তাঁহারে অতি মধুর বচনে
অর্থপতি, অরিন্দম সূর্য্যকুল পতি
নিবেদিলা মনোভাব মুনির চরণে। ৫৯

"তব আশীর্ব্বাদে, গুরু, রাজ্যেতে আমার
হইতেছে সপ্ত অঙ্গে সতত মঙ্গল*

---

* রাজ্যের সপ্ত অঙ্গ যথা ["স্বাম্যমাত্য সুহৃৎ কোষ রাষ্ট্র দুর্গ বলানিচ"] অমর কোষ। (sovereign, minister, ally, treasury. territories, forts and forces.)

দেবে কি মানুষে করে যতই প্রকার
অশুভ আপদ, তুমি হরিছ সকল।* ৬০

"তব কৃত মন্ত্র, গুরু, মহা তেজস্কর
পরোক্ষে বিপক্ষ দলে নাশিছে আমার,
নয়ন গোচরে লক্ষ্য ভেদে যেই শর
নিরস্ত সে শর মম, নাহি ব্যবহার! ৬১

"অনাবৃষ্টি হেতু যবে শুকাইয়া যায়
মানব জীবিকা শস্য, যজ্ঞেতে তোমার
অগ্নিদত্ত হোমরাশি, বরিষার প্রায়
বরষিয়া রক্ষা করে নিখিল সংসার। †।৬২

"ব্রহ্মতেজোগুণে তব মঙ্গল-আলয়
বিরাজিছে চির শান্তি রাজ্যেতে আমার,
নাহি তথা অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি ভয়,‡
দীর্ঘজীবী প্রজা, সুখ ভুঞ্জিছে অপার। ‖ ৬৩

"সূর্য্যকুলগুরু তুমি ব্রহ্মার তনয়
অন্তরে মঙ্গল মম চিন্তিছ যখন
হবে রাজ্য নিরাপদ, সম্পদ নিচয়
রবে অবিচ্ছিন্ন কিবা বিচিত্র তখন? ৬৪

"কিন্তু তব বধূ এই সতত দুঃখিনী
অনুরূপ পুত্র মুখ না করি দর্শন,

---

* কামন্দক বলেন—"হুতাশনো জলং ব্যাধি দুর্ভিক্ষং মরণং তথা।
ইতি পঞ্চবিধং দৈবং মানুষং ব্যসনং ততঃ ॥
আযুক্তকেভ্যশ্চোরেভ্যঃ পরেভ্যো রাজবল্লভাৎ।
পৃথিবীপতিলোভাচ্চ নরাণাং পঞ্চধা মতম্।

† অগ্নৌ দত্তাহুতিঃ সম্যক্ আদিত্যমুপতিষ্ঠতে।
আদিত্যাজ্জায়তে বৃষ্টি র্বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজাঃ ॥ মনু।

‡ বহু বিধ বিঘ্ন—"অতিবৃষ্টিরনাবৃষ্টি মূষিকাঃ শলভাঃ শুকাঃ।
অত্যাসন্নাশ্চ রাজানঃ ষড়েতে ঈতয়ঃ স্মৃতাঃ। কামন্দকঃ।

‖ শ্রুতিতে মনুষ্যের আয়ু শতবর্ষ উল্লিখিত আছে—শতা-
য়ুর্বৈ পুরুষ ইতিশ্রুতেঃ।

সসাগরা বসুন্ধরা রত্ন প্রসবিনী
না পারে এ দুঃখ মম করিতে বারণ। ৬৫

"মম পরে পিণ্ড লোপ গণিয়া নিশ্চয়
শ্রাদ্ধ কালে পিতৃকুল বিষাদে মগন,
না করেন পিণ্ড জল পর্য্যাপ্ত ভোজন
ভবিষ্যের তরে স্বধা করেন সঞ্চয়। ৬৬

"কালের শয়নে আমি শুইব যখন
কে করিবে পিতৃকুলে জলবিন্দু দান?
তর্পণের বারি মম তাই পিতৃগণ
উষ্ণ নিশ্বাসের সহ করিছেন পান। ৬৭

"যাগ যজ্ঞ করি মম আলোক অন্তরে
কিন্তু পুত্র বিনা দেখি বাহিরে আঁধার,
যথা বিশ্ব-সীমা লোকালোক গিরিবরে
একদিকে আলো অন্যদিকে অন্ধকার।* ৬৮

"দানে ধর্ম্মে যেই পুণ্য হয় উপার্জ্জন
পরলোকে ফল তার ভুঞ্জে নরগণ,
কিন্তু নিজ দেহজাত অপত্যরতন
ইহ পরলোকে হয় সুখের কারণ। ৬৯

"নিরখি এ দশা মম অপত্য-বিহনে
তোমার হৃদয় গুরো নহে কি ব্যথিত?
স্নেহে যে আশ্রম-তরু করিলে বর্দ্ধিত
ফলহীন হেরি তারে রয়েছ কেমনে ৭০

"পিতৃ ঋণ গুরুভার মস্তকে আমার †
সহিতে না পারি গুরু, বলিব কি আর;

---

* লোকালোক পর্ব্বত—চক্রবাল (.Horizon) সূর্য্য ইহার মধ্যে উদয় হইয়া অস্তগমন করেন, সুতরাং কবিকল্পনায় ইহার মধ্যদেশে আলোক ও বহির্ভাগে অন্ধকার চির-বিরাজ করে।

† "ঋণং দেবস্য যাগেন, ঋষীণাং দানকর্ম্মণা।
সন্তত্যা পিতৃলোকানাং শোধয়িত্বা পরিব্রজেৎ।"

পারে কি সহিতে আহা অস্নাত বারণ
চিরকাল আলানের কঠোর বন্ধন? ৭১

"আমায় এ ঋণ হ'তে করিতে মোচন
করুন বিধান, গুরু, সকরুণ-মন;
ইক্ষ্বাকু কুলের যাহা দুষ্প্রাপ্য যখন
তব আশীর্ব্বাদে তাহা হয়েছে সাধন।" ৭২

রাজার বচন শুনি বশিষ্ঠ তখন
রহিলেন ক্ষণকাল ধ্যানে নিমগন
নিস্পন্দ মীলিত নেত্র নিস্তব্ধ শরীর,
সুপ্তমীন হ্রদ সম প্রশান্ত গম্ভীর। ৭৩

ধ্যানেতে জানিলা মুনি কিসের কারণ
বঞ্চিত সন্তান ধনে মনুবংশ পতি;
নির্ম্মল অন্তর মুনি কহিলা তখন
সম্ভাষিয়া নৃপতিরে পূর্ব্বের ভারতী। ৭৪

"সাধিয়া ইন্দ্রের কাজ নিজ ভুজ বলে
স্বর্গ ত্যজি যবে তুমি আসিলে ধরায়
পুরাকালে, পথে তব কল্প-তরু-তলে
ছিলেন সুরভি ধেনু শুন নররায়। ৭৫

"ঋতু স্নাতা মহিষীরে জানিয়া তখন
ধর্ম্মলোপ-ভয়ে তুমি ছিলে অন্যমনা
না করিলে গোমাতার উচিত বন্দনা,
না করিয়া প্রদক্ষিণ করিলে গমন।* ৭৬

"কুপিয়া সুরভি তোমা দিলা এই শাপ—
'অবজ্ঞা করিলে মোরে, মনুবংশ-পতি,
না পুজি অপত্যে মোর, না পাবে সন্ততি,
না হেরিবে পুত্রমুখ, পাবে মনস্তাপ।' ৭৭

---

* গাভী দেখিলে প্রদক্ষিণ করা বিধেয় যথা—
"মৃদং গাং দৈবতং বিপ্রং ঘৃতং মধু চতুষ্পথম্।
প্রদক্ষিণানি কুর্ব্বীত বিজ্ঞাতাংশ্চ বনস্পতীন্॥"

"আকাশ-গঙ্গার নীল ঊর্ম্মিময় জলে
বিহরে দিগ্‌গজ দল, জল কল কলে,
না শুনিলা শাপবাণী, তাই হে রাজন্
করিল না সারথি ও সে শাপ শ্রবণ। ৭৮

"সুরভির অপমান করিলা রাজন্
তাহাতে নিষ্ফল তব মনের কামনা;
পূজ্যের বিহিত পূজা করিলে বর্জ্জন
রুদ্ধ হয় শ্রেয় পথ, ঘটে বিড়ম্বনা। ৭৯

"সাধিছেন মহাযজ্ঞ পাশী জলেশ্বর
ভুজঙ্গে রক্ষিত-দ্বার পাতালে অতলে,
হবিহেতু গো-মাতা আছেন সেই স্থলে
কার সাধ্য যাবে তথা, মনুবংশ-ধর? ৮০

"আছেন সুরভি সুতা মম তপোবনে,
জননীর প্রতিনিধি সেই সুলক্ষণা,
পত্নীসহ পূজ তাঁরে ভকতির সনে
প্রসন্ন হইলে গবী পূরিবে বাসনা।" ৮১

এরূপ কহিতেছিলা ঋষিকুল পতি,
আসিল কানন হতে উজ্জ্বল বরণা
অনিন্দ্যা নন্দিনী ধেনু মন্থর-গমনা
বশিষ্ঠ যাহার দুগ্ধে করেন আহুতি। ৮২

আইল নন্দিনী ধেনু এমন সময়
পল্লব-পাটল-কান্তি, ললাটে তাহার
শোভিছে বঙ্কিম-রেখ-শ্বেত-রোমচয়
যথা নব শশিকলা ললাটে সন্ধ্যার। ৮৩

দূর হতে নিজ বৎস করি বিলোকন
ঝরিছে গাভীর স্তনে দুগ্ধ অবিরল
মৃদু উষ্ণ ধারে ধরা করিয়া সেচন
যজ্ঞ স্নান বারি হতে' অধিক নির্ম্মল। ৮৪

নিকটে আইল গাভী, খুরের প্রহারে
সমুত্থিতধূলারাশি, পবিত্রতাধার

লাগিছে রাজার দেহে, পবিত্রি রাজারে—
তীর্থস্নান সম যেন হইল তাঁহার।* ৮৫

ভূত ভাবী বশিষ্ঠের নহে অগোচর,
নিরখিয়া নন্দিনীর পবিত্র মুরতি
জানিলা রাজার আশা হবে ফলবতী,
রাজ প্রতি পুন মুনি করিলা উত্তর। ৮৬

"নাম উচ্চারণ মাত্রে দেখ, নরপতি
আইল সম্মুখে তব সুরভি সন্ততি ;
কার্য্য সিদ্ধি হবে আশু নাহিক সংশয়
অচিরে কামনা তব পূরিবে নিশ্চয়। ৮৭

"বনজাত ফলমূল করিয়া ভোজন
ভৃত্যভাবে নন্দিনীরে সেবিবে রাজন্ :
প্রসন্ন করহে তারে সেবিয়া যতনে,
অভ্যাসের গুণে যথা সাধে বিদ্যাধনে। ৮৮

"নন্দিনী চলিলে, তুমি চলিও আপনি
দাঁড়াইবে যবে গাভী, দাঁড়াবে নৃমণি ;
বসিলে বসিবে তুমি, পানান্তে তাহার
আপনি করিবে পান, কি বলিব আর। ৮৯

"গন্ধমাল্যে নন্দিনীরে অর্চ্চিয়া প্রভাতে
যাবেন আশ্রমপ্রান্তে পাছে পাছে তার
রাজ-বধূ সুদক্ষিণা ; সায়াহ্নে আবার
অগ্রসরি যতনে আনিবে সেই মতে। ৯০

"এইরূপে ধেনু সেবা করি নিরন্তর
প্রসন্ন করিবে তারে, কোশল ঈশ্বর,
দূরে যাবে বিঘ্ন তব, নিজের সমান
হইবে সুপুত্র তব গুণীর প্রধান।' ৯১

---

* স্নান চারি প্রকার যথা ;—
"আগ্নেয়ং ভস্মনা স্নানং অবগাহন্ত বারুণং।
আপোহিষ্ঠেতি চ ব্রাহ্মং বায়ব্যং গোরজঃকৃতং।" মনু।

সুদক্ষিণা সহ তবে নৃপকুল ধন
লভিলা পরম প্রীতি মুনির বচনে,
প্রণমিলা জায়াপতি গুরুর চরণে,
গুরু-আজ্ঞা শিরোধার্য্য করিলা দুজন। ৯২

বাড়িল রজনী এবে, ব্রহ্মার তনয়
তুষিয়া বসুধানাথে মধুর বচনে,
আদেশিলা যাইবারে শয়ন আলয়
বিরাম দায়িনী নিদ্রা লভিতে শয়নে। ৯৩

সূর্য্যকুল-পুরোহিত মহা তপোধন
কুশের রচিত শয্যা দিলেন রাজায়—
ব্রত চর্য্যারত আজি কোশল রাজন,
কিবা প্রয়োজন এবে কোমল শয্যায়? ৯৪

গুরুর আদেশে পশি পর্ণের ভবন
ভার্য্যা সহ নরপতি কুশের শয্যায়
যাপিলা যামিনী দোঁহে জাগিলা উষায়
বশিষ্ঠ শিষ্যের শুনি বেদ অধ্যয়ন। ৯৫

ইতি শ্রীকালিদাস কৃত রঘুবংশের বঙ্গানুবাদে বশিষ্ঠাশ্রম-
গমন নামক প্রথম সর্গ।

দ্বিতীয় সর্গ।

রজনী প্রভাত এবে, রাজার রমণী
গন্ধ মাল্য নন্দিনীরে দিলা নিজ করে ;
গো-বৎস ভুঞ্জিলে দুগ্ধ, বাঁধি তারে ঘরে
ধেনু লয়ে বন মুখে চলিলা নৃমণি। ১

পবিত্রি পথের ধূলা চলিল নন্দিনী
খুরস্পর্শে, চলিলেন পশ্চাতে তাহার
সতীকুল অলঙ্কার রাজার গৃহিণী,
বেদার্থের পাছে যথা স্মৃতির সঞ্চার।* ২

নিবারিয়া প্রেয়সীরে আদরে নৃপতি
একাই চলিলা রক্ষি সুরভি সুতায়
গোরূপী ধরারে একা রক্ষেন তেমতি, †
চারি পয়োনিধি যার পয়োধর প্রায়। ৩

ব্রত হেতু গোচারণ করেন নৃপতি,
নিবর্ত্তিলা আপনার অনুচরগণ
নিজ বীর্য্যে সুরক্ষিত মনুর সন্ততি
আত্ম রক্ষা হেতু অন্যে কিবা প্রয়োজন ? ৪

সুস্বাদ তৃণের গুচ্ছে করায়ে ভোজন
দংশক তাড়ন আর শরীর মার্জ্জনে
দিলীপ ধেনুর সেবা করেন যতনে
যথা ইচ্ছা চলে গাভী, কে করে বারণ ? ৫

নন্দিনী দাঁড়ায় যবে, দাঁড়ান রাজন্
বসিলে বসেন, তার গমনে গমন,
গাভীর পানান্তে বারি করিতেন পান,
অনুগামী রাজা তার ছায়ার সমান। ৬

---

* যেমন মনুসংহিতা প্রভৃতি স্মৃতি বেদের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করে।

† গোরূপী ধরা—অনেক স্থলে এই রূপ বর্ণনা আছে যথা "দুদোহ গাং স যজ্ঞায়" প্রথম সর্গ ২৭শ শ্লোক। "পৃথূপদিষ্টাং দুদুহু র্ধরিত্রীং" কুমার সম্ভব।

নাহি তাঁর রাজ-চিহ্ন ছত্র কি চামর
তথাপি ও রাজলক্ষ্মী দীপ্ত দেহতেজে ;
অপ্রকাশ থাকে কবে মত্ত করিবর
যদিও না মদ চিহ্ন বাহিরে বিরাজে ? ৭

কুটিলব্রততী-চয়ে বাঁধি কেশজাল
ধরি ধনু অরণ্যে ভ্রমেন মহীপাল,
বশিষ্ঠের হোম গাভী রক্ষণের ছলে
শাসিছেন ভয়ঙ্কর বন্য জন্তু দলে। ৮

অনুচর ত্যজি একা ভ্রমেন নৃমণি
নিজ বলে বলী যথা পাশী জলেশ্বর ;
বন্দিরূপে পার্শ্ববর্ত্তী পাদপ-নিকর
উন্মদ-বিহগ-রবে করে জয়ধ্বনি। ৯

বায়ুর ইঙ্গিতে যেন বাল-লতা কুল
হেরি তাঁরে বায়ু-সখা সম তেজোময়
কৌতুকে বর্ষিছে তাঁর শিরে নানা ফুল,
বর্ষে যথা লাজ রাশি পৌরকন্যাচয়। ১০

যদিও ভীষণ ধনু ধরেন রাজন্
তথাপি দয়ার্দ্র তাঁর কোমল হৃদয়,
হেরি তাঁরে হরিণীরা নাহি পায় ভয়
দর্শনে করিছে তৃপ্ত বিশাল নয়ন। ১১

শুনিলা কোশল রাজ চারু কুঞ্জবনে
গায় তাঁর যশোরাশি বনদেবীগণ,
কীচক বাঁশের রন্ধ্র পূরি সমীরণে
বেণুর সুরবে মোহি নিবিড় কানন। ১২

আতপত্র বিনা তাপে ক্লান্ত নৃপবর,
তেঁই তাঁরে সেবিছেন আপনি পবন
বহি গিরি নির্ঝরের সুশীত শীকর,
কাঁপায়ে কুসুম, গন্ধ করি আহরণ। ১৩

অরণ্যে পশিলা যবে অবনী-রক্ষণ
নিবিল বর্ষণ বিনা বন দাবানল,

লভিল অসীম বৃদ্ধি ফল পুষ্পদল,
প্রবল দুর্ব্বলে নাহি করে আক্রমণ। ১৪

দিনান্তে আলয়ে গাভী করিছে গমন,
পশিছে ভানুর প্রভা পশ্চিম সাগর—
আরক্তপল্লব নিভ দোঁহার * বরণ
দোঁহার সঞ্চারে পূত দিগ্ দিগন্তর। ১৫

যে গাভীর দুগ্ধে হয় যাগ শ্রাদ্ধ দান
তোষে দেবে, পিতৃকুলে, অভ্যাগত জনে, †
এহেন ধেনুর সহ শোভেন রাজন্
সুবিধি ‡ শোভিল যেন শ্রদ্ধার মিলনে। ১৬

বসিছে হরিণকুল হরিত উপর ;
যাইছে আবাস বৃক্ষে চারু শিখিগণ ;
উঠিছে পল্বল হ'তে বরাহ নিকর,
সন্ধ্যায় কালিমা যেন ঢাকিছে কানন। ১৭

যতনে বহিয়া পীন পয়োধর ভার
ধীরে ধীরে এল গাভী ; পাছে পাছে তার
ধীরে ধীরে যান রাজা স্থূল কলেবর—
উপজিল তপোবনে শোভা মনোহর। ১৮

প্রদোষে কানন হ'তে নৃপতি যখন
আসিলেন অগ্রে লয়ে সুরভি সুতায়
মহিষীর অনিমিষ বিশাল নয়ন
রাজারে করিল পান উপবাসী প্রায়! ১৯

নন্দিনীর পশ্চাতে ছিলেন নররাজ,
অগ্রে আসি নিলা তারে সুদক্ষিণা সতী,
উভয়ের মাঝে গাভী করিল বিরাজ
দিন রাত্রি মাঝে সন্ধ্যা শোভেন যেমতি। ২০

---

* আরক্তবর্ণ গাভী ও সন্ধ্যাকালের আরক্ত সূর্য্যপ্রভা।
† গাভীর দুগ্ধে দেবতা, পিতৃগণ ও অতিথির সেবা হয়।
‡ সুবিধি—সদনুষ্ঠান। ইহা শ্রদ্ধার যোগে শোভা পায়।

হাতেতে অক্ষত পাত্র সুদক্ষিণা সতী
প্রদক্ষিণি নন্দিনীরে করিলা প্রণতি ;
ভূষিলেন গন্ধ মাল্যে ললাট তাহার
সুপ্রশস্ত যেন অর্থ সিদ্ধির দুয়ার। ২১

বৎস হেতু উৎকণ্ঠিতা সুরভি সন্ততি
তথাপি সুস্থিরে পূজা গ্রহিল আদরে ;
হেরি সুখী জায়াপতি ; ভকতের প্রতি
মহৎ জনের কৃপা আশু ফল ধরে। ২২

অরুন্ধতী-বশিষ্ঠের বন্দিয়া চরণ
সায়ং কার্য্য সমাপিলা দিলীপ রাজন্,
দোহ অবসানে ধেনু বসিল ধরায়,
সেবিতে লাগিলা পুনঃ পরন্তপ রায়। ২৩

সমীপে রাখিয়া দীপ, বলি, উপহার
বসিলা ধেনুর পাছে সে রাজ-দম্পতী ;
নন্দিনী শুইলে পরে শয়ন রাজার ;
প্রভাতে উঠিলে গাভী, উঠিলা নৃপতি। ২৪

এইরূপে মহাযশা কোশল ঈশ্বর,
যাহার দানেতে পৃথ্বী দীনতা বিহীন,
পুত্র হেতু ধেনু সেবা করিয়া দুষ্কর
যাপিলেন ভার্য্যাসহ তিন সপ্ত দিন। ২৫

পরীক্ষিতে অনুগামী রাজার ভকতি
পশিল বশিষ্ঠ ধেনু হিমাদ্রি গহ্বরে,
যথায় গঙ্গার স্রোত নিরমল অতি
সিক্ত করি বাল-তৃণে পড়িছে ঝঝরে। ২৬

কার সাধ্য হিংসা করে সুরভি সুতায় ?
নিশ্চিন্তে গিরির শোভা হেরেন নৃপতি ;
সহসা অদৃষ্ট ভাবে সিংহ ভীমকায়
ধরিল গাভীরে আসি বিকট মুরতি। ২৭

গাভীর চীৎকার রাজা করিলা শ্রবণ
গুহা বদ্ধ প্রতি শব্দে অধিক গভীর ;

সে শব্দ, রশ্মিতে যেন করি আকর্ষণ
ফিরাইল গিরি হ'তে দৃষ্টি নৃপতির। ২৮

লোহিত ধেনুর পৃষ্ঠে হেরে নৃপবর
বসিছে ভীষণ সিংহ, সিন্দূরে রঞ্জিত
পর্ব্বতের ধাতুময়ী অধিত্যকাপর
শোভে যেন লোধ্র তরু কুসুমে ভূষিত। ২৯

অরিন্দম নররাজ মৃগেন্দ্র-গমন
মেনে ধিক্ আপনারে, দীনের শরণ,
বধিতে সিংহের প্রাণ ক্রোধে বীরবর
তূণ হ'তে লইতে চাহিলা তীক্ষ্ণশর। ৩০

অমনি বাণের পুঙ্খে অঙ্গুলি রাজার
লাগিয়া রহিল হায়, তোলা নাহি যায়,
চিত্র পটে আঁকা স্থির চিত্রের আকার,
উজ্জ্বলিত বাণ-পক্ষ নখের প্রভায়! ৩১

বাহু প্রতিবন্ধ হেতু মহাক্রোধ ভরে
অন্তরে নিজের তেজে জ্বলিলা নৃপতি,
মন্ত্রেতে রোধিত বীর্য্য ভুজঙ্গ যেমতি
অদূরে হিংসকে যবে দংশিতে না পারে। ৩২

কেশরি-বিক্রম বীর পৃথিবীর পতি
অদ্ভুত ব্যাপারে হেন বিস্মিত সুমতি;
অধিক বিস্ময়ে তাঁরে করিয়া মগন
ধেনু পৃষ্ঠে বসি সিংহ কহিল বচন। ৩৩

"মহারাজ, বৃথা শ্রমে কেনহে যতন?
যদিও প্রহার অস্ত্র, আমাতে বিফল;
উপাড়ে সমূলে বৃক্ষ বেগে প্রভঞ্জন,
কিন্তু তা ভূধর অঙ্গে সতত নিষ্ফল। ৩৪

"পবিত্রিয়া পৃষ্ঠ মম করি পদার্পণ
কৈলাস-ধবল বৃষে উঠেন শঙ্কর;
নিকুম্ভের মিত্র আমি শিবের কিঙ্কর
কুম্ভোদর নাম মম জানিবে, রাজন ৩৫

“ওই দেবদারু, অগ্রে দেখিছ যাহারে,
পুত্ররূপে উমানাথ করেন আদর,
পার্ব্বতীর হেম-কুম্ভ-স্তন-পয়ঃ-ধারে
পুত্রবৎ করে বৃদ্ধি যার কলেবর। ৩৬

“বন্য-করি-কপোল ঘর্ষণে তার চীর
পরিক্ষত হয়ে ছিল, তাই হৈমবতী
কাঁদিলা বিষাদে কত, কাঁদেন যেমতি
অসুরাস্ত্রে ক্ষত হেরি কুমার শরীর। ৩৭

“সে অবধি বন্যকরী ত্রাসের কারণ
সিংহ রূপে বসি আমি এ গিরি কন্দরে,
মহেশের আদেশেতে করি আক্রমণ
সমীপে পাইলে জীব, জীবিকার তরে। ৩৮

“আয়ুশেষ এ গাভীর, আহার সময়
তেঁই তারে পাঠাইলা প্রভু দয়াময়;
শোণিত পারণা মোর হইবে প্রচুর,
মিলিল রাহুর গ্রাসে চন্দ্রমা মধুর! ৩৯

“ক্ষান্ত হও নররাজ, নাহি লাজ তায়,
দেখালে গুরুর প্রতি প্রচুর ভকতি;
শস্ত্রেতে রক্ষিতে যাহা পারা নাহি যায়
তারি জন্যে হয় কবে বীরের অখ্যাতি?” ৪০

সিংহের গর্ব্বিত বাক্য শুনিয়া নৃপতি
আত্ম প্রতি অপমান না ভাবিলা আর—
ভবেশ-প্রভাবে অস্ত্র কুণ্ঠিত তাঁহার;
বিরোধে শিবের সহ কাহার শকতি? ৪১

রোষে যবে দেবরাজ শিবের উপরে
প্রহারিতে ছিলা বজ্র, দেব পশুপতি
চাহিলা ইন্দ্রের পানে; প্রতিমা যেমতি
নিস্পন্দ রহিলা ইন্দ্র ভীম বজ্র করে!*

---

* ত্রিপুর ধ্বংস কালে দুর্গা বালকরূপধারী শিবকে ক্রোড়ে লইয়া দেখিতে গিয়াছিলেন। বালকের রূপ

তেমতি সিংহের প্রতি করিতে প্রহার
বিফল-যতন আজি মনুবংশ পতি,
এই পরাভব মাত্র প্রথম তাঁহার ;
উত্তরিলা নররাজ মৃগরাজ প্রতি। ৪২

" গতি চেষ্টাহীন আমি, মৃগকুলেশ্বর,
হাসিতে ও পার শুনি আমার উত্তর ;
জীবের হৃদয় গত ভাব সমুদয়
জান তুমি, তাই মোর বলিতে কি ভয় ? ৪৩

"স্থাবর জঙ্গম ব্যাপি নিখিল ধরার
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয়ের কারণ যে জন
মানি আমি, উপেক্ষিবে হেন সাধ্য কার ?
কিন্তু মম আহিতাগ্নি গুরুর গো-ধন
সম্মুখে বিনষ্ট হয় দেখিয়া নয়নে
জীবন থাকিতে আমি সহিব কেমনে ? ৪৪

" কৃপা করি মোর দেহ করিয়া ভোজন
নিবারহে ক্ষুধা, ছাড় গো-ধন মুনির ;
দিবা অবসানে, মাতা আসিবে এখন
ভাবি তার শিশু বৎস হয়েছে অস্থির।" ৪৫

ঈষৎ হাসিল শুনি শিবের কিঙ্কর,
ছুটিল দন্তের প্রভা বিদ্যুতের প্রায়,
কাটিয়া তিমির পুঞ্জে গিরির গুহায়,
হাসি সিংহ রাজা প্রতি করিল উত্তর। ৪৬

"একচ্ছত্র অধিপতি তুমি বসুধার,
নবীন যৌবন, বপু রম্য অতিশয়,
অল্প হেতু বহু ত্যাগে বাসনা তোমার,
হিত জ্ঞান শূন্য তুমি হেন মনে লয়। ৪৭

দর্শনে হিংসা পরবশ ইন্দ্র বজ্রের দ্বারা তাঁহাকে বিনাশ করিতে উদ্যত হওয়াতে হস্ত স্তম্ভিত হইয়াছিল। মহাভারত।

"পর দুঃখে মজি যদি দাও নিজ প্রাণ
কৃপা-বশে, একা গাভী লভিবে জীবন;
জীবিত থাকিলে তুমি, জনক সমান
পালিবে বিপদ মাঝে সদা প্রজাগণ। ৪৮

"এক মাত্র ধেনু তাঁর পাইলে বিনাশ
রুষিবেন ঋষি, তাই পাইলে কি ত্রাস?
কোটি পয়স্বিনী ধেনু করি বিতরণ
পারিবে মুনির ক্রোধ শমিতে রাজন্। ৪৯

"রাখি নিজ মহাবল দেহ তেজীয়ান্,
বাঁচিয়া থাকিলে সুখ ভুঞ্জিবে অপার;
কে না জানে রাজ্য-ভোগ ইন্দ্রত্ব সমান
রাজত্বের ভোগ মর্ত্ত্যে, প্রভেদ কি আর?" ৫০

এ বলিয়া নীরবিল মৃগকুল-পতি;
গুহা মুখে শৈল রাজ করি প্রতিধ্বনি
রাজারে কহিল যেন পুন সে ভারতী
অদৃশ্যে, আবার তাহা শুনিলা নৃমণি। ৫১

সিংহের আক্রমে ধেনু হইয়া কাতর
চাহিল সজল নেত্রে নৃপতির পানে,
দ্রবিল রাজার হৃদি; মেদিনী ঈশ্বর
উত্তরিলা পুনঃ সিংহ-বাক্য অবসানে। ৫২

"ক্ষত হ'তে ত্রাণ করে, ইহারি কারণ
মহান্ ক্ষত্রিয় নাম খ্যাত ত্রিভুবনে,
ইহার অন্যথাচার করে যেই জন
ধিক্ তার রাজভোগে, কলঙ্কী জীবনে! ৫৩

"অন্য পয়স্বিনী ধেনু করি বিতরণ
শমিবে মুনির ক্রোধ হেন সাধ্য কার?
এ গাভী সুরভি হ'তে নহে সাধারণ,
শিবের প্রভাবে তুমি করিলে প্রহার। ৫৪

"তব গ্রাস হ'তে তাঁরে করিতে মোচন
নিজ দেহ সমর্পণ কর্ত্তব্য আমার,

তবে ত হইবে তব শোণিত পারণ,
বশিষ্ঠের হোম ধেনু পাইবে নিস্তার। ৫৫

"তুমিও প্রভুর আজ্ঞা পালিছ, সুধীর,
রক্ষিছ এ দেবদারু অতি সযতনে ;
প্রভুর সম্মুখে ভৃত্য দণ্ডাবে কেমনে
নাশি তাঁর ধন, নিজে অক্ষত শরীর ? ৫৬

"আমারে বধিতে যদি মনে নাহি লয়
যশঃ রূপ দেহে মোর হও হে সদয় ;
নশ্বর ভৌতিক দেহে মমতা কখন
নাহি মম, এই দেহ কর হে ভোজন। ৫৭

"আলাপ হইতে হয় বন্ধুতা স্থাপন
বনান্তে মিলনে সখ্য আমা দোঁহাকার—
বন্ধু তুমি, অনুরোধ সহজে আমার
কেমনে হে শিবচর করিবে হেলন ?" ৫৮

'তথাস্তু' বলিল সিংহ, অমনি তখন
মুক্ত হৈল রাজ বাহু ; সাধু নৃপবর
ত্যজি অস্ত্র সিংহেরে করিলা সমর্পণ
মাংস পিণ্ড সম জ্ঞানে নিজ কলেবর। ৫৯

কেশরীর ভয়ঙ্কর গ্রাস প্রতীক্ষায়
অধোমুখে রহিলেন বসুধা ঈশ্বর,
কি হ'ল! অপ্সর গণ বরিষার প্রায়
করিল কুসুমবৃষ্টি রাজার উপর। ৬০

"উঠ বৎস" শুনি এই অমৃত বচন
উঠিয়া দেখিলা রাজা সম্মুখে তাঁহার
রয়েছে সুরভি সুতা জননী যেমন,
ঝরিতেছে উষ্ণ পয়, নাহি সিংহ আর ? ৬১

আশ্চর্য্য দেখিয়া রাজা বিস্মিত অন্তর ;
সম্ভাষি তাঁহারে ধেনু বলিল তখন
"পরীক্ষিতে ভক্তি তব, সাধু নৃপবর,
এইরূপ মায়া আমি করিনু সৃজন ;

কি ছার অপর হিংস্র, কালান্তক যম
মুনির প্রভাবে মোরে মারিতে অক্ষম । ৬২

“ গুরুভক্তি হেরি, আর দয়া মম প্রতি
পাইনু সম্প্রীত ; বর মাগ, নরপতি ।
পয় দান করি আমি ; তেমতি আবার
অভীষ্ট লভে হে নর প্রসাদে আমার ।” ৬৩

কৃতাঞ্জলি হ’য়ে তবে বীরকুলেশ্বর
সুদক্ষিণা গর্ভে নিজ মাগে পুত্র বর,
যে সুতের নামে বংশ হইবে উজ্জ্বল
ঘোষিবে অনন্ত কীর্ত্তি অবনী মণ্ডল । ৬৪

‘তথাস্তু’ বলিয়া ধেনু কৈল অঙ্গীকার ;
পুত্রার্থী রাজার প্রতি কহিল তখন
“ পত্র পুটে দুগ্ধ মোর করিয়া দোহন
পান কর, নররাজ, চিন্তা নাহি আর ।”৬৫

“ অগ্রে তব পয় বৎস করিবে ভক্ষণ,
পরে তাহে হোম বিধি হবে সমাপন ;
গুরু আজ্ঞা পেলে তবে শুনগো জননি
ষষ্ঠ ভাগ কর * সম ভুঞ্জিব আপনি ।” ৬৬

এরূপ কহিলা যদি ধরণী ঈশ্বর
লভিল সুরভি সুতা পরম পীরিতি ;
আশ্রমে চলিল ছাড়ি হিমাদ্রি গহ্বর,
চলিলা পশ্চাতে রাজা হরষিত মতি । ৬৭

রাজমুখে হর্ষ চিহ্ন হেরি তপোধন
জানিলা বাসনা তাঁর হয়েছে পূরণ ;
গুরুরে কহিলা রাজা পুনরুক্তি প্রায়
শুভ বার্ত্তা, পরে তাহা কহিলা প্রিয়ায় । ৬৮

বৎসের পানান্তে দুগ্ধে হোম অনুষ্ঠান
হ’ল যবে, গুরু আজ্ঞা লইয়া ভূপতি

* রাজার প্রাপ্যকর দ্রব্যাদির ষষ্ঠ ভাগ ।

তৃষ্ণায় আকুল হ'য়ে করিলেন পান
মূর্ত্তিমান্ যশরূপ পয়ঃ শুভ্র অতি। ৬৯

পরদিন সমাপিয়া গো-ব্রত-পারণা
চলিলা দিলীপ রাজ নিজ রাজধানী ;
হর্ষমনে পতিসনে যান সুদক্ষিণা,
উচ্চারিলা স্বস্ত্যয়ন বশিষ্ঠ আপনি। ৭০

প্রদক্ষিণি হোম অগ্নি, নমি তার পর
অরুন্ধতী বশিষ্ঠের চরণ কমল,
সবৎসা ধেনুরে প্রদক্ষিণি নৃপবর
চলিলা মঙ্গলাচারে লভি যেন বল। ৭১

চলিল সুচারু রথ রবে মনোহর,
তদুপরি প্রিয়াসহ কোশলের পতি,
ভূতলে না লাগে চক্র বেগে দ্রুততর,
পূর্ণ রাজ মনোরথ সম যার গতি। ৭২

দীর্ঘ প্রবাসের পরে, আইলা রাজন্
পুত্র হেতু ব্রতাচারে কৃশ-কলেবর,
নবোদিত কৃশকায় যেন শশধর ;
অতৃপ্ত নয়নে তাঁরে হেরে প্রজাগণ। ৭৩

পশিলা কোশল রাজ নিজ রাজপুরে
বৈজয়ন্তধামে যথা সহস্র লোচন ;
মহানন্দে পূজে তাঁরে পুরবাসিগণ ;
উড়িছে পতাকা রাজি প্রতি গৃহচূড়ে।
বাসুকির সম বল ভুজে আপনার
পুন লইলেন রাজা পৃথিবীর ভার। ৭৪

অত্রির নয়ন হ'তে ঝরিল যখন *
চন্দ্ররূপে শীত বারি উজলি অম্বর

---

* অত্রি মুনির নেত্র হইতে চন্দ্রের উৎপত্তি, যথা হরিবংশে-
নেত্রাভ্যাং বারি সুস্রাব দশধা দ্যোতয়ন্দিশঃ।
তদ্গর্ভবিধিনা হৃষ্টা দিশো দেব্যো দধুস্তদা ॥
সমেত্য,ধারয়ামাসুর্ন চ তাসামশক্নুবন্।
স তাভ্যঃ সহসৈবাথ দিগ্ভ্যো গর্ভঃ প্রভান্বিতঃ।
পপাত ভাসয়ন্ লোকান্ শীতাংশুঃ সর্ব্বভাবনঃ ॥

ধরিল সে প্রভা নভঃ, দেব হুতাশন
নিক্ষেপিলা রুদ্রতেজ যবে তীব্রতর
ধরিলা সে তেজ গঙ্গা কুমার প্রসূতি*—
দিলীপের অঙ্কলক্ষ্মী সুদক্ষিণা সতী
সূর্য্যবংশ বৃদ্ধি হেতু ধরিলা তেমতি
লোকপাল তেজঃপূর্ণ গর্ব্ভ তেজস্কর।† ৭৫

ইতি কালিদাস কৃত রঘুবংশের বঙ্গানুবাদে নন্দিনী-
বর প্রদান নামক দ্বিতীয় সর্গ।

---

* ইহাতে কার্ত্তিকেয়ের জন্ম হয়।
† তৃতীয় সর্গের ১১ সংখ্যক শ্লোক ও টীকা দ্রষ্টব্য।

তৃতীয় সর্গ।

পূরিল রাজার আশা ; গর্ভের লক্ষণ
প্রকাশিল মহিষীর চারু কলেবরে
আমোদি কৌমুদী প্রায়, সখীর নয়ন ;
সূর্য্যবংশ বৃদ্ধি আশা সবার অন্তরে। ১

মহিষীর মুখ-শশী হইল মলিন,
অল্প ভূষা কৃশ দেহে রাখিলা সুন্দরী,
উষামুখে হয় যবে শশী প্রভাহীন
বিরল নক্ষত্রে যথা শোভেন শর্ব্বরী ! ২

দগ্ধমৃত্তিকার ঘ্রাণ রাণীর বদনে
যবে আঘ্রাণেন রাজা, তৃষা না পূরায়,
মিটে কি করীর তৃষ্ণা, নবাম্বু বর্ষণে
শিক্ত জলাশয় ঘ্রাণে প্রথম বর্ষায় ? ৩

রাজচক্রবর্ত্তী হয়ে রাজার নন্দন
ভুঞ্জিবেক বাসব-বিক্রমে বসুমতী,
তাই ত্যজি অন্য দ্রব্য সুদক্ষিণা সতী
করিলা কি অগ্রে দগ্ধ মৃত্তিকা ভোজন ? ৪

প্রিয়ার সখীরে রাজা জিজ্ঞাসে আদরে
"কোন্ দ্রব্য বাঞ্ছা করে কোশল ঈশ্বরী ?
কহ মোরে সখীগণ ; লজ্জায় সুন্দরী
প্রকাশি মনের কথা না কহে আমারে।" ৫

দোহদের বাঞ্ছা মনে হইলে সঞ্চার,
যে দ্রব্য চাহিলা দেবী পাইলা তখন ;
অজেয় কোদণ্ডধারী বীর পতি যাঁর
স্বর্গেও অপ্রাপ্য তাঁর কি ছিল এমন ? ৬

দোহদ অরুচি ক্রমে পাইল বিলয়,
বর্দ্ধিত শরীরে শোভা ধরিলেন সতী,
হিমান্তে ঝরিলে পুরাতন পত্রচয়
নবীন পল্লবে শোভে লতিকা যেমতি। ৭

কত দিনে মহিষীর চারু পয়োধর
হইল সুনীল মুখ নিতান্ত পীবর,
হেরি তাহা পায় লাজ সরোজ মুকুল
বিরাজে উপরে যার নীল অলিকুল। ৮

বসুধার গর্ভে যথা উজ্জ্বল রতন,
শমীর অন্তরে যথা রহে হুতাশন,
সরস্বতী তটিনীর দেহে বালিময়
স্ফটিক বিমল জল অদৃশ্যেতে রয়,—
তেমতি রাণীর গর্ব্ভে সূর্য্যবংশপতি
উদিত অরুণ প্রায়, জানিলা নৃপতি। ৯

প্রেয়সীর প্রতি তাঁর প্রণয় অতুল,
অর্জ্জিলা দিগন্ত ব্যাপী সম্পদ বিপুল,
তারি যোগ্যরূপে রাজা উল্লাসিত মনে
পুংসবন আদি ক্রিয়া সাধিলা যতনে। ১০

অন্তঃপুরে যাইতেন যবে নরপতি,
লোকপাল তেজপুঞ্জ-পূর্ণ গর্ব্ভ ভরে*
অতি ক্লেশে উঠিতেন সুদক্ষিণা সতী
ছল ছল দুনয়ন, কৃতাঞ্জলি করে। ১১

দশম মাসেতে বাল্য-চিকিৎসকগণ
গর্ব্ভের ভরণ বিধি কৈল সমাপন;
আসন্ন-প্রসবা এবে শোভিলা ললনা
মেঘাচ্ছন্না নভঃ প্রায়, আসন্ন-বর্ষণা। ১২

রূপে গুণে শচী সমা সুদক্ষিণা সতী
প্রসবিলা শুভক্ষণে একটী তনয়,
ত্রিসাধনা † শক্তি যথা প্রসবে অক্ষয়
ফল রাশি; পঞ্চ গ্রহ হইল উদয়

---

* অষ্ট লোক পালের তেজে রাজার উৎপত্তি। ১ম সর্গ ১৪ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য।

† শক্তি ত্রিবিধা যথা;—শক্তয় স্তিস্রঃ প্রভাবোৎসাহ মন্ত্রজাঃ।

রবির বিহনে উর্দ্ধে সমুজ্জ্বল অতি,
সূচিল সম্পদ আর ঐশ্বর্য্য বিজয়। ১৩

সুপ্রসন্ন দশ দিশ ; বহিল পবন
মনোহর ; গ্রহিলেন হোম বৈশ্বানর
অনুকূল শিখা-চয় করি প্রসারণ ;
আনন্দে ভরিল যেন বিশ্ব চরাচর—
মর্ত্ত্যলোকে হেন দিব্য শিশুর উদয়
বিশ্বের মঙ্গল হেতু নাহিক সংশয়। ১৪

ভাসিল সূতিকাগার শিশুর প্রভায়,
চৌদিগে ছাইল তেজ প্রসূতি শয্যায় ;
নিশীথ প্রদীপ তাহে হইল মলিন
চিত্রের লিখিত শিখা সম তেজোহীন। ১৫

পুত্রের জনম বার্ত্তা অমৃত সমান
শুনিয়া বিহ্বল সুখে কোশল ঈশ্বর,
যা চাহিল বার্ত্তাবহ করিলা প্রদান
বিনা শশিপ্রভ ছত্র, অথবা চামর। ১৬

অচপল ইন্দীবর নিভ দুনয়নে
পুত্রের সুচন্দ্র মুখ হেরিলা রাজন্,
অপার আনন্দ তাঁর না ধরে অন্তরে,
যথা যবে পূর্ণিমার বিধু দরশনে
সুখের বিহ্বলে সিন্ধু হয় নিমগন,
দুর্দ্দম সলিলোচ্ছ্বাস উছলিয়া পড়ে। ১৭

আসিলা আশ্রম হ'তে মহা তপোধন
সূর্য্যকুল পুরোহিত ; কৈলা সমাপন
যথাকালে জাতকর্ম্ম ; দিলীপ-তনয়
লভিল অধিক তাহে শোভা তেজোময় ;
খনিতে জনমে মণি মলিন বরণ
শাণের পরশে তেজ করে হে ধারণ। ১৮

বাজিল মঙ্গল বাদ্য সুমধুর রোলে
নাচিল নর্ত্তকীবৃন্দ, আনন্দ হিল্লোলে
মাতাইয়া রাজপুরী ; অমর নগরে
দুন্দুভি মঙ্গলোৎসব ঘোষিল অম্বরে। ১৯

পুত্র-লাভ হেতু সুখে কোশলের পতি
দিবেন মুকতি কারে ? রাজ কারাগার
বন্দি-শূন্য ছিল আহা ! সাধিলা সুমতি
পিতৃঋণ কারা হ'তে মুক্তি আপনার। ২০

লঙ্ঘিবে শাস্ত্রের পার দিলীপ সন্ততি
লঙ্ঘিবে শত্রুর যশ সমরে দুর্জ্জয় ;
তেঁই তাঁর রঘুনাম রাখিলা ভূপতি
লঙ্ঘনার্থে লঘু শব্দ, রঘু পরিচয়। ২১

দিনে দিনে সুত প্রতি রাজার যতন,
পিতৃ যত্নে শিশু-দেহ বাড়ে মনোহর—
পশে যবে সৌর প্রভা অন্তরে আপন*
কলাক্রমে জ্যোৎস্নাময় হয় শশধর। ২২

কুমারের জন্মে যথা উমা ত্রিলোচন,
জয়ন্তের জন্মে যথা শচী পুরন্দর,
রঘুর জনমে তথা কোশল ঈশ্বর
সহ সুদক্ষিণা সুখ-সাগরে মগন। ২৩

রাজ দম্পতীর সেই প্রণয় মধুর
সম্মিলিত যাহে আহা দোহার হৃদয়
বিভাগিল সুত প্রতি ; তথাপি প্রণয়
বাড়িল দোহার মধ্যে হইয়া প্রচুর ;
চক্রবাক মিথুনের অখণ্ড প্রণয়
করিয়াছে দম্পতীর জীবন আশ্রয়। ২৪

---

* সূর্য্য হইতে তেজঃপ্রাপ্ত হইয়া চন্দ্রের জ্যোৎস্না ও কলার হ্রাস বৃদ্ধি হয়। সৌর কিরণের সহিত পিতৃ যত্নের উপমা অতি মনোহারিণী।

ধাত্রী মুখে শুনি কথা দিলীপ নন্দন
কহিছে অমিয়া মাখা বচন রুচির,
অঙ্গুলি ধরিয়া তার করিছে গমন,
ধাত্রীর শিক্ষায় নমে নত করি শির,
দেখিয়া কোশল রাজ আনন্দে মগন। ২৫

কোলে তুলি তনয়েরে লইলা রাজন্
লভিলা অপূর্ব্ব সুখ অপত্য পরশে,
নেত্র প্রান্ত নিমীলিত হইল হরষে
শরীরে হইল যেন অমৃত সেচন। ২৬

রঘু হতে নিজ বংশ হইবে স্থাপন
জানিলা ধার্ম্মিকবর দিলীপ নৃপতি,
ব্রহ্মার রচিত বিশ্ব স্থাপিলা যেমতি
সত্বগুণে অবতীর্ণ দেব নারায়ণ। ২৭

যথাকালে চূড়াকার্য্য হইল সাধন,
শোভিল শিশুর শিরে চল-শিখাচয় ;
অমাত্য পুত্রের সহ রাজার নন্দন
আরম্ভিলা বর্ণ শিক্ষা শৈশব সময় ;
বর্ণ জ্ঞান লভি রঘু ভাষা শিক্ষা করে
নদী মুখ লভি যেন পশিলা সাগরে। ২৮

উপনয়নের পরে রাজার নন্দন
শিখিলা নিখিল শাস্ত্র গুরুর সদন ;
সফল গুরুর শিক্ষা হেন ছাত্রবরে,
সুপাত্রে করিলে যত্ন আশু ফল ধরে। ২৯

সুতীক্ষ্ণ বুদ্ধির বলে দিলীপ সন্ততি
অতিক্রমে চারি বিদ্যা সমুদ্র সোসর,
পবন বিজয়ী অশ্বে দেব দিবাকর
অতিক্রমি চারিদিগ চলেন যেমতি। ৩০

পরি কৃষ্ণসার-চর্ম্ম-পবিত্র বসন
পিতা হ'তে অস্ত্রশিক্ষা করিলা কুমার ;

একচ্ছত্র পৃথিবীর দিলীপ রাজন্,
ধনুর্ব্বেদে হেন শিক্ষা আছে আর কার ? ৩১

বিগত শৈশব ভাব, আইল যৌবন—
গাম্ভীর্য্যে রঘুর বপু শোভার আধার,
লভিল গজেন্দ্র ভাব করভ যেমন,
গোবৎস ধরিল কিম্বা বৃষভ আকার। ৩২

দ্বাবিংশ গো-দান ক্রিয়া করি সমাপন
রঘুর বিবাহ দিলা দিলীপ রাজন্ ;
শোভিল রঘুর বামে নরেন্দ্র নন্দিনী
চন্দ্রমার পাশে যথা শোভিল রোহিণী। ৩৩

যুগ সম দীর্ঘবাহু, ধরেন কুমার
সুবিশাল স্কন্ধ গ্রীবা, বিপুল শরীর ;
দেহোৎকর্ষে জিনিলা জনকে আপনার,
তথাপি পিতার কাছে সদা নম্র শির। ৩৪

বিনম্র বিনীত শান্ত হেরি পুত্রবরে
যুবরাজ পদে তারে বরিলা নৃপতি ;
বহুকাল একা রাজ্য শাসিয়া সুমতি
লাঘবিলা সেই ভার এত দিন পরে। ৩৫

ক্রমে এবে রাজলক্ষ্মী গুণ-বিলাসিনী
যুবরাজ রঘুবীরে করিছে আশ্রয়
ছাড়ি নৃপতিরে, রমা কমল বাসিনী
যান যথা নবপদ্মে নব মধুময়। ৩৬

রঘুর সহায়ে তেজ বাড়িল রাজার,
মেঘান্তে শরদে যথা প্রখর ভাস্কর,
মদের উদয়ে হস্তী যেমতি দুর্ব্বার,
কিম্বা অগ্নি বায়ুর সাহায্যে খরতর। ৩৭

আরম্ভিলা অশ্বমেধ কোশল ঈশ্বর,
ক্রমে ঊনশত যজ্ঞ করিলা সাধন ;

রক্ষিলা যজ্ঞের ঘোড়া রঘুবীরবর
সঙ্গে লয়ে শত শত রাজার নন্দন। ৩৮

অতঃপর শততম যজ্ঞের কারণ
ছাড়িলা হোমের ঘোড়া অনিবার গতি ;
পাছে পাছে রক্ষিগণ ; ত্রিদশের পতি
অদৃশ্যে আসিয়া অশ্ব করিলা হরণ। ৩৯

সহসা হারায়ে অশ্ব রাজ সেনাগণ
বিষাদে বিস্ময়ে যেন হইল স্তম্ভিত ;
কামগা সুরভি-সুতা তথা আচম্বিত
নিজের প্রভাবে আসি দিল দরশন। ৪০

পবিত্র গাভীর মূত্রে দিলীপ নন্দন
ধুইলা আপন নেত্র ভকতি অন্তরে ;
দিব্য চক্ষু লভি তাহে করিলা দর্শন
ইন্দ্রিয় অতীত যাহা, নন্দিনীর বরে। ৪১

দেখিলা তখন রঘু, দেব পুরন্দর
ধাইছে পূরব পানে লয়ে অশ্ববর,
রথের রশ্মিতে বাঁধি সারথি তাঁহার
দমিছে অশ্বের তেজ, চাপল্য অপার। ৪২

ইন্দ্রের নিমেষ হীন সহস্র নয়ন
হরিত রথের অশ্ব, করি বিলোকন
চিনিলা বাসবে রঘু ; সুগভীর স্বরে
বিদারি গগনতল নিবারিলা তাঁরে। ৪৩

"যজ্ঞের প্রথমে পূজা, ত্রিদশ ঈশ্বর,
পাও তুমি, এই কথা বলে ত্রিসংসার ;
অজস্র যাগেতে রত জনক আমার,
কেন তাঁর যজ্ঞ নাশে তুমি হে তৎপর ? ৪৪

"ত্রিলোক পালক তুমি, দল হে আপনি
দিব্য চক্ষে হেরি যজ্ঞ-বিদ্বেষী দুর্জ্জন,

তুমি যদি নাশ যজ্ঞ, সুরকুলমণি,
কোথা রবে যাগ যজ্ঞ ভজন পূজন ? ৪৫

"যজ্ঞের প্রধান অঙ্গ এই তুরঙ্গম
দেহ ছাড়ি, দেবরাজ, নিবেদন মম ;
দেখায় বেদের পথ যেই মহাজন
পাপের পঙ্কিল পথে চলে কি কখন ?" ৪৬

রঘুর সতেজ বাক্য করিয়া শ্রবণ
বিস্ময় মানিলা মনে ত্রিদশ ঈশ্বর,
নিবারিলা নিজ রথ ; বাসব তখন
বারিদ-গম্ভীর-স্বরে করিলা উত্তর। ৪৭

"যা বলিলে সত্য বটে ক্ষত্রিয় কুমার ;
নিজ যশ রক্ষিবারে সবার প্রয়াস,
যে যশে যশস্বী আমি জগতে প্রকাশ
সে যশ খণ্ডিতে চাহে জনক তোমার। ৪৮

"বেদের বচনে হরি 'পুরুষ উত্তম'
'মহেশ্বর' নাম একা ধরেন শঙ্কর,
'শতক্রতু' নাম আমি ধরি অনুপম,
বল এই নাম ত্রয় পায় কি অপর ? ৪৯

"এই হেতু হরিয়াছি আমি অশ্ববরে ;
বিফল প্রয়াস তব, যাও ফিরে ঘরে ;
কেনহে আমার হাতে হারাইবে প্রাণ
কপিলের কোপে যথা সগর সন্তান ?" ৫০

হাসি উত্তরিলা রঘু নির্ভয় অন্তর
"এ প্রতিজ্ঞা যদি তব, দেব পুরন্দর,
ধর অস্ত্র, দেহ রণ ; না জিনি রঘুরে
নারিবে রাখিতে ঘোড়া কহিনু তোমারে।" ৫১

এ বলিয়া রঘুবীর চাহি ইন্দ্র পানে
কোদণ্ডে যুড়িলা শর, আলীঢ়ে সত্বরে *
দাঁড়াইলা বীরদর্পে, দীর্ঘ কলেবরে
জিনিয়া পিনাকপাণি স্বয়ম্ভূ ঈশানে। ৫২

কুপিলা মঘবা শূর রঘুর বচনে,
স্ববর্ণ বাণের ঘায় ব্যথিত অন্তরে
বরষিলা শরজাল ভীম শরাসনে,
ইন্দ্র ধনু ছটা পড়ে নবঘনোপরে; ৫৩

ভীম অসুরের রক্ত সদা করি পান
মত্ত যে ইন্দ্রের শর, সে শর এবার
রঘুর বক্ষেতে পশি হরষে অপার
পিইছে মানুষ রক্ত অমৃত সমান। ৫৪

নিজ নামাঙ্কিত বাণে দিলীপ কুমার
বিন্ধিলা ইন্দ্রের ভুজ, যে ভুজে যতনে
রচিলা পত্রক শচী, অঙ্গুলি যাহার
সুকঠিন, ঐরাবত অঙ্কুশ ঘর্ষণে। ৫৫

রঘুর ময়ূর-পুঙ্খ বাণ খরশাণ
ইন্দ্রের অশনি ধ্বজা করিল ছেদন,
সুরশ্রীর কেশ যেন হইল কর্ত্তন,
অপমানে ক্রোধে ইন্দ্র অনল সমান। ৫৬

বাধিল তুমুল রণ রঘু পুরন্দরে,
অধে ঊর্দ্ধে শরজাল ছুটিছে সঘন,
সপক্ষ ভুজঙ্গ যেন ছাইল গগন,
দেবসেনা রঘুসেনা স্তম্ভিত অদূরে। ৫৭

---

* আলীঢ়—দক্ষিণ পদ সম্মুখে প্রসারিত ও বাম পদ পশ্চাতে আকুঞ্চিত করিয়া ধন্বীদিগের দণ্ডায়মান হওয়ার ভাব।

নারিলা দমিতে ইন্দ্র বাণ বরিষণে
দুঃসহ রঘুর তেজ, তেজী ইন্দ্র-বলে ;*
মেঘ হতে বিনির্গত বিদ্যুৎ অনলে
নিভাতে কি পারে মেঘ সহস্র বর্ষণে ? ৫৮

হরিচন্দনেতে লিপ্ত দেবরাজ-করে
স্বনিছে ধনুর গুণ গভীর গর্জ্জনে,
গরজে ভীষণ সিন্ধু যেমতি মন্থনে ;
কাটিলা সে গুণ রঘু অর্দ্ধচন্দ্র শরে। ৫৯

ত্যজি ধনু দেবরাজ মহাক্রোধ ভরে
তুলিলা নাশিতে রিপু অশনি ভীষণ
স্ফুরন্ত জ্যোতির রাশি, সাক্ষাৎ শমন
চূর্ণ গিরিকুলপক্ষ যাহার প্রহারে। ৬০

বক্ষেতে বাজিল বজ্র, পড়িলা কুমার ;
হাহাকার করে সেনা, পড়ে অশ্রুনীর ;
ক্ষণ পরে সম্বরি উঠিলা রঘুবীর,
হরষে কুমার সেনা গর্জ্জিল আবার।। ৬১

পুনঃ আরম্ভিলা রঘু কঠোর সমর
খরতর শরজালে ছাইয়ে অম্বর ;
রঘুর বীরত্বে ইন্দ্র পাইলা পিরীতি
শত্রুও গুণের বশ, বীরের এ রীতি। ৬২

প্রীত হয়ে রঘুরে কহিলা বজ্রপাণি
"যে বজ্র আঘাতে মম টলে হে ভূধর
কার সাধ্য তোমা বিনা সহে সে অশনি ?
ছাড়ি হোম অশ্ব, মাগি লহ অন্য বর।" ৬৩

ইন্দ্রের বচন শুনি দিলীপ সন্ততি
স্বর্ণ-পুঙ্খ-বাণ-তেজে উজ্জ্বলিত করে
রাখিলা সে বাণ পুনঃ তূণের ভিতরে ;
উত্তরিলা যুবরাজ, দেবরাজ প্রতি। ৬৪

* ইন্দ্র আদি অষ্ট লোকপালের তেজে রাজার জন্ম হয়। ১ম সর্গ ১৪ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য।

"যদি না ছাড়িবে অশ্ব, দেব আখণ্ডল,
বিধি মতে শত যজ্ঞ হ'লে সমাপন
জনমে যে ফলরাশি, দেহ সেই ফল
জনকে, অজস্র ব্রতে ব্রতী অনুক্ষণ। ৬৫

"রুদ্র তেজে তেজী পিতা যজ্ঞের সভায়,*
অপরে সমীপে তাঁর যাইতে না পারে ;
দেহ আজ্ঞা, দেবদূত যাউক্ তথায়
বিবরিয়া এ বারতা কহিবে তাঁহারে।" ৬৬

তথাস্তু বলিয়া ইন্দ্র করিলা গমন,
চালাইল দেবরথ মাতলি সারথি ;
সেনা সহ ফিরে রঘু আপন ভবন,
হারায়ে যজ্ঞের অশ্ব নিরানন্দ মতি। ৬৭

ইন্দ্র-দূত মুখে পূর্ব্বে শুনি বিবরণ
জানিলা দিলীপ রাজ ইন্দ্রের ছলনা,
বজ্র-ক্ষত-রঘুরে করিলা আলিঙ্গন
হরষে বাৎসল্য রসে উচ্ছ্বসিত মনা। ৬৮

এইরূপে মহাযশা কোশল ঈশ্বর
ঊনশত অশ্বমেধ করি সমাপন
স্বর্গের সোপান যেন করিলা রচন,
প্রবেশিতে আয়ু শেষে অমর নগর। ৬৯

রাজ্যভার শ্বেতছত্র দিয়া পুত্রবরে
ত্যজিলা বিষয় রাজ্য, লভিলা বিরাম
বন-তরু-ছায়াশ্রমে ভার্য্যা সহকারে—
ইক্ষ্বাকুদিগের এই ব্রত পরিণাম। ৭০

ইতি কালিদাস কৃত রঘুবংশের বঙ্গানুবাদে
রঘু রাজ্যাভিষেক নামক তৃতীয় সর্গ।

---

* "দীক্ষিতং উগ্রঃ প্রবিশতি" ইতি আগমঃ। যজ্ঞ দীক্ষিত ব্যক্তি শিবের যজমান মূর্ত্তি গ্রহণ করে।

চতুর্থ সর্গ।

পিতা হ'তে রাজ্যভার করিয়া গ্রহণ
শোভিলা দ্বিগুণ তেজে রঘু মহামতি,
অস্তগামী ভানু হ'তে লভিয়া কিরণ
দিনান্তে প্রখরে জ্বলে অনল যেমতি।* ১

শত্রুরাজগণ হৃদে যে দুঃখ আগুন
ধূমাচ্ছন্ন ছিল পূর্ব্বে দিলীপ শাসনে,
সে অগ্নি উঠিল জ্বলি হইয়া দ্বিগুণ
বসিলেন যবে রঘু রাজসিংহাসনে। ২

রাজদ্বারে ইন্দ্রধ্বজ হেরিলে যেমন †
শুভ আশা করে প্রজা আনন্দ অন্তরে,
রঘুরে আসীন হেরি রাজাসনোপরে
প্রজা বৃন্দ সেইরূপে আনন্দে মগন। ৩

গজেন্দ্র-বাহন রঘু বীরকুলমণি
পিতৃদত্ত সিংহাসন লভিলা যখন,
অবিলম্বে অধিকার করিলা মেদিনী
জয় করি শত্রু-রাজ্য বিক্রমে আপন। ৪

কমলের আতপত্রে প্রভারাশি প্রায়
কমল-বাসিনী রমা সেবিলা রাজায়;
অদৃশ্যে তাহার পাশে রহে নিরন্তর
রাজলক্ষ্মী,—রঘুরাজ ধরণী ঈশ্বর। ৫

যথা কালে স্তুতিগান করেন ভারতী
বন্দিমুখে অধিষ্ঠান, তাল মান স্বরে
তোষেন রঘুর মন দেবী সরস্বতী
ধবল কমলাসনা, স্বর্ণ বীণা করে। ৬
মনুর সময় হ'তে বহু নরপতি
যদিও রাজত্ব ভোগে ভুঞ্জিলা ধরায়

---

* শাস্ত্রে কথিত আছে—"সৌরং তেজঃ সায়মগ্নিং সংক্রমতে।" শ্রুতিঃ।

† ইন্দ্রধ্বজা—"চতুরস্রং ধ্বজাকারং রাজদ্বারে প্রতিষ্ঠিতং। আহুঃ শক্রধ্বজং নাম পৌরলোকে সুখাবহং।"

তথাপি অনন্য-পতি যুবতীর প্রায়
আসক্তা হইল ধরা রঘুরাজ প্রতি। ৭

যথোচিত দণ্ডে রাজ্য করিয়া শাসন
রঞ্জিলা প্রজারে রঘু রাজকুলপতি—
মৃদু শীত, মৃদু উষ্ণ মলয় পবন
কার না হৃদয়ে বল জনমায় প্রীতি ? ৮

রঘুর অধিক গুণ করি দরশন
ভুলিল দিলীপ নৃপে যত প্রজাগণ—
সুপক্ক আম্রের ফল ফলে যে সময়
ভুলে লোক পূর্ব্বের মুকুল ফলময়। ৯

নীতি জ্ঞান বিশারদ সচিব নিকর
ভাল মন্দ উভযুক্তি দেখাইত তাঁরে,
গ্রহিতেন ভাল যাহা সদা নৃপবর,
ত্যজিতেন মন্দযুক্তি আপন বিচারে। ১০

পঞ্চভূতে গুণ রাশি বাড়িল তখন
নবরাজ্যে নবরাজা হইলা যখন
রঘুবীর ; নবভাব ধরিলা আপনি
নবরসে রসবতী বসুন্ধরা ধনী ! ১১

চন্দ্র যথা জগতের আনন্দ বর্দ্ধন,
সূর্য্য যথা তেজঃপুঞ্জ ব্যাপ্ত চরাচর,
তেমতি প্রকৃত রাজা দিলীপ নন্দন
প্রজার রঞ্জন কার্য্যে রত নিরন্তর। ১২

আকর্ণ পরশি তাঁর বিশাল নয়ন,
অন্তরে জ্ঞানের নেত্র সমুজ্জ্বল অতি
শাস্ত্রের আলোকে পূর্ণ, যাহে নরপতি
কর্ত্তব্যের সূক্ষ্ম ভাব করেন দর্শন। ১৩

বিরাজিল চিরশান্তি নিখিল ধরায়
দেখি হরষিত রঘু ; আসিল শরৎ
দ্বিতীয় রাজশ্রী সম, ভুষিতে তাঁহায় ;
ফুটিল কমল সরে, হাসিল জগৎ। ১৪

পয়মুক্ত মেঘদল শরদ-সময়ে
ছাড়িয়াছে ব্যোমপথ ; প্রখর ভাস্কর
চলিল প্রতাপে যেন ব্যাপি দিগন্তর—
তেমতি চলিলা রঘু দিগন্ত বিজয়ে। ১৫

বর্ষায় করিয়া ইন্দ্র বারি বরিষণ,
সম্বরিলা ইন্দ্রধনু, শরতে এখন
নিলা রঘু জয় ধনু ; দুই বীরবরে
পর্য্যায়ে ধরেন ধনু প্রজা-হিত তরে। ১৬

শ্বেতপদ্ম-ছত্র শোভে শরতের শিরে,
সুবিকাশ কাশ তৃণ চামরের প্রায় ;
শরত ঋতুর পক্ষে বিড়ম্বনা তায়—
রঘুর সে রাজ শোভা পাইতে কি পারে ? ১৭

প্রফুল্ল রাজার মুখ এ হেন সময়ে
তেমতি বিশদ-প্রভ শারদ চন্দ্রমা,
উপজিল সম সুখ হেরি এ উভয়ে
জনমিল নয়নের প্রীতি অনুপমা। ১৮

উজ্জ্বল নক্ষত্ররাজি শারদ অম্বরে,
সরো-জলে কত শুভ্র মরালের দল,
বিকচ কুমুদে যেন সরসী ধবল—
ছাইল রঘুর শুভ্র যশ চরাচরে ! ১৯

রক্ষিছে হরিৎ শস্য কৃষক অঙ্গনা,
ইক্ষু-তলে বসি তারা গাইছে সুস্বনে
ইন্দ্র পরাজয় আদি রঘু বীরপনা—
যে যশ লভিলা রঘু শৈশবে যৌবনে। ২০

শরদে প্রসন্ন জল অগস্ত্য উদয়ে *
সুপ্রসন্ন দশদিশ, কিন্তু এ সময়ে

---

* সৌর ভাদ্রের সপ্তদশ দিনে অগস্ত্য নক্ষত্রের উদয় হয়। (ষষ্ঠ সর্গের ৬১ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য।) এতদ্দ্বারা দিগ্বিজয় যাত্রার সময় প্রকাশ পাইতেছে।

রঘুর বিজয় যাত্রা শুনি শত্রুগণ
পরাজয় গণি মনে বিষাদে মগন। ২১

রঘুর বিক্রম হেরি যেন খেলা ছলে
বিশাল ককুদশালী মত্ত বৃষদলে
ভাঙ্গে তরঙ্গিণী-তীর শৃঙ্গের প্রহারে,
অপার উৎসাহ যেন নিবারিতে নারে ২২

মদগন্ধে সপ্তপর্ণ কুসুম নিচয়ে
মাতাইল গজবৃন্দে; রঘুর বারণ
মাতিল ফুলের স্পর্শে, তাই এ সময়ে
সপ্তধারে মদধারা হইল ক্ষরণ। ২৩

শরতে সরিৎকূল হৈল সুপ্রতর,
পঙ্ক হীন পথ ঘাট চলিতে সুগম—
এ রূপে কি শুভযাত্রা সাধি অনুপম,
বিজয়ার্থে রঘুরে প্রেরিল ঋতুবর? ২৪

অশ্বহিত হেতু যজ্ঞ হইল সাধন,
পেয়ে তাহে হোম রাশি যেন হুতাশন
প্রসারি দক্ষিণে শিখারূপ নিজ করে
দিলেন বিজয় বর কোশল ঈশ্বরে। ২৫

রাজধানী প্রান্তদুর্গ করি সুরক্ষণ
পৃষ্ঠদেশে সুকৌশলে স্থাপি সেনাবল*
দিগ্বিজয় হেতু রঘু করিলা গমন
শুভদিনে, ছয় ভাগে চলে সেনাদল। ২৬

ক্ষীরোদ-মন্থনে ঊর্মি মন্দর-ঘর্ষণে
বর্ষিছিল ক্ষীর-কণা কেশব উপরে,
তেমতি লাজের রাশি পৌরনারীগণে
বরষিল শুভ গণি রঘুর শরীরে। ২৭

---

* প্রান্তদুর্গ (frontier forts)। পৃষ্ঠদেশে সেনা-বল—
Reserve Forces.

বাসব-বিক্রম রঘু চতুরঙ্গ দলে
প্রথমে পুরব দিগে করিলা গমন ;
উড়িছে পতাকারাজি সমীর হিল্লোলে
তর্জ্জি যেন রিপুকুলে, ছাইয়া গগন ! ২৮

রথোত্থিত ধূলা রাশি ছাইল অম্বর,
চলিছে কুঞ্জর, ভূমে যেন মেঘ দল,
ধরা যেন হ'ল নভঃ, নভঃ ধরাতল*—
বিস্মিত অপূর্ব্ব দৃশ্যে বিশ্বচরাচর ! ২৯

প্রথমে চলিল তেজঃ ত্রাসি রিপুগণে,
পশ্চাতে সেনার রোল পশিল শ্রবণে,
অনন্তর ধূলা রাশি দিল দরশন,
সর্ব্বশেষে চতুরঙ্গে সেনা অগণন। ৩০

মরুভূমে সরোবর করিয়া খনন
বিনাশিলা জলক্লেশ সূর্য্যকুলপতি ;
বাঁধি সেতু সুগম করিলা স্রোতস্বতী,
নিরমিলা পথ ছেদি বন তরুগণ। ৩১

পুরব সাগর পানে রঘু নরপতি
লয়ে গেলা নিজ সেনা, রণ উন্মাদিনী ;
ভগীরথ হর জটা হইতে যেমতি
আনিলা গঙ্গারে পূর্ব্ব সাগর-গামিনী। ৩২

চলে যথা মত্ত করী কানন মাঝারে
ফল পুষ্প সহ তরু দলিয়া চরণে,
তেমতি চলিলা রঘু দুর্ব্বার সমরে
ক্রমে ক্রমে পরাজিয়া বহু রাজগণে। ৩৩

এইরূপে বহু দেশ পুরব অঞ্চলে
অতিক্রমি রঘুরাজ চতুরঙ্গ দলে,
উত্তরিলা অবশেষে সাগরের পার
তালবনে পূর্ণ যাহা ঘোর অন্ধকার। ৩৪

---

* আকাশে ধূলার প্রাদুর্ভাব, ভূতলে হস্তিশ্রেণীরূপ মেঘের দৃশ্য অতি আশ্চর্য্য।

বাঁচাইলা নিজ প্রাণ সুহ্ম দেশপতি *
প্রণমিয়া পরন্তপ রঘুর চরণে,
প্রচণ্ড নদীর বেগে বাঁচে রে যেমতি
বিনম্র বেতস-লতা নমি কায়-মনে। ৩৫

পরাজিলা রঘুরাজ নিজ ভুজ বলে
তরী-যোগে সমাগত বঙ্গরাজ দলে ; †
নির্ম্মিলা বিজয় স্তম্ভ দ্বীপের উপরে
শতমুখে যথা গঙ্গা পশেন সাগরে। ৩৬

উন্মূলিয়া শালি ধান্য রোপিলে আবার
দেয় যথা শস্য, পরাজিত রাজগণ ‡
প্রণমি রঘুর পদে, প্রসাদে তাঁহার
পুনঃ পেয়ে রাজ্য, তাঁরে দিলা বহু ধন। ৩৭

বাঁধিয়া হস্তীর সেতু দিলীপ নন্দন
সসৈন্যে সুবর্ণ-রেখা হইলেন পার ;
লইল উৎকল রাজ শরণ তাঁহার,
কলিঙ্গের পথ তাঁরে করে প্রদর্শন। ৩৮

কাঁপিল মহেন্দ্রগিরি সেনা পদভরে ; §
গিরি শিরে প্রতাপ প্রকাশে রঘুবীর,
যেমতি গম্ভীর-বেদী দ্বিরদের শিরে
নিবেশে অঙ্কুশ ধার নিষাদী সুধীর। ৩৯

যুঝিলা মাতঙ্গ পৃষ্ঠে কলিঙ্গ ঈশ্বর
প্রহারিলা নানা অস্ত্র রঘুর শরীরে,

---

* সুহ্ম—বঙ্গদেশের পূর্ব্ব অংশে ত্রিপুরা ও আরাকান রাজ্য। কেহ কেহ বলেন ইহা উড়িষ্যা ও বঙ্গের মধ্যস্থিত-দেশ বিশেষ।

† মহাভারতে ও রণতরীর উল্লেখ আছে যথা—"সর্ব্ববাত সহাং নাবংযন্ত্র যুক্তাং পতাকিনীং। শিবে ভাগীরথী তীরে নরৈ র্বিশ্রদ্ধিভিঃ কৃতাং॥"

‡ শালি ধান্য বঙ্গদেশে জন্মে। ইহা উৎপাটনান্তর পুনর্ব্বার রোপণ করিলে ফলশালী হয়। বঙ্গরাজ-দিগের অবস্থাও এরূপ বর্ণিত হইয়াছে।

§ মহেন্দ্রগিরি—উড়িষ্যা ও উত্তর সরকার অবধি গণ্ডোয়ানা পর্য্যন্ত বিস্তৃত পর্ব্বতশ্রেণী।

বর্ষিছিলা শিলা রাশি যেমতি ভূধর
গিরি-পক্ষ-ছেদকালে ইন্দ্রের উপরে। ৪০

কলিঙ্গের বাণ-বৃষ্টি সহি বীরবর
শরজালে হইলা জর্জ্জর কলেবর ;
জয়ার্থে সে বাণে স্নান করিয়া যেমতি
জিনিলা কলিঙ্গ নাথে সূর্য্যকুলপতি। ৪১

লভি জয় রঘুসেনা উল্লাস অন্তরে
রচিল আপান ভূমি পর্ব্বত শিখরে,
পান করে নারিকেল-সুরা মুগ্ধকরী*
তাম্বূলের পত্র পুটে, শত্রুযশঃ হরি। ৪২

মুক্তি দিলা কলিঙ্গেরে দিলীপ-নন্দন ;
স্বরাজ্য তাঁহারে রঘু দিলা পুনর্ব্বার,
জয়লক্ষ্মী একমাত্র করিলা হরণ
বীরধর্ম্মে ; না হরিলা রাজত্ব তাঁহার। ৪৩

পূর্ব্বদিগ জয় করি কোশল-রাজন্
চলিলা দক্ষিণে (যথা অগস্ত্য উদয়)
পয়োনিধি উপকূল করিয়া আশ্রয় ;
পূগময় তট পথে চলে সেনাগণ।† ৪৪

রাজসৈন্য সমাগমে কাবেরী তটিনী
জলক্রীড়া-বিলোড়িতা সাগর-ভামিনী,
গজ মদে বিলাসের সৌরভ বিস্তারে,
সন্দিগ্ধ সাগর তাই হেরি এ নদীরে। ৪৫

উত্তরিলা রঘুবীর মলয় অচলে ‡
শোভে যার উপত্যকা অতি মনোহর ;
কলরবে এল বনে উড়ে শুকদলে,
সেনা সন্নিবেশ হেথা কৈলা বীরবর। ৪৬

---

* দাক্ষিণাত্য ও মান্দ্রাজ অঞ্চলে নারিকেল হইতে সুরা প্রস্তুত হয়।

† মলয়—পশ্চিমঘাট পর্ব্বত।

‡ পূগ—গুবাক বৃক্ষ। অগস্ত্য উদয় সম্বন্ধে ষষ্ঠ সর্গের ৬১ শ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য।

ভূপতিত এল-ফল এলাচের বনে
চূর্ণ অশ্বপদাঘাতে ; রেণু রাশি তার
উঠিয়াছে সুসৌরভে আমোদি কাননে
পড়িছে করীর শিরে মদ-দুর্নিবার। ৪৭

বিশাল চন্দন তরু ; সর্পের বেষ্টনে
পড়িয়াছে খাঁজ দেহে ; তাহে করি দলে
বাঁধিলেক কণ্ঠলগ্ন কঠোর বন্ধনে,
পদের শৃঙ্খল যারা ভাঙ্গে অবহেলে। ৪৮

দক্ষিণে ভানুরও তেজ হয় ম্রিয়মাণ—
তথায় প্রচণ্ডতেজা পাণ্ড্য রাজগণ,*
কে পারে তাঁদের তেজ করিতে দমন ?
রঘু হস্তে সেই তেজ হইল নির্ব্বাণ। ৪৯

তাম্রপর্ণী নদীগর্ভে সাগর মিলনে
জনমে যে মুক্তা, যাহা যশো রাশি প্রায়
সঞ্চয়িলা পাণ্ড্যরাজ, দিলীপ নন্দনে
দিলা আজি উপহার নমি তাঁর পায়। ৫০

প্রফুল্ল দক্ষিণা দিশা যুবতীর প্রায়,
মলয়-দর্দুর গিরি যাঁর পয়োধর †
চন্দনে রঞ্জিত প্রান্ত, ভুঞ্জিয়া যাহায়
পাইলা পরম প্রীতি রঘু বীরবর। ৫১

বিরাজিছে সহ্য গিরি সুনীল অম্বরে ‡
বিবস্ত্র নিতম্ব বিম্ব যেমতি ধরার,
সমুদ্র বসন খসি পড়িয়াছে দূরে—
লঙ্ঘিলা সে গিরি রঘু বিক্রমে অপার। ৫২

---

* পাণ্ড্যদেশ—ইহার উত্তরে বয়রু নদী, দক্ষিণে কন্যা-কুমারী, পূর্ব্বে সমুদ্র, পশ্চিমে মলয় গিরি ও চের (চেল) রাজ্য।

† দর্দুরগিরি—এই পর্ব্বত মলয়গিরির সন্নিহিত ও সহ্য পর্ব্বতের দক্ষিণে স্থিত।

‡ সহ্যগিরি—"মহেন্দ্রো মলয়ঃ সহ্যঃ শক্তিমান্ ঋক্ষ পর্ব্বতঃ। বিন্ধ্যশ্চ পারিযাত্রশ্চ সপ্তৈতে কুল পর্ব্বতাঃ।"
সহ্য পর্ব্বত পশ্চিম ঘাট (মলয়) পর্ব্বতের উত্তরাংশ, যাহা হইতে গোদাবরী নদীর উৎপত্তি হইয়াছে।

চলিল পশ্চিমে সেনা ছাড়ি সহ্য গিরি
সমুদ্র প্রবাহ প্রায় ; যেই পারাবার
জামদগ্ন্য শরে দূরে গিয়াছিল সরি*
সেনা স্রোতে সহ্য সনে মিলিল আবার ! ৫৩

রাজসৈন্য ভয়েতে কেরল নারীগণ †
বেশভূষা ছাড়ি ব্যস্তে করে পলায়ন,
পাছে ধায় সেনাদল, ধূলারাশি হায়
লাগিছে তাদের কেশে কুঙ্কুমের প্রায়। ৫৪

বহিছেন কেরলে মুরলা স্রোতস্বতী,
তথা হতে সমুত্থিত শীত সমীরণে
কেতকীর রজঃ রাশি পড়ে অযতনে
সেনার কবচোপরি, বসন যেমতি। ৫৫

বাজী রাজী দেহে আহা বাজিছে সঘন
বিচিত্র কবচ ঘটা, খচিত রতনে,
তাল তরু বন ধ্বনি করিয়া গঞ্জন
কাঁপে যবে তালপত্র দ্রুত প্রভঞ্জনে। ৫৬

বাঁধিল খেজুর বৃক্ষে মত্ত করিদল,
বহিছে কপোলে মদ ধারা নিরন্তর,
পড়ে তাহে অলিকুল, ঘ্রাণেতে বিহ্বল
ছাড়িয়া পুন্নাগ বৃক্ষে সুনাগ-কেশর। ৫৭

জামদগ্ন্য-প্রার্থনায় দক্ষিণ সাগর
দিয়াছিলা নিজ কূলে তাঁহারে আশ্রয়,
রঘুর বিক্রমে কিন্তু মানি পরাজয়
পাশ্চাত্য-ভূপতি-বেশে ‡ দিলা তাঁরে কর। ৫৮

---

* পরশুরাম কশ্যপ মুনিকে পৃথিবী দান করাতে দক্ষিণ সমুদ্রের তীরে যাইয়া আশ্রয় লইতে হইয়াছিল। সমুদ্র তাঁহার প্রার্থনায় (কিম্বা অস্ত্রাঘাতে ভীত হইয়া) সহ্য পর্ব্বতের সমীপ হইতে অপসৃত হইয়া মালাবার উপকূলে শূর্পারকনামক দেশ তাঁহার বাসস্থানের জন্য সৃষ্টি করেন। ৫২ ও ৫৮ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

† কেরল দেশ—মালাবার অঞ্চল, বোম্বাই প্রদেশ।

‡ [illegible]

মদমত্ত করিগণ দন্তের প্রহারে
লিখিয়াছে শত ক্ষত ত্রিকূট অচলে,
রঘুর বিজয় কীর্ত্তি বর্ণনের ছলে ;
জয়স্তম্ভরূপে অদ্রি দিগ শোভা করে। ৫৯

পারস্যের রাজকুলে করিবারে জয়
স্থল পথে তথা রঘু করিলা গমন,
তত্ত্বজ্ঞান পথে যথা চলে যোগিজন
করিতে ইন্দ্রিয়রূপ রিপুর বিজয়। ৬০

যবনীর মুখ পদ্মে মদ রাগ ছটা
ঘুচাইলা রঘুরাজ, যবনে বিনাশি—
অকালে ঢাকিলে সূর্য্যে জলদের ঘটা
ফোটে কি বালার্ক রাগে কমলের হাসি ? ৬১

অশ্ব পৃষ্ঠে মহাবল যবন নিকর
যুঝিল রঘুর সহ, আঁধারি অম্বর
উঠিল ধূলার রাশি, না চলে নয়ন,
শিঙ্গারবে শত্রুপক্ষে চিনে সেনাগণ। ৬২

শত শত শ্মশ্রুযুক্ত যবনের শির
ভল্লেতে কাটিয়া রঘু পাড়িলা ধরায়,
নীল অলি পরিবৃত মধুচক্র প্রায়
শোভে তাহা রণস্থলে দেখিতে রুচির ! ৬৩

অবশেষে ম্লেচ্ছগণ রঘুর চরণে
নামাইয়া শিরস্ত্রাণ লইল শরণ ;
বিনা প্রণিপাতে কিম্বা নম্রতাচরণে
মহৎ জনের কোপ না হয় বারণ। ৬৪

বিছায়ে অজিনাসন দ্রাক্ষালতা বনে *
বিশ্রাম লভিল এবে রঘুসৈন্যগণ,

---

* কাবুল বোধ হয় তখন পারস্যের অন্তর্গত ছিল। তথায় দ্রাক্ষা (আঙ্গুর) প্রভৃতি ফল প্রচুর জন্মে।

দূর করি রণ শ্রম মধুরস পানে
বিজয় উল্লাসে মত্ত আনন্দে মগন। ৬৫

চলিলা উত্তরে রঘু লয়ে সেনাগণে
জিনিতে উদীচী দেশে নৃপতি-নিকরে *
তীক্ষ্ণ শরে, যথা রবি সুতীক্ষ্ণ কিরণে
শোষিয়া উদক্ রাশি চলেন উত্তরে। ৬৬

সিন্ধুতীরে গড়াগড়ি দিয়া কুতূহলে
ভুলিল পথের শ্রম তুরঙ্গ নিকরে ;
লেগেছে কাশ্মীর জাত কুঙ্কুম কেশরে
কাঁপাইয়া স্কন্ধ তাই দ্রুত বেগে চলে। ৬৭

হূণ-দেশ-বীর-গণে বধি রণস্থলে
লভিলা অতুল যশ কোশল রাজন্,
পতিহীনা হূণাঙ্গনা-বদন-মণ্ডলে
শোক জাত রক্ত আভা করি আরোপণ। ৬৮

না পারি রঘুর তেজ সহিতে সমরে
নমে তাঁর পদাম্বুজে কাম্বোজের পতি,†
নমিল অক্ষোট বৃক্ষ তাহার সংহতি
যাহে বেঁধেছিলা রঘু মাতঙ্গ নিকরে। ৬৯

লভিলা কাম্বোজে জিনি কোশল ঈশ্বর
উপহার স্বর্ণ রাশি, চারু অশ্ব দল ;
অপার ঐশ্বর্য্য তাঁর হৈল করতল,
গরব-রহিত তবু তাঁহার অন্তর। ৭০

সসৈন্যে অশ্বের পৃষ্ঠে দিলীপ নন্দন
আরোহিলা হিমালয়ে ; হয় পদ ভরে

---

* উদীচী দেশ—সরস্বতী নদীর উত্তর পশ্চিমস্থ দেশ।

† কাম্বোজ—উত্তরদিগস্থ দেশ বিশেষ। সগর রাজা কর্ত্তৃক কাম্বোজ জাতি বহিষ্কৃত হইয়াছিল। যথা—
অর্দ্ধং শকানাং শিরসো মুণ্ডয়িত্বা ব্যসর্জয়ৎ।
যবনানাং শিরঃসর্ব্বং কাম্বোজানাং তথৈবচ ॥” হরিবংশ।

সমুত্থিত ধাতু রেণু উঠিয়া অম্বরে,
যেন ঊর্দ্ধে তুঙ্গশৃঙ্গে করিল বর্দ্ধন। ৭১
সেনা সম পরাক্রম কেশরী দুর্ব্বার
রয়েছে শয়নে হিম গিরির গুহায়,
সেনা কোলাহলে কিছু শঙ্কা নাহি পায়,
গ্রীবা ভঙ্গে সৈন্য পানে চাহে একবার। ৭২
ভাগীরথী-জল-কণা মাখিয়া শরীরে
বহিল পবন যেন সেবি রঘুবীরে,
স্বনিছে ভূর্জ্জের পত্র মৃদু মর মরে,
বাজিছে কীচক বেণু সমীরণ ভরে। ৭৩
নমেরু তরুর তলে রঘু সেনা দলে*
লভিল বিশ্রাম বসি উপল-আসনে
কস্তূরী মৃগের দল বসি যেই স্থলে
সুবাসিত করিয়াছে নাভি পরশনে। ৭৪
শালতরু-বদ্ধ গজ-গলার শৃঙ্খলে
ওষধি লতার জ্যোতি করে ঝলমল,
অতৈল প্রদীপরূপে সে লতিকা জ্বলে
বিনানলে করে রঘু-শিবির উজ্জ্বল। ৭৫
রঘুর প্রস্থান পরে কিরাতের দল
বুঝিল, কুঞ্জর-কণ্ঠ রজ্জুর ঘর্ষণে
ক্ষত হেরি ঊর্দ্ধে দেবদারুর বল্কল,
কত উচ্চ ছিল গজ রঘুরাজ সনে। ৭৬
উৎসব সঙ্কেত নামে পার্ব্বতীয়গণ †
প্রস্তর ক্ষেপণে করে তুমুল সমর,

---

* নমেরু—রুদ্রাক্ষ বৃক্ষ, সুরপুন্নাগ।

† উৎসব সঙ্কেত—"গণানুৎসব সঙ্কেতান্ অজয়ৎ সপ্ত পাণ্ডবঃ।" মহাভারত।

(উৎসব আমোদ, সঙ্কেত—অনুরাগ বশতঃ স্ত্রী পুরুষের পরস্পর আহ্বান) এই পার্ব্বত্য জাতির দাম্পত্য নিয়ম নাই, স্ত্রী পুরুষে পরস্পর অনুরক্ত হইলেই ইহারা স্বেচ্ছা বিহার করিয়া থাকে। এই প্রথা অদ্যাবধি ভোট ও তিব্বতীয়দিগের মধ্যে প্রচলিত দেখা যায়।

প্রস্তরে ঠেকিয়া অস্ত্র উগরে আগুন,
অধে ঊর্দ্ধে রঘুরাজ প্রহারিলা শর। ৭৭

বিজয় লভিলা রঘু খরতর শরে
উৎসব সঙ্কেতগণে নিরুৎসব করি,
হিমালয় শৃঙ্গবাসী কিন্নর কিন্নরী
রঘুর বিজয় কীর্ত্তি গাইল সুস্বরে। ৭৮

বহু রত্ন উপহার দিয়ে নিজ করে
পার্ব্বতীয় বীরগণ তুষিল রঘুরে—
হিমাদ্রি-ঐশ্বর্য্য তাহে জানিলা নৃপতি,
রঘুর বিক্রম গিরি জানিল তেমতি। ৭৯

স্থাপিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি হিমাচল শিরে
নামিলা পর্ব্বত হ'তে রঘু বীরবর ;
তুচ্ছজ্ঞানে না গেলেন কৈলাশ ভূধরে
হেলায় তুলিয়াছিল যারে লঙ্কেশ্বর। ৮০ *

পার হইলেন রঘু লোহিত্যা তটিনী †
ভয়েতে কাঁপিল প্রাগ্‌জ্যোতিষ ঈশ্বর ‡
কাঁপিল তেমতি কৃষ্ণাগুরু তরু শ্রেণী
যাহে বেঁধেছিলা রঘু কুঞ্জর নিকর। ৮১

সেনাপদভরে ধুলা ঢাকিল তপন
মেঘমালা প্রায়, বিনা বারি বরিষণ,
দেখি ভয়ে ত্রস্ত সেই দেশের ঈশ্বর
কি সাধ্য সেনার সহ করিতে সমর? ৮২

---

* কুবেরকে জয় করিয়া কৈলাসে গমন কালে শিবের প্রভাবে রাবণের পুষ্পক রথের গতি রোধ হয়। রাবণ ক্রোধে কৈলাস পর্ব্বতকে নিজ হস্তে উঠাইয়া ছিল। রামায়ণ, উত্তরকাণ্ড।

† লোহিত্যা—কামরূপ দেশ-প্রবাহী ব্রহ্মপুত্রনদ।
"অত্রাস্তি নদরাজোঽয়ং লোহিত্যো ব্রহ্মণঃ সুতঃ" কালিকাপুরাণ।

‡ প্রাগ্‌জোতিষ—(প্রাক্—পূর্ব্ব জ্যোতিষ্—দীপ্তি) সূর্য্য প্রথমে এ দিকে উদয় হয়। আসাম প্রদেশ, কামরূপ।

কামরূপ অধীশ্বর মত্ত করি চয়ে
আক্রমেন অন্য রাজ্যে তুমুল সমরে,
হেন গজ দানে আজি পূজিলেন ভয়ে
বাসব-বিজয়ী বীর রঘুরাজেশ্বরে। ৮৩

বসিলেন রঘুবীর হরষিত মনে
সুবর্ণ আসনোপরি ; চরণে তাঁহার
রত্নরত্ন পুষ্পরূপে দিয়া উপহার
পূজে কামরূপ-রাজ পরম যতনে। ৮৪

এইরূপে দিগ্বিজয় করি সমাপন
নিবর্ত্তিলা রঘুরাজ অজেয় সমরে,
রথোত্থিত ধূলারাশি করিয়া স্থাপন
ছত্র-হীন রাজকুল মুকুট উপরে। ৮৫

সর্ব্বস্ব দক্ষিণাদানে রঘু মহাবীর
বিশ্বজিৎ নামে যজ্ঞ করিলা সাধন ;
দান তরে উপার্জ্জন করে সাধু জন,
বর্ষিবারে বারিদ সঞ্চয়ে যথা নীর। ৮৬

যজ্ঞ অন্তে রঘুরাজ বহু পুরস্কারে
তুষিলেন পরাজিত নরপতি কুল,
আদেশিলা যাইবারে নিজ নিজ পুরে,
জায়া পুত্র তাঁহাদের বিরহে আকুল। ৮৭

প্রণমিলা নৃপগণ গমন সময়
ধ্বজ-বজ্র-ছত্রাঙ্কিত রঘুর চরণে ;
মুকুট কুসুম চ্যুত পরাগ নিচয়
রঞ্জিল চরণাঙ্গুলি সুগৌর বরণে। ৮৮

ইতি কালিদাস কৃত রঘুবংশের বঙ্গানুবাদে
রঘু দিগ্বিজয় নামক চতুর্থ সর্গ।

পঞ্চম সর্গ

বিশ্বজিৎ মহাযজ্ঞে করি বিতরণ
নিঃশেষিলা রাজকোষ কোশল ঈশ্বর ;
বরতন্তু-মুনিশিষ্য কৌৎস মুনিবর
আসিলা যাচিতে গুরুদক্ষিণার ধন। ১

বেদশিক্ষা সমাপি আইলা দ্বিজবর,
হেন অতিথির তরে পৃথিবী ঈশ্বর
আনিলা মৃণ্ময়-পাত্রে অর্ঘ্য উপহার,—
স্বর্ণ-পাত্র শূন্য আজি রাজার ভাণ্ডার! ২

কুশাসনে বসিলেন কৌৎস তপোধন,
মহামান্য রঘুরাজ, হয়ে কৃতাঞ্জলি
যথাবিধি দ্বিজবরে করিলা পূজন,
বিনয়ে মুনির প্রতি কহিলেন বলী। ৩

"তব গুরু মন্ত্র-কর্ত্তা ঋষি-কুল-ধন
কহ মোরে, সূক্ষ্মমতি, মঙ্গল তাঁহার,
তোমায় অশেষ জ্ঞান দিলেন যে জন,
যথা রবি দেয় লোকে চৈতন্য অপার। ৪

"কায়মনোবাক্যে, ধ্যান করি দিবানিশি
ত্রিবিধ কঠোর তপ সাধিলেন ঋষি,*
যে তপে পাইলা ভয় সহস্র লোচন,
হয় নি ত হেন তপে বিঘ্ন সংঘটন ? ৫

"শ্রান্তিহর তরুরাজি নিজ তপোবনে
অপত্যের প্রায় মুনি করিলা বর্দ্ধন
আলবাল গড়ি মূলে পরম যতনে,
নাশে নি ত সেই তরু বায়ু হুতাশন ? ৬

---

* ত্রিবিধ—কায় (উপবাসাদি) মনঃ (গায়ত্রী জপাদি) বাক্য (বেদ পাঠ) দ্বারা তিন প্রকার তপঃ।

"নিরাপদে আছে ত সে মৃগ-শিশুগণ,
ঝরেছিল মুনি কোলে নাভি নাল যার,
হোমের সাধন কুশে করিতে আহার
স্নেহ ভরে কেহ যারে না করে বারণ। ৭

"ঘটে নি ত বিঘ্ন তীর্থে নদনদী-নীরে
উঞ্ছধান্য ষষ্ঠভাগ শোভে যার তীরে,*
যে তীর্থের জলে পিতৃকুলের তর্পণ
নিত্য পূজা ক্রিয়া স্নানে যার প্রয়োজন ? ৮

"গ্রাম হ'তে গো মহিষ আদি পশুগণ
আসি ত নাশে নি ক্ষেত্রে তৃণ ধান্যচয়ে,
যাহে করে মুনিগণ জীবন ধারণ,
অতিথি আসিলে সেবে উচিত সময়ে ? ৯

"শিক্ষা অন্তে, নিজগৃহে যাইতে তোমায়
প্রসন্ন হইয়া ঋষি দিলা কি বিদায় ?
গৃহী হইবার তব এই ত সময়,
কে না জানে গৃহী সর্ব্ব আশ্রম আশ্রয় ?† ১০

"আগমন মাত্রে তব, তৃপ্ত নহে মন,
আজ্ঞা পাইবারে মম উৎসুক অন্তর ;
নিজ কাজে এসেছ কি ত্যজি তপোবন,
গুরুর আদেশে কিম্বা, কহ মুনিবর।" ১১

মৃণ্ময় অর্ঘ্যের পাত্র করি দরশন
ত্যজিলা ধনের আশা কৌৎস মুনিবর ;
রঘুর ভকতিপূর্ণ উদার বচন,
শুনি উত্তরিলা মুনি নিরাশ অন্তর। ১২

"সর্ব্বমতে আমাদের জানিবে মঙ্গল ;
প্রজার অশুভ কোথা রাজ্যেতে তোমার ?

---

* উঞ্ছধান্যের ষষ্ঠভাগ রাজগ্রাহ্য কর।
† গৃহীরা—ব্রহ্মচারী, বানপ্রস্থ ও যতিগণের আশ্রয়স্থান।

দিবাকর-করে যবে শোভে নভঃস্থল
রোধে কি লোকের দৃষ্টি কভু অন্ধকার ? ১৩

"কুলধর্ম্ম তব রাজা, পুজ্যের পুজন,
ভক্তিতে জিনিলে তব পূর্ব্ববর্ত্তিগণে ;
অকালে আসিনু আমি তোমার সদনে
অর্থ-আশে, এই মম দুঃখের কারণ। ১৪

"সুপাত্রে বিভব রাশি করি বিতরণ
দেহমাত্র শেষ তুমি শোভিছ রাজন্,
তৃণ ধান্য-স্তম্ব যথা শোভে ক্ষেত্রোপরে
নিয়ে গেলে শস্য রাশি তাপস নিকরে। ১৫

"মহাযজ্ঞ সাধি তুমি, বসুধা-ঈশ্বর,
নির্ধন হয়েছ, অহো গৌরব অপার !
কলাক্ষয়ে কি শোভা ধরেন সুধাকর
যবে দেবে ভুঞ্জে তাঁর সুধার ভাণ্ডার ! ১৬

"গুরু দক্ষিণার তরে লভিবারে ধন
অন্যত্র যাইব, শুভ হউক তোমার ;—
শরদে নির্জ্জল যবে মেঘের ভাণ্ডার,
চাতকেও হেন মেঘে না করে পীড়ন।" ১৭

এত বলি উঠিলেন কৌৎস তপোধন,
নিবারিয়া তাঁরে রঘু কহিলা তখন,
"কি ধন গুরুরে তুমি করিবে প্রদান,
কহ মোরে, দ্বিজবর, তার পরিমাণ।" ১৮

বিধিমতে সাধি যজ্ঞ পবিত্র অন্তর
গরব রহিত রঘু, সকরুণ মন,
সকল আশ্রমে প্রজা-পালন-তৎপর ;
কহিলা তাঁহারে মুনি নিজ বিবরণ। ১৯

"গুরুর সমীপে শিক্ষা করি সমাপন
দক্ষিণা লইতে তাঁরে করিনু মিনতি ;
কহিলেন গুরু 'অর্থে নাহি প্রয়োজন,
দক্ষিণা তোমার চির অচলা ভকতি।' ২০

"দক্ষিণা লইতে পুনঃ কহিনু যখন,
না ভাবিয়া দরিদ্রতা রোষে মহামতি
আদেশিলা 'দেহ চতুর্দ্দশ কোটি ধন,
চতুর্দ্দশ বিদ্যালাভ করিলে যেমতি।' ২১

"দেখিয়া মৃণ্ময়-পাত্র বুঝিনু তখন
নামমাত্র প্রভু তুমি, নাহি এবে ধন;
বিদ্যার দক্ষিণা মম অসংখ্য রতন,
কি সাহসে তব কাছে চাহিব রাজন্?" ২২

এরূপে কহিলা যদি নিজ বিবরণ
বেদবিদ-গণ-শ্রেষ্ঠ কৌৎস তপোধন,
উত্তরিলা পৃথ্বীনাথ রঘু মহাবীর
চন্দ্রমার সমকান্তি, নিষ্পাপ শরীর। ২৩

"বেদ শিক্ষা করি গুরু-দক্ষিণার আশে
বিমুখ হইয়ে তুমি রঘুর সকাশে,
গিয়াছিলে ধন হেতু অন্যের-সদন
এ অকীর্ত্তি যেন মম না হয় কখন! ২৪

"পবিত্র প্রশস্ত মম অগ্নির আগার,
চতুর্থ অগ্নির প্রায় তথা তপোধন,*
থাক দুই তিন দিন, মিনতি আমার;
তব ধন হেতু আমি করিব যতন।" ২৫

তথাস্তু বলিয়া দ্বিজ আশ্বস্ত হৃদয়ে
অব্যর্থ রঘুর বাক্য করিলা গ্রহণ;
ধনশূন্য জেনে ধরা নিজ দিগ্বিজয়ে
বাঞ্ছিলা লভিতে রঘু কুবেরের ধন। ২৬

বশিষ্ঠের মন্ত্রবলে রঘুর স্যন্দন
ভূধর শিখর আর সাগর গগন

---

* অগ্নি—ত্রিবিধ, যথা—দক্ষিণ, গার্হপত্য ও আহবনীয়। কৌৎস মুনিকে চতুর্থ অগ্নি-রূপে অবস্থান করিতে বলা হইয়াছে।

করি অতিক্রম চলে অনিবার গতি,
বায়ুর সহায় বলে বারিদ যেমতি। ২৭

দিবা অবসান হ'ল, দিলীপ-নন্দন
সামান্য নৃপতি জ্ঞানে জিনিতে কুবেরে
অস্ত্রজালে সুসজ্জিত রথের উপরে,
সুস্থির সংযত চিত্তে করিলা শয়ন। ২৮

প্রভাতে বিজয় যাত্রা উন্মুখ রাজন্,
হেনকালে কোষাগার-রক্ষক-নিকরে
কহিল রঘুরে আসি বিস্মিত অন্তরে,
"হইয়াছে কোষ-গৃহে সুবর্ণ বর্ষণ!" ২৯

বরষিলা স্বর্ণ রাশি ত্রাসে ধনেশ্বর;
বজ্রাঘাতে ভগ্ন যেন সুমেরু শিখর
পড়িল উজলি তেজে রাজার ভবন;
মুনিরে দিলেন রঘু সমস্ত কাঞ্চন। ৩০

প্রার্থনার অতিরিক্ত দিলেন নৃপতি
না করিলা দ্বিজবর অধিক গ্রহণ,
গুরুর দক্ষিণামাত্র লয়ে হৃষ্ট মতি;
তাই দোঁহে প্রশংসিল পুরবাসিগণ। ৩১

শত শত উষ্ট্র আর তুরগ নিকরে
বহিছে সে ধনরাশি; হরষ অন্তরে
নত শির রঘুরে কহিলা তপোধন
নিজ করে অঙ্গ তাঁর করি পরশন।—৩২

"ন্যায়বান্ হ'লে রাজা, বাঞ্ছামত ধন
প্রদানেন কামরূপা বসুধা আপনি;
কিন্তু তব অচিন্ত্য প্রভাব, নৃপমণি
লভিলা অভীষ্ট স্বর্গ করিয়া দোহন! ৩৩

"বিরাজিছে চিরশুভ সকাশে তোমার
অধিক আশিষ আমি কি করিব আর?

* অর্থাৎ কুবের হইতে ধন প্রাপ্তি।

পাবে তুমি আত্মতুল্য অপত্যরতন
লভিলা দিলীপ যথা তোমা হেন ধন।” ৩৪

এইরূপে আশিষিয়া কোশল ঈশ্বরে
গুরুর সমীপে কৌৎস করিলা গমন।
আশু তাঁর বরে পুত্র লভিলা রাজন্
ভূলোক আলোক পায় যথা রবিকরে। ৩৫

ব্রহ্মার মুহূর্ত্তে দেবী রঘুর রমণী*
প্রসবিলা পুত্রবর, কুমারের প্রায়;
বিধাতার অজ নাম স্মরি নৃপমণি
অজ নাম দিলা পুত্রে, অতুল ধরায়। ৩৬

পিতাহ'তে নহে পুত্র কিছুই অন্তর
সেই তেজ সেই বীর্য্য, উন্নত তেমন;
জ্বালিলে প্রদীপ হ'তে প্রদীপ অপর
নাহি থাকে উভয়ের প্রভেদ যেমন। ৩৭

যৌবনে সুচারু-কান্তি, শিক্ষিত কুমারে
হেরি মুগ্ধা রাজলক্ষ্মী, বরিতে তাঁহারে
অপেক্ষিল রাজ আজ্ঞা, পিতৃ অনুমতি
অপেক্ষিয়া রহে ধীরা কুমারী যেমতি। ৩৮

ভগিনীর স্বয়ম্বরে ভোজ নরপতি
রঘুর সমীপে দূত প্রেরি সমাদরে,
নিমন্ত্রিলা রাজপুত্রে বিদর্ভ নগরে,
হইবেন স্বয়ম্বরা চারু ইন্দুমতী। ৩৯

ভোজসহ সুসম্বন্ধ বাঞ্ছিলা রাজন্;
পরিণয় উপযুক্ত হেরিয়া কুমারে
প্রেরিলা তাঁহারে রঘু সহ সেনাগণ,
ধনধান্য-পরিপূর্ণ বিদর্ভ নগরে। ৪০

---

* ব্রাহ্ম মুহূর্ত্ত—অভিজিৎ নামক যাত্রানুকূল লগ্নবিশেষ।
† অজ রাজলক্ষ্মীর বরণীয় (অর্থাৎ যৌবরাজ্যের উপযুক্ত) হইলেও তাঁহাকে রাজ আজ্ঞা অপেক্ষা করিতে হইয়াছিল।

রাজ-শয্যা সুসজ্জিত সুপট-ভবনে
উদ্যান-বিহার-সুখ ভুঞ্জিয়া কুমার
চলিলেন, সযতনে গ্রামবাসিগণে
যোগাইল পথে পথে নানা উপহার। ৪১

উতরিলা রঘু-সুত নর্ম্মদার তীরে,
জল-কণা-বাহী যথা শীতল সমীরে
চির বিল্ব তরু-রাজি কাঁপে নিরন্তর;
বিশ্রমিল সৈন্য হেথা ধুলায় ধূসর। ৪২

মদগন্ধে উড়ে অলি সলিল উপর
সূচিয়া নর্ম্মদানীরে মগ্ন মত্তকরী;
সহসা বিদারি বারি উঠিল কুঞ্জর
মদেতে মলিন গণ্ড প্রক্ষালিত করি। ৪৩

ঋক্ষবান্ তটে করী নর্ম্মদার কূলে
ছিল বপ্রকেলি রত, হেন মনে লয়,*
প্রস্তরে কুণ্ঠিত দন্ত, নীল রেখাময়,
ধৌত, তবু ধাতু চিহ্ন শোভে দন্তমূলে। ৪৪

দ্রুতবেগে শুণ্ড গজ করি আস্ফালন
বিদারি তরঙ্গ-রাজি তীর পানে ধায়
মহাশব্দে, মদভরে গরজে যেমন
ভাঙ্গিতে অর্গল নিজ বন্ধন শালায়। ৪৫

প্রথমে উঠিল তটে নর্ম্মদার জল
বন্য-গজ বিলোড়নে, প্লাবনে যেমতি;
পশ্চাতে আকর্ষি বক্ষে শৈবালের দল
তীরেতে উঠিল গজ পর্ব্বত মূরতি। ৪৬

নর্ম্মদার অবগাহে কপোলে তাহার
ক্ষান্ত ছিল মদধারা ক্ষণকাল তরে;

---

* বপ্রকেলি—হস্তী দন্তের দ্বারা পর্ব্বতে আঘাত করিয়া খেলা করে।

সেনা মাঝে হেরি রাজ বারণ নিকরে
শতধারে মদধারা ক্ষরিল আবার। ৪৭

সপ্তপর্ণ ক্ষীরসম তিক্ত গন্ধময়*
অসহ্য সে মদগন্ধ করিয়া গ্রহণ
ভয়াকুল সেনা গজ করে পলায়ন
ব্যর্থ করি মাহুতের যত্ন অতিশয়। ৪৮

বন্য-গজ আক্রমণে ত্রস্ত সেনাগণ;
বন্ধন ছিঁড়িয়া অশ্ব করে পলায়ন;
ভাঙ্গিল রথের অক্ষ, হইল তুমুল;
রাজ-সেনা নারীদলে রক্ষিতে আকুল। ৪৯

জানিয়া অরণ্য-করী অবধ্য রাজার,
মৃদু আকর্ষিয়া ধনু যুড়িলেন শর
রঘুসুত, গজকুম্ভ করিলা বিদার,
নিবারিলা গজরাজে অজ বীরবর। ৫০

বাণের প্রহারমাত্রে মাতঙ্গ তখন
ত্যজি গজরাজ মূর্ত্তি করিল ধারণ
মনোহর দেব-দেহ, মহা-তেজোময়;
নিরখিয়া রাজ-সেনা মানিল বিস্ময়! ৫১

বর্ষি কল্পতরুপুষ্প কুমারের শিরে
আপন প্রভাবে, দেব কহিলা বচন
বিশদ দশন-প্রভা পড়ি বক্ষোপরে
স্থূলমুক্তাহার-জ্যোতি করিল বর্দ্ধন! —৫২

"প্রিয় দরশন নামে গন্ধর্ব্বের পতি,
প্রিয়ম্বদ নামে আমি তাঁহার নন্দন,
অতি গর্ব্বহেতু মোর ঘটিল দুর্গতি
মতঙ্গের শাপে আমি হইনু বারণ। ৫৩

---

* সপ্তপর্ণ—ছাতিমগাছ, এই বৃক্ষের পুষ্পাদি হস্তীর অতি প্রিয় ও মত্ততা বিধায়ক বলিয়া কবিরা বর্ণনা করেন। ৪র্থ সর্গের ২৩ শ্লোক দ্রষ্টব্য।

“প্রণাম করিয়া পরে করিনু বিনয়,
শান্তভাব মুনিবর ধরিলা তখন,—
কেনা জানে স্বতঃ জল শীত গুণ-ময়
অনলে আতপে করে উষ্ণতা ধারণ ? ৫৪

“প্রসন্ন হইয়া ঋষি কহিলা আমায়
‘ইক্ষ্বাকু বংশের চূড়া রঘুর নন্দন
বাণে তব কুম্ভ ভেদ করিবে যখন
আপন গন্ধর্ব্ব দেহ পাবে পুনরায়।’ ৫৫

“পেয়ে তোমা চির বাঞ্ছা হইল পূরণ,
শাপ হ’তে তুমি মোরে করিলে মোচন ;
না পারি সাধিতে যদি তব উপকার,
তা হ’লে স্বপদলাভ বিফল আমার। ৫৬

“সম্মোহন নামে বাণ ধর, বীরবর,
প্রহারিলে মন্ত্র পূত করি এই শর
লভিবে বিজয়, শত্রু না করি নিধন ;
অন্য মন্ত্রে পুন বাণ হবে নিবারণ। ৫৭

“এ দান লইতে লজ্জা কর পরিহার,
দয়া প্রকাশিলে যবে করিলে প্রহার
মৃদু অস্ত্র মম প্রতি, কেমনে এখন
নির্দ্দয়ে প্রার্থনা মোর করিবে হেলন ?” ৫৮

সম্মত হইলা অজ বীরকুলেশ্বর,
নর্ম্মদার পুণ্য জলে করি আচমন,
দাঁড়ায়ে উত্তর মুখে করিলা গ্রহণ
গন্ধর্ব্ব হইতে মন্ত্রসহ অস্ত্রবর। ৫৯

এইরূপে পথিমধ্যে মিত্রতা দোঁহার
হইল অচিন্ত্যরূপে, বিধি বিধাতার !
চলি গেলা প্রিয়ম্বদ গন্ধর্ব্ব আলয়,
চলিলা বিদর্ভ দেশে রঘুর তনয়। ৬০

অজ আগমনে হর্ষে বিদর্ভের পতি
আসিলা নগর-প্রান্তে লইতে তাঁহায়—
চন্দ্রোদয়ে পয়োনিধি উছলি যেমতি
লঙ্ঘি তীর শশধরে গ্রহিবারে ধায়। ৬১

অগ্রগামী হ'য়ে অজে আনিয়া নগরে
সেবিলেন ভোজ নিজ রাজ উপচারে;
অতিথির প্রায় ভোজে হেরে পৌরজন,
গৃহস্বামিরূপে অজ শোভিলা তখন। ৬২

প্রণমি রাঘবে রাজ-কিঙ্কর-নিকরে
লয়ে গেল তাঁরে নব সুচারু ভবনে,
শোভে যার দ্বারদেশে বেদীর উপরে
জলপূর্ণ কুম্ভরাজি; কুমার সুমতি
শোভিলেন সে ভবনে, মদন যেমতি
ধরে শোভা শৈশবান্তে পশিয়া যৌবনে। ৬৩

ভাবিছেন আজি অজ সে নারী রতনে,
অতুল রূপের রাশি, যাঁর স্বয়ম্বরে
সমাগত রাজ লোক বিদর্ভ নগরে;
তেঁই রাত্রে নিদ্রাদেবী, আজি বহুক্ষণে
আসিলেন যুবরাজ নয়ন সদন,
পতি-মানে সুমলিনা ললনা যেমন! ৬৪

প্রভাতে সঙ্গীত বন্দী গাইছে সুস্বরে,
জাগিলা রাঘব, শয্যা-বসন-ঘর্ষণে
বিরলিত অঙ্গরাগ, পীন স্কন্ধোপরে
অঙ্কিত সুচারু চিহ্ন কুণ্ডল পীড়নে।—৬৫

"সুপ্রভাত বিভাবরী, উঠ মহামতি
দিলা বিধি পৃথ্বীভার দুই জন প্রতি
এক দিকে তব পিতা করেন বহন
অন্য দিকে বহ তুমি ত্যজিয়া শয়ন। ৬৬

নিদ্রা-দেবীবশে তোমা দেখি নিশাকালে
মানিনী কামিনী প্রায় অভিমান ভরে
বিহরিলা রাত্রে লক্ষ্মী লয়ে শশধরে,
হেরি তব মুখ প্রায় শশাঙ্ক মণ্ডলে ;
অস্তমিত সে সুধাংশু হ'য়েছে এখন,
নিরাশ্রয়া লক্ষ্মী এবে, কর হে গ্রহণ।* ৬৭

"সুচপল তারা যুক্ত তোমার নয়ন,
চঞ্চল ভ্রমর যুক্ত চারু শতদল—
যুগপৎ প্রস্ফুটিত হউক এখন
উভয়ে ঊষার মুখ করুক উজ্জ্বল ! ৬৮

"স্বতঃই সুরভি তব নিশ্বাস পবন,
পরগুণে লভিবারে সৌরভ তেমন,
ব্যাকুল প্রভাত বায়ু, তাই যেন ধীরে
হরিছে শিথিল বৃন্ত কুসুম নিকরে,
পরিমল চাহি আলিঙ্গিছে প্রেমভরে
অরুণ কিরণে বিকশিত নলিনীরে ! ৬৯

"ঊষার তুষার বিন্দু, যেন মুক্তাহার
শোভিছে আরক্ত নব পল্লব উপর,
শোভে তথা হাসি মাখা অধরে তোমার
বিশদ দশন পংক্তি, কিবা মনোহর ! ৭০

"না উঠিতে প্রভাকর উদয় ভূধরে
রবিসুত অরুণ নাশেন অন্ধকার ;
তব পিতা রঘুরাজ না যেতে সমরে,
অগ্রে যেয়ে তুমি শত্রু কর হে সংহার। ৭১

"পার্শ্ব গড়াগড়ি দিয়া তব করিদল
ত্যজিল শয়ন, পদে বাজিছে শৃঙ্খল ;

* চন্দ্র, পদ্ম ও রাজমুখ লক্ষ্মীর নিবাস স্থান, শাস্ত্রকারেরা এরূপ বর্ণন করিয়াছেন।

শোভিছে দশন রক্ত অরুণ কিরণে,
সিন্দূরে রঞ্জিত যেন গিরি বিদারণে। ৭২
"পট-গৃহে বাঁধা পারসিক অশ্বদল
জাগিয়া উঠিল তব, সরোজ-নয়ন,
সম্মুখে নির্ম্মল লেহ্য সৈন্ধব-লবণ,
মুখের মারুতে তাহা করিছে সমল। ৭৩
"উপহার পুষ্পমালা শিথিল মলিন,
নিস্তেজ প্রদীপ এবে পরিবেষহীন;
আমাদের মুখে শুনি তব শুকবরে
সুস্বরে প্রভাত গীত গাইছে পিঞ্জরে।"— ৭৪
বন্দিগণ মুখে হেন মধুর সঙ্গীত
শুনিয়া ত্যজিলা শয্যা অজ মহাবীর;
রাজহংস কলরবে হয়ে জাগরিত
ত্যজে যথা সুপ্রতীক জাহ্নবীর তীর।* ৭৫
প্রাতঃক্রিয়া যথাবিধি করি সমাপন,
মনোহর বেশভূষা করিয়া ধারণ,
স্বয়ম্বর সভা মাঝে গেলেন কুমার,
চারুনেত্রে পক্ষ্মরাজি শোভার আধার। ৭৬

ইতি কালিদাস কৃত রঘুবংশের বঙ্গানুবাদে
অজস্বয়ম্বরাভিগমন নামক পঞ্চম সর্গ।

---

* সুপ্রতীক—ঈশান দিগ্ হস্তী, পূর্ব্বোত্তর কোণে কৈলাসে অবস্থিতি করে। তথা হইতে গঙ্গা প্রবাহিত হয়।

ষষ্ঠ সর্গ।

সভায় সুচারু মঞ্চে রত্নসিংহাসনে
বিরাজিল রাজবৃন্দ বেশ মনোহর,
শোভে যথা দেবগণ বিমান-আসনে,
নিরখিলা আসি হেথা অজ বীরবর। ১

রতির বিনয়ে তুষ্ট হরের কৃপায়
পুনঃ প্রাপ্ত-নিজ-অঙ্গ রতিপতি প্রায়
অজেরে সভায় হেরি অন্য রাজগণ
ইন্দুমতী-লাভ-আশা দিল বিসর্জ্জন। ২

ভোজরাজ প্রদর্শিত উচ্চ মঞ্চোপরে
উঠিলা সোপান পথে রঘুর কুমার,
উঠে যথা সিংহ শিশু তুঙ্গ গিরি-শিরে
শিলা-স্তরে করি ধীরে চরণ সঞ্চার। ৩

নানাবর্ণে সুরঞ্জিত সুচারু বসনে
সমাবৃত রত্নাসনে বসিলা রাঘব,
সুবিচিত্রমনোহর ময়ূর-আসনে
বসেন কার্ত্তিক যথা বীর-কুলর্ষভ। ৪

উদ্ভাসি সহস্র ভাগে সহস্র নৃপতি
অপূর্ব্ব রাজন্য-প্রভা উঠিল সভায়
দিগব্যাপী মেঘদলে উজলি যেমতি
চমকে চপলা, বিশ্ব ধাঁধিয়া ছটায়! ৫

মহামূল্য রাজাসনে, সুরম্য সজ্জায়
শোভিছেন রাজগণ; মাঝে সবাকার
বিরাজিলা নিজ তেজে রঘুর কুমার,
কল্পতরু মাঝে চারু পারিজাত প্রায়।

ত্যজি সর্ব্ব রাজগণে অজের উপরে
পৌরজন নেত্ররাজি পড়িল সত্বর,
পুষ্পতরু ছাড়ি মত্ত বন্য করিবরে,
পড়ে যথা মদগন্ধে মধুপ-নিকর ৭

চন্দ্র-সূর্য্য-বংশভব নৃপতি নিকর,
তাঁহাদের বংশ-কীর্ত্তি গায় বন্দিগণে ;
চন্দন-ধূপের ধূম আঁধারি নগর
অতিক্রমি ধ্বজ-রাজি উঠিল গগনে। ৮

বাজিছে মঙ্গল-বাদ্য মধুর নিক্কণে,
উঠিল শঙ্খের ধ্বনি ব্যাপি দিগন্তর ;
মেঘের গর্জ্জন ভ্রমে পুর উপবনে
নাচিল উল্লাস ভরে ময়ূর-নিকর। ৯

সাজি স্বয়ম্বরবেশে চারু ইন্দুমতী
সুবর্ণ শিবিকা চাপি, মানব বাহনে,
আসিলা সে সভামাঝে ; শত রূপবতী
সখীবৃন্দ বেষ্টিয়াছে পরম যতনে। ১০

বিধাতার বর সৃষ্টি সে নারী রতনে
হেরিতে, সহস্র আঁখি পড়িল সেখানে ;
রাজগণ দেহমাত্র রহিল আসনে,
মন প্রাণ উড়ি গেল ইন্দুমতী পানে ! ১১

অতুল রূপের রাশি হেরি সে বামারে
প্রকাশিল প্রেম ভাব যত রাজগণ,
মাতিয়া মদন মদে, পাদপ নিকরে
প্রকাশে পল্লব শোভা বসন্তে যেমন।—১২

মৃণাল ধরিয়া করে এক মহীপাল,
ঘুরাইলা করস্থিত কেলির কমল,
ঘুরিল মণ্ডলাকারে অস্তু-রেণুজাল,
সুচঞ্চল পত্রাঘাতে এস্ত অলিদল। ১৩

স্কন্ধহতে নিপতিত কুসুমের হার
রতন কেয়ূর-স্পর্শী, উঠাইয়া করে.
সুবিলাসী এক রাজা পীন অংশোপরে,
নত করি চারু মুখ স্থাপিলা আবার। ১৪

নিক্ষেপিয়া অধপানে দৃষ্টি মনোহর,
হেমময় পাদপীঠে অন্য নৃপমণি

বক্র করি পদাঙ্গুলি লিখিলা সত্বর ;
বক্রভাবে নখপ্রভা ঝলিল অমনি ।" ১৫

বাম হস্তে ভর করি আসন উপর,
আলাপিছে মিত্রসনে এক নৃপবর,
বামাংস উন্নত তাই হয়েছে তাঁহার,
বিলুণ্ঠিত কটিতটে চারু কণ্ঠহার। ১৬

শ্বেতকেতকীর পত্র বিভ্রমে প্রিয়ার
শোভে কর্ণভূষারূপে, হেন পত্র দল
এক যুবা নখঅগ্রে করিল বিদার
কামিনী-নিতম্বদেশ পরশে কুশল। ১৭

আরক্ত কমলসম রেখাঙ্কিত করে
খেলা ছলে অন্য রাজা ফেলিলেন পাশা,
উজলি সে পাশা রত্ন অঙ্গুরী-প্রভায় ;
প্রকাশিলা বামা সনে খেলিবার আশা। ১৮

শোভিছে মুকুট এক নৃপতির শিরে,
তথাপি স্খলন ছল করি নরপতি
দিলা কর হীরাময় কিরীট উপরে,
ঝলিল অঙ্গুলি মাঝে হীরকের জ্যোতি ! ১৯

সুনন্দা নামেতে প্রতিহারিণী তখন
রাজগণ ইতিবৃত্ত বিদিত যাহার,
কুমারীরে লয়ে অগ্রে মগধ রাজার,
প্রগল্ভ পুরুষ প্রায় কহিল বচন। ২০

"পরন্তপ নাম এই মগধ ঈশ্বর,
অরিন্দম, মহাবীর, প্রকৃতি-গম্ভীর,
প্রজার রঞ্জন কার্য্যে রত নিরন্তর,
দীনের শরণ রাজা পরম সুধীর। ২১

"যদিও সহস্র রাজা আছেন ধরায়,
এই রাজা হ'তে ধরা হৈলা রাজন্বতী,
যদিও অগণ্য তারা শোভিত নিশায়,
কিন্তু নিশা পেয়ে শশী হন জ্যোতিষ্মতী। ২২

"বহু যজ্ঞ সাধি সদা মগধ ঈশ্বর
নিজাগারে বাসবেরে রাখে নিরন্তর,
ইন্দ্রের বিরহে স্বর্গে শচীর বদনে
বিমুক্ত অলক তাই মন্দার বিহনে।* ২৩

"ইচ্ছা যদি, দেও পাণি এই রাজবরে,
যাইবে কুসুমপুরে,† রমণী নিকরে
মহোৎসবে মাতি, বসি হর্ম্ম্য-বাতায়নে
জুড়াবে নয়ন তোমা হেরি, বরাননে।" ২৪

এরূপ কহিল যদি সুনন্দা সুন্দরী,
নমিলা মগধরাজে ভোজ-রাজবালা,
সদূর্ব্বা দুলিল করে মধুকের মালা ;‡
নীরবে সে স্থান হ'তে চলিলা কুমারী। ২৫

তথা হ'তে কুমারীরে অন্য রাজ পানে
লইলা সুনন্দা সখী মানসের নীরে
লয়ে যায় ঊর্ম্মিমালা পবন চালনে
পদ্ম হ'তে পদ্মান্তরে যথা মরালীরে। ২৬

কহিলা সুনন্দা "এই অঙ্গদেশপতি,
দেবাঙ্গনা বাঞ্ছে যাঁর এ নব যৌবন,
দমিল দেবর্ষি আসি যাঁর গজগণ,
ধরায় ইন্দ্রের পদ ভুঞ্জেন সুমতি। ২৭

"বধিলেন অঙ্গরাজ যবে শত্রুদলে,
কাঁদিল তাদের নারী ত্যজি মুক্তাহার
শোভিল অশ্রুর বিন্দু, যেন মুক্তাফলে
বিনা সূত্রে গাঁথা হার উরসে সবার! ২৮

---

* "ক্রীড়াং শরীর সংস্কারং সমাজোৎসব দর্শনং।
হাস্যং পরগৃহে যানং ত্যজেৎ প্রোষিত ভর্ত্তৃকা॥"

† কুসুমপুর—পাটলীপুত্র নগর।

‡ মধুক—মৌয়া ফুল স্বয়ম্বর-মালায় ব্যবহৃত হইত।
ইহা বসন্তকালে প্রস্ফুটিত হয়।

স্বভাবতঃ ভিন্নাশ্রয়া লক্ষ্মী, সরস্বতী,
কিন্তু মিলি অঙ্গনাথে বরিলা দুজনে ;
রূপে গুণে তাঁর যোগ্য তুমি, গুণবতি,
বরি তাঁরে, মিল রমা সরস্বতী সনে।" ২৯

অঙ্গরাজ হ'তে ধনী ফিরায়ে নয়ন
অন্যত্র যাইতে কহিলেন সুনন্দারে ;
রূপবান্ হেরি তবু না বরিলা তাঁরে,
কে না জানে ভিন্ন-রুচি মানুষের মন ? ৩০

সুনন্দার সঙ্গে তবে রাজার-নন্দিনী
অন্য নৃপতির কাছে করিলা গমন ;
অরিকুল দর্পহারী এই নৃপমণি
নবোদিত শশিকলা সমদরশন। ৩১

"মহাবাহু এ যুবক অবন্তী ঈশ্বর*
সুগোল সুতনু কটি, বক্ষ সুবিশাল,
বিশ্বকর্ম্মা-শাণচক্রে শাণিত ভাস্কর
যেন তেজে, শোভিছেন এই মহীপাল। ৩২

"রণভূমে যান যবে অবন্তী-রাজন্
অগ্রগামী-বাজি-রাজি-দ্রুতপদ ভরে
সমুত্থিত ধূলারাশি আবরে গগন,
সামন্ত নৃপতি-শিরোমণি-তেজ হরে। ৩৩

"মহাকাল নাম ধামে আছেন শঙ্কর
জ্বলে যাঁর ভালে শশী, শীতল কিরণে
উজলি অদূরে পুরী, তাই নৃপবর
অসিত পক্ষেও জ্যোৎস্না ভুঞ্জে নারী সনে। ৩৪

"ইচ্ছা তব হয় কি লো ইন্দুনিভাননে,
বিহরিতে প্রেমভরে এ যুবার সনে,
সিপ্রা তরঙ্গিণী তীরে উদ্যান মালায়
ঊর্ম্মি-স্পর্শ শীত বায়ু খেলিছে যথায় ? ৩৫

* অবন্তী—ইহার রাজধানী উজ্জয়িনী নগরী।

কোমলাঙ্গী কুমুদিনী সম ইন্দুমতী—
সূর্য্যতেজা এ রাজায় বরিবে কেমনে—
শোষে রিপুরূপপঙ্কে যেই মহামতি
প্রফুল্ল রাখেন পদ্মপ্রায় বন্ধুগণে। ৩৬

বিধাতার রম্য সৃষ্টি কনক-বরণী
তথা হ'তে গুণবতী করিলা গমন;
অনূপ দেশের ভূপে করি প্রদর্শন
কহিল সুনন্দা সখী মধুরভাষিণী। ৩৭

"কার্ত্তবীর্য্য নামে রাজা সুধন্য এ ভবে,
সংগ্রামে সহস্রবাহু করিত ধারণ,
অষ্টাদশ দ্বীপে যূপ করিয়া স্থাপন
করিলা অসংখ্য যাগ ত্রাসিয়া বাসবে। ৩৮

"কুকার্য্য কল্পনা প্রজা করিলে অন্তরে
দিব্য চক্ষে দেখি রাজা ধনুর্ব্বাণ করে
অমনি যাইয়া অগ্রে করিত বারণ
মনোমাঝে পাপবীজ করিয়া দলন। ৩৯

"তাঁর কারাগারে বদ্ধ মৌর্ব্বীর বন্ধনে
কাঁদিল বাসব-ত্রাস রাজা দশানন,
নিশ্চল বিংশতি হস্ত, শ্বাসিয়া সঘনে
দশ মুখে প্রাণ ভিক্ষা মাগিল রাবণ! ৪০

"জন্মিলা তাঁহার বংশে প্রতীপ সুমতি;
আশ্রয়ের দোষে লক্ষ্মী সতত চঞ্চলা—
একলঙ্ক কমলার খণ্ডিলা নৃপতি,
ইঁহার সদনে সদা ধনদা অচলা। ৪১

"অগ্নির সহায়ে চির বিজয়ী সমরে, *
বিমুখিলা বীরবর পদ্মপত্র প্রায়,
পরশুরামের সেই সুতীক্ষ্ণ কুঠারে
যাহে ক্ষত্র-কালরাত্রি আনিল ধরায়। ৪২

---

* ইঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী নীলনামক রাজা অগ্নিকে কন্যা দান করায়, অগ্নি তন্নগর আক্রমণকারী শত্রুকে দগ্ধ করিতেন।

"এ সুবাহু রাজবরে বর, বরাননে,
হেরিবে বসিয়ে যদি হর্ম্ম্য বাতায়নে
উর্ম্মিময় কাঞ্চীরূপা নর্ম্মদা তটিনী
মাহিষ্মতী নগরীর নিতম্ব-লম্বিনী।" ৪৩

প্রিয়-দরশন সেই অনুপ-ঈশ্বরে
না চাহিলা প্রেম-নেত্রে রাজার নন্দিনী,—
শরদে বারিদ-মুক্ত পূর্ণশশধরে
কভু কি প্রেমের চোকে হেরে কমলিনী? ৪৪

মথুরা দেশের রাজা সুষেণ নৃপতি*
আপন বিশুদ্ধ বংশে প্রদীপ যেমতি,
স্বর্গেও সুযশঃ যাঁর গাইছে অপ্সরে;
দেখায়ে সুনন্দা তাঁরে কহিল সুস্বরে। ৪৫

"নীপরাজবংশ-ভব এই নৃপবর,
জ্ঞান মৌন ক্ষমা শক্তি আদি গুণচয়
ত্যজিয়া বিরোধ-ভাব মিলি পরস্পর
ভূষিল এ রাজবরে, সর্ব্বগুণালয়—
সিংহ-গজ-আদি জীব শান্ত তপোবন
প্রবেশিলে, বৈরভাব ত্যজে লো যেমন। ৪৬

"শীতরশ্মি সম কান্তি নয়ন-রঞ্জন
শোভে তাঁর রূপরাশি আপন ভবন;
প্রখর প্রতাপ তাঁর নাশি রিপুচয়
অরি গৃহ করে শূন্য তৃণাঙ্কুরময়। ৪৭

"জলকেলি যবে রাজা করে যমুনায়,
নারীগণ স্তন লিপ্ত চন্দন ক্ষালনে
নীলজল শ্বেত তার হয় মথুরায়,
প্রয়াগ সঙ্গমে যথা জাহ্নবী মিলনে। ৪৮

"দিয়া তাঁরে শিরোমণি যমুনা জীবনে
কালিয় গরুড় ভয়ে পাইল আশ্রয়,

---

* শূরসেন প্রদেশের রাজধানী—মথুরা।

সে মণি উরসে তাঁর ঝলে তেজোময়,
বিনিন্দি মাধব-বক্ষে কৌস্তুভ রতনে। ৪৯

"বর এই যুববরে, ইন্দুনিভাননে,
কোমল পল্লবময় কুসুম শয়নে
ভুঞ্জিবে যৌবন-ধন মঞ্জু কুঞ্জবনে,
কুবের উদ্যান সম চারু বৃন্দাবনে। ৫০

"মনোহর গোবর্দ্ধন গিরির কন্দরে
বসিয়া শৈলেয়-গন্ধি আর্দ্র শিলাতলে
বরিষায়, হেরিবে লো ময়ূর নিকরে
নাচিছে হেরিয়া ঘন নীল নভস্থলে!" ৫১

আবর্ত্ত-শোভন-নাভি, অন্যের ভাবিনী*
চলিলা সুন্দরী ছাড়ি মথুরার নাথে;
পথবর্ত্তী শৈলে যথা রাখিয়া পশ্চাতে
যায় নদী মন্দগতি, সাগর-গামিনী। ৫২

হেমাঙ্গদ নামে রাজা কলিঙ্গের পতি
পরেন অঙ্গদ ভুজে শত্রু-দর্পহারী;
আসিলা সম্মুখে তাঁর চারু ইন্দুমতী
পূর্ণেন্দু বদনা, হেরি কহিল কিঙ্করী। ৫৩

"মহেন্দ্র পর্ব্বত সম বলী এ রাজন্,
শাসেন জলধি আর মহেন্দ্র ভূধর,
সেনা অগ্রে চলে তাঁর সহস্র কুঞ্জর
সচল মহেন্দ্রাচল সম দরশন। ৫৪

"শত্রুর বিজয়লক্ষ্মী জিনিয়া সমরে
ধনুর্দ্ধর, ভুজে তুলি ল'য়েছিলা বলে;

---

* যিনি শীঘ্রই অন্যবর নির্ব্বাচন করিবেন। সাগরাভিমুখী নদীর ন্যায় ইন্দুমতী তাঁহার বরণীয় স্বামীর উদ্দেশে গমন করিতেছেন। নদীর ঘূর্ণিজলের সহিত তাঁহার নাভির তুলনা।

লক্ষ্মীর সাঞ্জন অশ্রু পড়ি ভুজোপরে
অঙ্কিল শ্যামল রেখা মৌর্ব্বী চিহ্ন ছলে।* ৫৫

হর্ম্ম্যোপরি সুপ্ত যবে কলিঙ্গ ঈশ্বর
অদূরে তরঙ্গ রঙ্গে পূরব সাগর
আসিয়া গবাক্ষ পাশে বৈতালিক প্রায়
গম্ভীর নিনাদে তাঁরে নিয়ত জাগায়। ৫৬

"কর কেলি, রাজবালা, এ রাজার সনে
নীরনিধি-তীরে ঘন তালবন মাঝে
দূর দ্বীপ হ'তে বহি লবঙ্গ প্রসূনো
পবন জুড়াবে স্বেদ ও মুখ-সরোজে!" ৫৭

সখীর প্রলোভ বাক্য শুনি সুবদনী
অন্যত্র চলিলা ছাড়ি কলিঙ্গের পতি,
গ্রহ দোষে দোষী জনে ত্যজিয়া যেমতি
চলেন সুভগা লক্ষ্মী গুণ-বিলাসিনী। ৫৮

দেবাকৃতি মহাবীর নাগপুরেশ্বরে
দেখাইয়া দৌবারিকা কহিল তখন
সম্ভাষিয়া সুন্দরীরে ;—"কর বিলোকন
চকোরাক্ষী রাজবালা, এই রাজবরে। ৫৯

"এই পাণ্ড্য, কণ্ঠে যাঁর মুকুতার হার
সুলোহিত চন্দনে চর্চ্চিত কলেবর,
যেমতি অরুণ রাগে রঞ্জিত ভূধর,
নির্ঝর-প্রবাহ গলে শোভার আধার! ৬০

---

* ধনুর্গুণের ঘর্ষণে রাজার দ্বিবাহুতে যে কাল দাগ (কড়া) পড়িয়াছে, তাহা যেন লক্ষ্মীর কজ্জলময় অশ্রু চিহ্ন। তাঁহার ধনুর্ব্বিদ্যার কৌশলে শত্রুর পরাভব অবধারিত ছিল।

† ইংলণ্ডীয় কবি মিল্টনেও এরূপ ভাব পাওয়া যায় যথা; "As when to them, who sail
Beyond the Cape of Hope * * *
* * * off at sea, north east winds blow
Sabean odors from the spicy shore
Of Araby the Blest". Par. Lost. B. IV.

"অশ্বমেধ অন্তে স্নান করিলে রাজন্
অগস্ত্য সুস্নান তাঁর জিজ্ঞাসে আদরে,
বিন্ধ্যের গৌরব যিনি করিলা খণ্ডন*
পান করি উগরিলা পুন বারিধিরে। ৬১

"শিব হ'তে মহা অস্ত্র লভিলা রাজন্;
জনস্থান-আক্রমণ-ভয়ে লঙ্কেশ্বর
এই রাজা সহ সন্ধি করিয়া স্থাপন
গিয়াছিল জিনিবারে দেব পুরন্দর। ৬২

"বিধি মতে পাণি দান কর এ রাজায়
দাক্ষিণাত্য মহাকুলে জনম যাঁহার;
সরত্ন অর্ণব-কাঞ্চী বসুধার প্রায়
হইবে সপত্নী তুমি দক্ষিণা দিশার। ৬৩

"বিহরিবে নিরন্তর মলয় অঞ্চলে
আবৃত তমাল পত্রে যথা কুঞ্জবন,
বেষ্টিছে তাম্বুল লতা পূগ তরুদলে,
আলিঙ্গিছে এলা-লতা সুরভি চন্দন। ৬৪

"নীলোৎপল-নীলতনু এই নৃপমণি,
গো-রোচনা সম গৌর বরণ তোমার,
উভয় মিলনে শোভা বাড়িবে অপার—
শোভিবে মেঘের কোলে যেন সৌদামিনী!" ৬৫

ভোজের ভগিনী ইন্দুমতীর হৃদয়ে
না পশিল সুনন্দার বচন মধুর;
পশে কি সুধাংশু অংশু নিশীথ সময়ে
মুদিত কমলে, রবি-বিরহ-বিধুর? ৬৬

যে যে রাজগণে ছাড়ি চলিলা যুবতী
ডুবিল তাঁদের মুখ দুখের আঁধারে;

---

* "অগস্ত্যোদক্ষিণা মাশা মাশ্রিত্য নভসি স্থিতঃ
বরুণস্যাত্মজো যোগী বিন্ধ্য বাতাপি মর্দ্দনঃ।"
ব্রহ্ম পুরাণ।

রাজপথে দীপ শিখা নিশীথে যেমতি
গেলে চলি, হর্ম্ম্যরাজি ডুবে অন্ধকারে! ৬৭

নিকটে আইল বালা; রঘুর নন্দন
বরে কি না বরে তাঁরে ভাবিয়া আকুল;
কাঁপিল দক্ষিণ ভুজে কেয়ূর বন্ধন,
ঈষৎ ফুটিল তাহে আশার মুকুল। ৬৮

সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর হেরি রঘুর কুমার
দাঁড়াইলা রাজবালা, না চলিলা আর;—
মঞ্জরিত সহকারে পাইলে যেমতি
না যায় অপর বৃক্ষে ভ্রমরের পাঁতি। ৬৯

অজে নিবেশিত মতি রাজার নন্দিনী
শরদিন্দু নিভাননা, হেরিয়া আদরে
বচন-কুশলা ধনী মধুর-ভাষিণী
বিস্তারি সুনন্দা সখী কহিল তাঁহারে। ৭০

"ককুৎস্থ নামেতে রাজা রাজকুলমণি
জন্মিয়া ইক্ষ্বাকুবংশে শাসিলা ধরণী,
কাকুৎস্থ মহতী খ্যাতি ইহারি কারণ
ধরেন কোশলেশ্বর নরপতিগণ। ৭১

"দেবাসুর যুদ্ধে শিবরূপে নৃপবর
বৃষরূপী বাসবের ককুদ উপর
বসি বাণে দৈত্যগণে করিলা নিধন;
দৈত্য নারী ত্যজে মুখে পত্রক-রচন।* ৭২

স্বমূর্ত্তি ধরিলে ইন্দ্র, পুন তাঁর সনে
বসিলা ককুৎস্থ, সুর-গজ আস্ফালনে
শিথিল ইন্দ্রের ভুজে কেয়ূর বন্ধন,
রাজার কেয়ূরে লাগি বাজিল যখন। ৭৩

---

* বৈধব্য বশতঃ। পত্রক রচনা—চন্দনাদি দ্বারা কপোলাদি ভূষিত করা।

"ককুৎস্থের কুলে জন্ম করিলা গ্রহণ
সুযশা কুলের দীপ দিলীপ নৃপতি,
ইন্দ্রের ঈর্ষায় ক্ষান্ত হইলা সুমতি
ঊনশত যজ্ঞমাত্র করি সমাপন। ৭৪

"সুদূর বিহার স্থানে গমন সময়ে
নর্ত্তকী শুইলে পথে রাজত্বে তাঁহার
অঙ্গের বসন বায়ু না উড়াত ভয়ে;
হরিতে প্রসারে কর সাহস কাহার? ৭৫

"তাঁর পুত্র রঘু এবে রাজ্য অধিকারী
বিশ্বজিৎ যজ্ঞ যিনি করিয়া সাধন,
দিগন্ত অর্জ্জিত নিজ ঐশ্বর্য্য বিতরি
রাখিলা মৃণ্ময়-পাত্র একমাত্র ধন! ৭৬

"বারিধির গর্ভে আর ভূধর শিখরে
সুরলোকে, নাগলোকে অতল পাতালে
ব্যাপ্ত তাঁর যশোরাশি; বিশ্ব চরাচরে
কার সাধ্য সীমা করে সেই যশোজালে? ৭৭

"তাঁহার তনুজ এই অজ বীরবর,
ইন্দ্রের জয়ন্তে জিনি রূপে মনোহর;
পিতৃসহ সমভাবে বহেন কুমার
এ নব বয়সে গুরু পৃথিবীর ভার। ৭৮

"রূপে, গুণে, কুলে, শীলে, নবীন যৌবনে
তব তুল্য এ কুমার, ওলো বরাননে;
বর তাঁরে, নিরখিয়া জুড়াবে নয়ন
রতনে কাঞ্চনে আহা হউক মিলন!" ৭৯

শুনিয়া সখীর এই মধুমাখা বাণী
সম্বরি নবীন লাজ রাজার নন্দিনী
সপ্রেম প্রসন্ন নেত্রে হেরিলা কুমারে,
দৃষ্টিযোগে মাল্য যেন দিলেন তাঁহারে। ৮০

যুবক অজের প্রতি নব অভিলাষ
ফুটিয়া বলিতে লাজে নারিল কুমারী;

তাই যেন অনুরাগ হইল প্রকাশ,
রোমাঞ্চ রূপেতে তনু শরীর বিদারি। ৮১

যুবতীর হেন ভাব করি দরশন
পরিহাস ছলে সখী কহিল তখন—
"চল ধনি, অন্য দিকে দেখ রাজগণে ;"
রোষে বালা হেরে তারে কুটিল নয়নে। ৮২

নব অনুরাগ ভরে মাতি রাজবালা
সখী হস্তে অজ গলে করিলা অর্পণ
মূর্ত্তিমান্ প্রেমরূপ স্বয়ম্বর মালা,
রঞ্জিত মঙ্গল দ্রব্যে মানস মোহন। ৮৩

মঙ্গল কুসুমচয়ে রচিত সে মালা
ঝুলিল যুবক-বর-বিশাল-উরসে ;
অজের হইল মনে যেন রাজবালা
বাঁধিলেন কণ্ঠ তাঁর চারু ভুজপাশে। ৮৪

তুল্যরূপ উভয়ের হেরিয়া মিলন
একবাক্যে প্রশংসিল পুরবাসিগণ—
"মিলিল কৌমুদী মেঘ-মুক্ত শশী সনে"
"সমাগতা ভাগীরথী সাগর সদনে!"—
উঠিল সভায় হেন আনন্দের ধ্বনি
শুনিয়া ব্যথিত চিত্ত যত নৃপমণি। ৮৫

এক দিকে বর পক্ষ প্রফুল্ল সভায়
অন্য দিকে রাজবৃন্দ বিষণ্ণ হৃদয়,
ফুটিলে কমল যথা সরসে উষায়
বিষাদে মুদিত আঁখি কুমুদ-নিচয়! ৮৬

ইতি কালিদাস কৃত রঘুবংশের বঙ্গানুবাদে
স্বয়ম্বর বর্ণন নামক ষষ্ঠ সর্গ।

সপ্তম সর্গ।

যোগ্যবরে বরিলেন চারু ইন্দুমতী,
দেবসেনা যেন আহা বরিল কুমারে !
ভগিনীরে সঙ্গে লয়ে ভোজ নরপতি
চলিলেন পুরমুখে আনন্দ অন্তরে। ১

চলি গেল রাজগণ শিবিরে আপন,
প্রভাত নক্ষত্র প্রায় মলিনবদন,
না পাইয়া ইন্দুমতী রমণীরতনে
ক্ষোভে নিন্দি নিজ রূপ বসন ভূষণে। ২

অজের সৌভাগ্যে তারা ব্যথিত ঈর্ষায়,
রহিল সম্বরি রোষ সে মহাসভায় ;
ইন্দ্রাণীর অধিষ্ঠান স্বয়ম্বরস্থলে,
বিঘ্নঘটাইতে, পারে কে আছে ভূতলে ? ৩

কুসুমবিকীর্ণ পথে শোভিছে তোরণ
ইন্দ্র-ধনু-সমদীপ্ত ; ধ্বজ অগণন
নিবারিছে রবিকর ; হেন রাজপথে
চলিলা হরষে অজ নববধূ সাথে। ৪

স্বর্ণবাতায়ন মুখে প্রাসাদ উপরে
ছুটিল কৌতুকভরে পুরনারীগণ :
আকুল হেরিতে বরে সবাকার মন,
ত্যজি নিজ নিজ কার্য্য চলিল সত্বরে। ৫

ধাইল গবাক্ষপানে কোন রূপবতী,
বিলম্ব না সহে বামা বাঁধিতে কবরী,
সম্বরিছে করে মুক্ত অলকলহরী,
ঝরিল কেশের ফুল না জানে যুবতী। ৬

রঞ্জিকার কর হ'তে আকর্ষি চরণ, *
ত্যজি লীলাগতি কেহ ধায় বাতায়নে,
গবাক্ষ অবধি পথ করিল শোভন
পদচিহ্নে, বামা, দ্রব-অলক্ত-রঞ্জনে। ৭

---

* অলক্তত্রী ইহার পদ অলক্তে রঞ্জিত করিতেছিল।

গবাক্ষে আইল এক মৃগাক্ষী যুবতী
অঞ্জন তুলিকা করে, অতি দ্রুতগতি ;
পরেছে অঞ্জনরেখা দক্ষিণ নয়নে,
ভুলিয়াছে বাম নেত্র রঞ্জিতে অঞ্জনে। ৮

গবাক্ষে প্রেরিল দৃষ্টি কোন রূপবতী,
কটির বসন তার খসিল গমনে ;
বাম করে সেই বস্ত্র ধরেছে যুবতী
উজলিয়া নাভি হেম-কঙ্কণ-কিরণে। ৯

বাতায়নে ধায় বেগে অন্য বরাননা,
অর্দ্ধেক হয়েছে গাঁথা চারু রত্নহার,
পদে পদে রত্নচয় ঝরিছে তাহার,
সূত্রমাত্র আছে করে না জানে ললনা। ১০

কৌতূহল-ফুল্ল হেন বামা মুখদল
শোভিল গবাক্ষে, যেন বিকচ কমল ;
আসবসৌরভ যেন পরিমল তায়,
চঞ্চল সুনীল নেত্র অলিদল প্রায় ! ১১

সতৃষ্ণ বিশাল নেত্রে অবলানিকর
অজরূপ-রস যেন করিতেছে পান ;
শ্রুতি আদি ইহাদের ইন্দ্রিয় নিকর
নিজ বৃত্তি ভুলি হ'ল নেত্রে অধিষ্ঠান। ১২

"পরোক্ষে অনেক রাজা বাঞ্ছিল বালায়,
স্বয়ম্বরা হৈল বামা নিরাশি সবায় ;
লক্ষ্মীরূপা ইন্দুমতী তাই শুভক্ষণে
লভিল কেশবোপম পুরুষ-রতনে। ১৩

"অতুল রূপের রাশি এই দুই জন
আসি না মিলিলে হেন অপূর্ব্ব মিলনে,
বৃথা হ'ত বিধাতার সৃজন যতন ;
যতনে গড়িলা বিধি যুগল রতনে ! ১৪

"ধরায় জন্মিল আসি রতি রতিপতি,
সহস্র রাজার মাঝে তাই ইন্দুমতী

চিনিল আপন পতি ; মানুষের মন
বুঝে রুচিবশে পূর্ব্ব জন্মের মিলন।”—১৫
পৌরবধূমুখে হেন মধুর বচন
শুনি জুড়াইল পথে অজের শ্রবণ,
উতরিলা রঘুসুত ভোজের আগার
সজ্জিত মঙ্গল সাজে, শোভার আধার। ১৬
কামরূপ-রাজকর করিয়া ধারণ,
করিণী হইতে অজ নামিলা হরষে ;
অন্তর অঙ্গন মাঝে, ভোজের আদেশে
প্রবেশিলা, অঙ্গনার অন্তরে যেমন। ১৭
মধুপর্ক রত্ন অর্ঘ্য দুকূল বসন
দিলেন বিদর্ভরাজ, রতন আসনে
বসিয়া গ্রহিলা তাহা রঘুর নন্দন ;
অপাঙ্গে হেরিছে তারে কুলাঙ্গনাগণে। ১৮
ধবল দুকূলবাসে শোভিত কুমারে
বধূর সমীপে অন্তঃপুর-রক্ষিগণ
লয়ে গেল, লয় যথা শশাঙ্ক কিরণ *
বেলার সমীপে ফেন-ধবল সাগরে! ১৯
অগ্নিতেজা সুপূজিত ভোজ পুরোহিত
হোমদানে হুতাশনে করিলা সম্প্রীত ;
বিবাহের সাক্ষী করি দেব হুতাশনে,
বাঁধিলেন পরিণয় বন্ধনে দুজনে। ২০
বধূর কোমল কর ধরি নিজ করে,
লভিলা অপূর্ব্ব শোভা রঘুর কুমার ;
সহকার তরু যেন সুপল্লব করে
ধরিল পল্লবকর অশোক লতার। ২১
রোমাঞ্চিত অজবাহু হইল তখন,
তিতিল স্বেদের নীরে অঙ্গুলী বালার ;
পাণি সমাগমে যেন শরীরে দোহার
সমভাবে সঞ্চারিত হইল মদন। ২২

* চন্দ্রোদয়ে সমুদ্র স্ফীত হইয়া বেলার (তটের) দিকে গমন করে ; তাহাতেই জোয়ার হয়।

পরস্পরে দেখিবারে লোলুপ নয়নে
অপাঙ্গ-দর্শনে চাহে এ উহার পানে,
কটাক্ষ মিলন মাত্র নয়ন ফিরায়,
সঙ্কুচিত মনোহর লাজ যন্ত্রণায়। ২৩

পরস্পর কর ধরি অজ ইন্দুমতী
করিলেন প্রদক্ষিণ দীপ্ত বৈশ্বানর,
সুমেরুর চারিদিকে ঘুরেন যেমতি
নিশা সনে দিনমান যুক্ত পরস্পর। ২৪

সলজ্জা চকোর-নেত্রা রাজার নন্দিনী
বিপুল নিতম্ব ভরে মন্থরগামিনী,
নিক্ষেপিলা লাজরাশি দীপ্ত হুতাশনে,
পদ্মযোনি সম কুলগুরুর বচনে। ২৫

হোম লাজ শমীপত্র জ্বলি একাকার,
উঠিতেছে ধূম, গন্ধে আমোদি আগারে,
পরশি সে ধূমশিখা কপোলে বালার
কর্ণোৎপল রূপে শোভে মুহূর্ত্তের তরে। ২৬

সে মঙ্গল ধূম বালা করিলা গ্রহণ,
আরক্ত কপোল তাঁর ধূম পরশনে,
নয়ন আকুল অশ্রু-মিশ্রিত অঞ্জনে,
কর্ণমূলে যবাঙ্কুর মলিন বরণ। ২৭

বসিলা কনকাসনে অজ ইন্দুমতী,
স্নাতক স্বজন সনে ভোজ নরপতি
পতিপুত্রবতী আর রমণী নিকর
বরষিলা আর্দ্রাক্ষত দোঁহার উপর। ২৮

এরূপে অতুলধন ভোজকুলেশ্বর
সমাপিয়া ভগিনীর শুভ পরিণয়,
নিয়োজিলা সুনিপুণ অনুচরচয়
পূজিবারে সমাগত নৃপতি নিকর। ২৯

উপহার ছলে পূজা করি প্রত্যর্পণ
চলিল নৃপতিকুল সম্ভাষি ভোজেরে,

বাহিরে হরষ হাসি, অসূয়া অন্তরে,
শান্তহ্রদ-হ্রদে গুপ্ত কুম্ভীর যেমন। ৩০

মন্ত্রণা করিয়া পূর্ব্বে নরপতিগণ
রোধিয়া অজের পথ রহিল সদলে,
ইন্দুমতী লয়ে অজ যাবেন যখন
রমণী রতনে তাঁর হরিবেক বলে। ৩১

সমাপি বিবাহবিধি ভোজ নৃপমণি
বিপুল যৌতুক দানে, পরম যতনে
পাঠাইলা নিজপুরে রঘুর নন্দনে,
বহু দূর সঙ্গে তাঁর গেলেন আপনি। ৩২

তিন রাত্রি পথিমধ্যে যাপি অজ সনে
ফিরিলা ছাড়িয়া তাঁরে ভোজ নরপতি,
ভানুর মিলন ছাড়ি স্বপথে যেমতি
ফিরে শশী অমাবসী নিশা অবসানে। ৩৩

অজ-পিতা রঘুরাজ জিনি রাজদলে
লয়েছিলা ধনরাশি দিগ্বিজয় কালে,
তাই পূর্ব্ব হতে ক্রুদ্ধ ভূমিপালগণ
মিলে তাঁর পুত্র-বধূ করিতে হরণ। ৩৪

ইন্দুমতী লয়ে অজ চলিলা যখন,
রোধিলা তাঁহারে পথে যত নরপতি ;
বলির সম্পদ-লক্ষ্মী লয়ে নারায়ণ
যান যবে, রোধে তাঁরে প্রহ্লাদ যেমতি। ৩৫

আদেশিয়া সচিবে রক্ষিতে রমণীরে
যুঝিতে পশিলা অজ রাজসেনা মাঝে,
নদরাজ শোণ যথা সাজি ঊর্ম্মি সাজে
রণরঙ্গে পশে স্তুর তরঙ্গিণী-নীরে। ৩৬

রথে রথে উভ সেনা করে সম রণ,
যুঝিছে পদাতিগণ পদাতির সনে,
গজবাহ সহ যুঝে গজবাহগণ,
অশ্বারোহী আক্রমিল অশ্বারোহিগণে। ৩৭

বাজিছে সমরবাদ্য ঘোর কোলাহলে,
কার সাধ্য বাক্য তাহে করিবে শ্রবণ,
না গেয়ে কুলের কীর্ত্তি তাই বীরদলে
বাণাক্ষরে নাম মাত্র করিছে জ্ঞাপন। ৩৮

হয়-পদভরে ধূলা উঠিছে অম্বরে,
হ'য়ে ঘনীভূত রথ-চক্রের পেষণে,
উড়ি যায় দূরে গজ-কর্ণের তাড়নে,
চন্দ্রাতপ রূপে শেষে আবরে ভাস্করে। ৩৯

মৎস্যাকার ধ্বজরাজি বিদীর্ণ পবনে
সেই ছিদ্রমুখে ধূলা করিতেছে পান,
যথা মৎস্য করে পান হ'য়ে ভাসমান
পঙ্কিল সলিল নব বরিষা-প্লাবনে। ৪০

সেনানীর নাম শুনি বুঝে সেনাগণে,
স্বপক্ষ বিপক্ষ কে বা, ধূলার আঁধারে;
জানা যায় রথরাজি চক্রের নিস্বনে,
গলায় ঘন্টার রবে জানিছে কুঞ্জরে। ৪১

বাণাঘাতে কতশত বীর ক্ষত-কায়,
পড়ে কত অশ্ব গজ; রুধিরের ধার
শোভাপায় রণভূমে বালারুণ প্রায়,
ভেদি যেন ধূলাময় ঘোর অন্ধকার। ৪২

ভূতলে নির্ম্মূল ধূলা রুধির-ধারায়,
উপরের ধূলারাশি উড়ে বায়ুভরে
রক্তোপরি; আরক্তিম অঙ্গার উপরে
নির্ব্বাণ অনলধূম যেমতি খেলায়। ৪৩

বাণাঘাতে পড়ে রথী, সারথি তখন
ফিরাইছে রথ; রথী পাইয়া চেতন
নিন্দি সারথিরে ফিরে মহাক্রোধভরে,
ধ্বজদৃষ্টে চিনি শত্রু প্রহারিছে তারে। ৪৪

আকর্ণ টানিয়া বাণ ছাড়ে বীরগণ,
অর্দ্ধ পথে কাটে তাহা বিপক্ষের শরে,

ফলা সহ পূর্ব্বভাগ পড়ে বেগভরে
শত্রু'পরে, (দ্বিখণ্ডিত ভুজঙ্গ যেমন)। ৪৫

সুশাণিত চক্রাঘাতে কাটে কোন বীর
গজপৃষ্ঠোপরি অরি নিষাদীর শির,
নখে আকর্ষিছে কেশ শ্যেন পক্ষিবর,
তাই শির বিলম্বে পড়িছে ধরা'পর। ৪৬

অস্ত্রাঘাতে অচেতন হ'য়ে কোন জন
পড়িল অশ্বের পৃষ্ঠে, দেখি শত্রু তার
না করিল পুন তারে অসির প্রহার,
অপেক্ষিল কতক্ষণে লভিবে চেতন। ৪৭

তনুত্যাগে অকাতর বর্ম্মধারিদল
নাশে শত্রু নিষ্কোষিত অসির প্রহারে,
গজদন্তে লাগি অসি উগরে অনল,
নিবে তাহা জলবর্ষী শুণ্ডের ফুৎকারে। ৪৮

শমনের পানভূমি যেন রণস্থল,
সুরার প্রবাহরূপে বহিছে রুধির,
পানপাত্র ভূপতিত শিরস্ত্র সকল,
ফলরাশি প্রায় শোভে ছিন্ন নর-শির। ৪৯

কোথাও শবের ভুজ চিরিছে শকুনী,
কাড়িয়া লইল তাহা শৃগালী অমনি
মাংস লোভে, কিন্তু পুন ফেলিয়া পলায়,
সুবর্ণ অঙ্গদ-কোটি ফুটেছে গলায়। ৫০

অসিঘাতে ছিন্নশির সম্মুখ সমরে
দেবত্ব লভিয়া কেহ উঠিছে অম্বরে
লয়ে বামে সুরাঙ্গনা, করিছে দর্শন
নাচে সদ্যঃ শিরশূন্য শরীর আপন। ৫১

আপনি চালায়ে রথ যুঝে দুই রথী,
হইয়াছে উভয়ের সারথি নিধন,
পড়িল দোহার অশ্ব, ভূতলে তখন
নামিয়া লইল গদা দোহে দ্রুতগতি;

ভাঙ্গিল দোহার গদা আঘাতে ভীষণ,
বাহু যুদ্ধ করি শেষে মরিল দুজন। ৫২

দুই বীর পরস্পরে করিছে প্রহার,
যুগপৎ দুইজন পড়িল সমরে ;
দেবত্ব লভিয়া এক অপসরার তরে
আরম্ভিল ঘোর রণ দুজনে আবার। ৫৩

আগে পাছে যবে বায়ু বহে পারাবারে
ক্ষণে উঠে ক্ষণে পড়ে তরঙ্গ যেমতি,
উভ সেনা পরস্পর যুঝিছে তেমতি,
কভু জয় কভু ভঙ্গ হইল সমরে। ৫৪

পলাইল অজ-সৈন্য ধূমরাশি প্রায়,
মহাতেজা অজ একা রোষে শত্রুগণে
আক্রমিলা, যথা অগ্নি না ছাড়ে ইন্ধনে
যবে তার ধূমপুঞ্জ পবনে তাড়ায়। ৫৫

উথলিল যবে সিন্ধু প্রলয়ের কালে
রোষভরে গ্রাসিবারে বিশ্ব চরাচরে,
বরাহ রূপেতে হরি নিবারিলা তারে ;
একা অজ রাজ-ব্রজে তেমতি নিবারে,
কবচে আবৃত তনু, ভীম ধনু করে,
সুরথী, নিষঙ্গ অঙ্গে পূর্ণ শরজালে। ৫৬

অবিরত অজ বীর বরষিছে শর,
বদ্ধ যেন তূণমুখে বামেতরকর,
আকর্ণ আকৃষ্ট যেন ধনুর্গুণ তাঁর
প্রসবিছে শরজাল অগ্নি অবতার। ৫৭

শত শত শত্রুশির ভূপতিত রণে,
ঊর্দ্ধরেখা এখনো ভ্রূকুটি ভয়ঙ্কর,
দশন কামড়ে রোষে রক্ত ওষ্ঠাধর,
হুঙ্কার লাগিয়া যেন রয়েছে বদনে ! ৫৮

রুষিয়া নৃপতিবৃন্দ চতুরঙ্গদলে,
প্রাণপণে আক্রমিল অজ মহাবলে,

চারিদিকে নানা অস্ত্র করিল ক্ষেপণ,
সম্বরিলা একা রণে রঘুর নন্দন। ৫৯

আচ্ছন্ন অজের রথ শত্রু-শরজালে,
কেবল ধ্বজের অগ্র হয় দরশন,
তুষারে উষার মুখ ঢাকিলে যেমন
রবিচ্ছবি ঈষৎ প্রকাশে তার ভালে। ৬০

মদনমোহন রূপে রঘুর সন্ততি
সম্মোহন মহা অস্ত্র করিলা ক্ষেপণ,
প্রিয়ম্বদ হ'তে যাহা পাইলা সুমতি,
যাহে নিদ্রাবশে শত্রু হয় অচেতন। ৬১

সে বাণ আঘাতে সেনা সহ রাজগণ
ধ্বজস্তম্ভে পড়ে ঢলি, নিদ্রায় কাতর,
কিরীট পড়িল খসি স্কন্ধের উপর,
নাহি শক্তি আকর্ষিতে করে শরাসন। ৬২

যে মুখ-অধর-সুধা ভুঞ্জে ইন্দুমতী
সে মুখে ধবল শঙ্খ ধরিয়া হরষে,
বাজাইলা অজ বীর বিজয় নির্ঘোষে,
যেন শুভ্র যশ পান করিলা সুমতি। ৬৩

পলায়িত অজ-সেনা ফিরে পুনরায়
পরিচিত শঙ্খনাদে, হেরিল কুমারে
শোভিছেন নিদ্রাগত শত্রুর মাঝারে,
সুপ্তশতদল মাঝে শশিবিম্ব প্রায়। ৬৪

"যশ তব রঘুসুত করিল হরণ,
কিন্তু কৃপা করি তব রাখিল জীবন,"
লিখিলা এরূপ অজ শোণিত অক্ষরে
বাণমুখে, রাজগণ-ধ্বজের উপরে। ৬৫

ত্রাসিতা প্রিয়ার পাশে রঘুর তনয়,
আসিলা, শিথিল কেশ, ভীম ধনু করে,
শোভিছে ললাট-দেশে স্বেদবিন্দুচয়;
নামায়ে কিরীট, বীর কহিলা সুস্বরে।—৬৬

"অচেতন রণভূমে, অয়ি বরাননে,
দেখ ওই রাজদল, পারে শিশুগণ
হরিতে তাদের অস্ত্র ; তোমা হেন ধনে
চাহিল হরিতে তারা করি হেন রণ।" ৬৭

রিপুকৃত ত্রাস সদ্য ছুটিল তখন,
প্রকাশিল কামিনীর সুচারু বদন,
দর্পণে নিশ্বাস-বাষ্প শুকালে যেমতি
প্রকাশে মুকুর নিজ সুবিমল ভাতি। ৬৮

পতি-বাক্যে উল্লাসিত বালার অন্তর,
কিন্তু লাজে নিজে কিছু না দিয়ে উত্তর
সখীমুখে প্রাণনাথে বাখানে যুবতী,
নবাম্বু-বর্ষণসুখে মাতি বসুমতী
ময়ূরের কেকা-রবে, নবজলধরে
প্রশংসে যেমতি, আহা প্রেমরসভরে ! ৬৯

সমর-বিজয়-লক্ষ্মী রূপে ভোজবালা
রথ-অশ্ব-ধূলাপুঞ্জে ধূসর-কুন্তলা,
লয়ে তাঁরে গেলা চলি রঘুর নন্দন,
যেন পদে শত্রুশির করিয়া দলন। ৭০

জয়বার্ত্তা শুনি রঘু আনন্দে মগন
বধূসহ পুত্রবরে গ্রহিলা আদরে,
অজহস্তে যথাকালে রাখি পরিজন
উৎসুক হইলা রঘু মুকতির তরে ;
যোগ্য পুত্রে সমর্পিয়া পৃথিবীর ভার
সূর্য্যকুল-রাজকুল ত্যজেন সংসার। ৭১

ইতি কালিদাস কৃত রঘুবংশের বঙ্গানুবাদে
অজপাণিগ্রহণ নামক সপ্তম সর্গ।

অষ্টম সর্গ।

ললিত বিবাহ-সূত্র রাঘবের করে,
রঘুর আদেশে পুন এহেন কুমারে
অপরা রমণীরূপে বরিল আদরে
বসুধা, (ভূষিতা রত্নাকর-চন্দ্রহারে)। ১

রাজত্ব লভিতে কত রাজপুত্রগণ
পিতৃহত্যা মহাপাপ করে আচরণ ;
হেন রাজপদ অজ নিস্পৃহ অন্তরে
গ্রহিলা, পিতার আজ্ঞা পালনের তরে ।

অজ সহ অভিষিক্তা হ'ল বসুমতী,
দিলা অভিষেক জল বশিষ্ঠ আপনি ;
সুখের উৎসবে তাই মাতিল ধরণী,
কৃতার্থ হইল যেন পেয়ে হেন পতি । ৩

অথর্ব্বের মন্ত্রে গুরু করিলা সাধন
রাজ্য অভিষেক ক্রিয়া, ব্রহ্মতেজ সনে
মিলিল ক্ষত্রিয় তেজ, ত্রাসি শত্রুগণে
অনলের সহ যেন মিলিল পবন । ৪

রঘু যেন পুনরায় লভিয়া যৌবন
অজরূপে হৈলা রাজা, হেরে প্রজাগণ ;
রঘুর রাজশ্রী সহ সর্ব্বগুণচয়
নব রাজ অজরাজে করিল আশ্রয় । ৫

রঘুর সাম্রাজ্যলক্ষ্মী রাঘবের সনে
মিলি অপরূপ শোভা করিল ধারণ,
শোভিল অজের তথা নবীন যৌবন
বিনয়গুণের সহ সুচারু মিলনে । ৬

সুরসিক অজ বীর পরম যতনে
ভুঞ্জিলা সদয়ে অতি নবোঢ়া ধরায়,
কে না জানে নববধূ কুসুমের প্রায়
অকালে শুকায় হায় রুক্ষ আচরণে ? ৭

সকল প্রজায় রাজা করেন আদর,
রাজপ্রিয় সকলেই ভাবিছে আপনে ;
আসে শত নদ নদী সিন্ধুর সদনে,
সম সমাদরে সবে তোষেন সাগর। ৮

অতি মৃদু অতি তীক্ষ্ণ নহেন নৃপতি,
মধুর মধ্যম ভাব করিয়া ধারণ
শাসিলেন রাজগণে, মলয়পবন
না উপাড়ি তরুরাজি, নোয়ায় যেমতি। ৯

প্রজা অনুরাগ'পরে রাজ সিংহাসন
সংস্থাপিলা অজ রাজ নির্ম্মল হৃদয় ;
হেরিয়া হরষে রঘু দিলা বিসর্জ্জন
অনিত্য পার্থিব আর স্বর্গীয় বিষয়। ১০

কে না জানে সূর্য্যবংশ নৃপতি নিকর
গুণবান্ তনয়েরে দিয়ে রাজ্যধন,
বার্দ্ধক্যে সন্ন্যাসধর্ম্ম করেন গ্রহণ
পরিয়া বল্কল, মুক্তি সাধন তৎপর ? ১১

অরণ্যে-গমনোন্মুখ হেরিয়া পিতারে,
রতন মুকুট শিরে, প্রণমি চরণে
নিবেদিলা অজ রাজ সজল নয়নে,—
'কি দোষে এ দাসে পিতঃ চাহ ত্যজিবারে ?' ১২

অপত্য-বৎসল রঘু দ্রবিলা অন্তরে,
না গেলা গহন বনে ছাড়ি পুত্রবরে,
না লইলা পুনঃ ত্যক্ত রাজত্বের ভার,
ত্যক্ত চর্ম্ম বিষধর লয় কি আবার ? ১৩

জিতেন্দ্রিয় রঘু রাজ শান্ত উপবনে
রহিলা সন্ন্যাস ধর্ম্মে, নগর বাহিরে ;
পুত্রভোগ্যা রাজলক্ষ্মী সেবিল যতনে
পুত্রবধূ প্রায়, দিয়ে ফলমূল তাঁরে। ১৪

সূর্য্যকুলাকাশে আহা কি শোভা উদয় !
শমাশ্রমে অস্ত রঘু পূর্ণ-শশধর,

অন্যদিকে স্বর্ণাসন-সুমেরু উপর
উদিত অরুণরূপে রঘুর তনয়! ১৫

যোগিবেশে সদা রঘু যোগে নিমগন,
সাধিছেন রাজকাজ অজ মহামতি,—
ধর্ম্মের দ্বিমূর্ত্তি যেন ধরিলা দুজন,
কর্ম্মরূপী অজ, রঘু নিষ্ক্রিয় মুরতি। ১৬

আলাপ করেন রঘু যোগিকুল সনে
লভিতে পরম পদ, বসিয়া বিজনে;
বিজয় লাভের তরে অজ নরপতি
নিপুণ সচিব সহ করেন যুকতি। ১৭

কুশাসনে বৃদ্ধ রাজা বসিয়া নির্জ্জনে
আত্মশাসনেতে রত, মুকতি কারণ;
করেন যুবক অজ প্রজার পালন
শাসিয়া আপন রাজ্য বসি ধর্ম্মাসনে। ১৮

অসীম ক্ষমতাবলে বুদ্ধির কৌশলে
নিজ রাজ্য-শত্রু অজ করেন শাসন,
জিতেন্দ্রিয় রঘু রাজ সমাধির বলে
দেহস্থিত পঞ্চবায়ু করিলা দমন। ১৯

করিছেন ভস্মসাৎ অজ বীরবর
শত্রুকৃত দুর্গ আদি রণ আয়োজন,
জ্ঞানের অনলে বৃদ্ধ কোশল ঈশ্বর
ভববীজভূত কর্ম্ম করেন দহন। ২০

শুভ ফল গণি অজ বীরকুল-ধন
সন্ধি সমরাদি কাজ করেন সাধন,
স্বর্ণে লোষ্ট্রে সমজ্ঞান রঘু মহাশয়
সত্ত্ব রজঃ তম গুণ করিলেন জয়। ২১

না করিয়া ফললাভ নব নরপতি
কার্য্য হ'তে বিরত না হ'তেন কখন,
যে অবধি পরমাত্মা না পান দর্শন
না ছাড়েন যোগ রঘু সুধীর সুমতি। ২২

দমি শত্রু পরন্তপ রঘুর তনয়
লভিলা সুযশরাশি বিভব বিজয়,
নিগ্রহি ইন্দ্রিয়গণে রঘু মহামতি
লভিছেন মোক্ষপদ নির্ব্বাণ মুকতি। ২৩

এইরূপে কত কাল যাপিয়া বিরলে,
সর্ব্বভূতে সমজ্ঞান রঘু অবশেষে
লভিলেন সনাতন পরম পুরুষে
মায়ার অতীত, যোগ সমাধির বলে। ২৪

তনুত্যাগ শুনি তাঁর ভাসি অশ্রুজলে
শোকেতে আকুল অজ সূর্য্যকুলপতি;
যোগিদলে অন্ত্যক্রিয়া সাধি বিনানলে
ভূগর্ভে রঘুর দেহ স্থাপিলা সুমতি। ২৫

পিতৃ-ভকতির বশে কোশল-রাজন্
যথাবিধি পিতৃশ্রাদ্ধ কৈলা সমাপন,
যোগমার্গে তনুত্যাগ করেন যে জন
তাঁর তরে পিণ্ডদানে নাহি প্রয়োজন? ২৬

'মুকতি লভিলা পিতা, শোক অকারণ'
জ্ঞানি মুখে শুনি হেন প্রবোধ বচন
সম্বরিয়া শোক, অজ ধরি ধনু করে
অনন্য-শাসনা ধরা করিলা সত্বরে। ২৭

মহাপরাক্রমী অজ; পেয়ে হেন পতি
প্রসবিলা ধনরাশি বসুধা সুন্দরী,
প্রসবিলা বীরপুত্র কোশল-ঈশ্বরী
রাঘবের অঙ্ক-লক্ষ্মী চারু ইন্দুমতী। ২৮

দশরথ নামে সুত জন্মিল তাঁহার,
দশ-শত-রশ্মি সূর্য্য সম তেজোময়,
দশদিশ পরিব্যাপ্ত সুযশঃ যাঁহার,
দশানন-অরি রাম যাঁহার তনয়। ২৯

শাস্ত্র অধ্যয়ন, যজ্ঞ, পুত্র উৎপাদন
সাধি এই কার্য্যত্রয়, অজ মহামতি

ঋষি-দেব-পিতৃ-ঋণে পাইলা মুকতি,
শোভিলা পরিধিমুক্ত ভাস্কর যেমন । ৩০

পরহিতে ধনদান করেন ভূপতি
নিজগুণে সাধিতেন পরপ্রয়োজন,
বিদ্যায় পণ্ডিতগণে তোষেন সুমতি
ভয়ার্ত্তের ভয় বলে করেন ভঞ্জন । ৩১

প্রজার রঞ্জনে সদা নিবেশিত-মতি,
একদা বসুধা-পতি রম্য উপবনে
বিহরেন প্রেমানন্দে ইন্দুমতী সনে
নন্দনে ইন্দ্রাণী সহ মহেন্দ্র যেমতি । ৩২

হেন কালে চলিলা নারদ মুনিবর
দক্ষিণ বারিধি-তীরে গোকর্ণভবনে,
দক্ষিণ অয়নপথে, যেমতি ভাস্কর,
পূজিবারে মহেশেরে বীণার বাদনে । ৩৩

শোভিছে মন্দারদাম তাঁর বীণা-শিরে
আমোদি সৌরভজালে নীলনভস্থল ;
পরিমল লোভে বায়ু যেন রে বিহ্বল
হরিয়া সে চারুমালা বহিল অধীরে । ৩৪

পড়িতেছে দ্রুতবেগে সে মালা রতন,
মধুলোভে ধায় পাছে নীল অলিকুল,
পবন পীড়নে বীণা যেন রে আকুল
নীলাঞ্জন মিশ্র অশ্রু করিছে বর্ষণ ! ৩৫

সহসা পড়িল উড়ি পারিজাত হার
রাজরাণী ইন্দুমতী পীন পয়োধরে,
আমোদিয়া দশদিক সৌরভে অপার,
গঞ্জি কুঞ্জে মঞ্জরিত লতিকা নিকরে । ৩৬

ক্ষণতরে হেরি মালা উরোজ উপরে
মোহেতে অবশ-তনু, রাজার মহিষী—
মুদিলা নয়ন, হায়, জনমের তরে,
সহসা গ্রাসিল রাহু পূর্ণিমার শশী ! ৩৭

ঢলিয়া পতির দেহে পড়িলা কামিনী,
রমণীর সহ অজ পড়িলা অমনি ;
নিবে যবে দীপশিখা পড়িয়া ধরায়,
পড়ি তার সঙ্গে তৈল ভূতলে গড়ায়। ৩৮

ইন্দুমতী সহ অজ পড়িলা ভূতলে,
কাঁদে অনুচরগণ হাহাকার স্বরে ;
শুনি সেই কোলাহল সরোবর জলে
কাঁদিল সারসকুল যেন দুঃখভরে। ৩৯

ব্যজন যতনে বহু অজ নরপতি
লভিলা চেতনা ; হায় রাণী ইন্দুমতী
না মেলিলা নেত্র আর ; আয়ু নাহি যার
হয় কি চিকিৎসাবলে তার প্রতীকার ? ৪০

গতপ্রাণা রাজরাণী আজি ধরাসনে
ছিন্নতার বীণাপ্রায় ; শোকাকুল মনে
প্রেমভরে নিজকোলে লয়ে কামিনীরে
কাঁদিছেন অজরাজ ভাসি অশ্রুনীরে। ৪১

আহা সে কনকলতা জীবন বিহনে
লুণ্ঠিতা পতির কোলে মলিন বরণ ;
ঊষায় শশীর কোলে নিশা অবসানে
মলিন মৃগাঙ্করেখা দেখায় যেমন ! ৪২

ত্যজি ধৈর্য্য শোকাকুল সূর্য্যকুলমণি
বাষ্পগদগদ স্বরে করেন রোদন ;
দুঃসহ তাপেতে লৌহ গলেরে আপনি,
কেমনে সহিবে বল, মানুষের মন !— ৪৩

"সুকুমার পারিজাত কুসুম প্রহারে
পার হে বধিতে, বিধি, যদি অবলারে,
কোন্ দ্রব্যে ইচ্ছা তব না হয় সাধন,
সংহার করিতে তব বাসনা যখন ? ৪৪

"অথবা কোমল বস্তু করিতে সংহার
মৃদু প্রহরণে বিধি করেন প্রহার ;

সরসীর নীরে আহা মৃদু নলিনীরে
করেন বিনাশ বিধি কোমল শিশিরে। ৪৫

"হৃদয়ে চাপিনু ধরি এ কাল মালায়
না হরিল অভাগার এ পোড়া পরাণ;
অমৃত গরল হয় বিধির ইচ্ছায়
বিষ পুন ভাগ্যগুণে অমৃত সমান! ৪৬

"মম ভাগ্যদোষে কি হে কুসুমের দলে
গড়িয়া অশনি, বিধি ক্ষেপিলা কৌশলে?
না চূর্ণিল তরু-শির সে বজ্র-আঘাত,
শাখাশ্রিতা লতিকারে করিল নিপাত! ৪৭

"শত শত অপরাধ করিনু যখন,
অবজ্ঞা না কৈলে মোরে মুহূর্ত্তের তরে;
কি হেতু নীরব এবে, কেন অকারণ
না দেও উত্তর প্রিয়ে তব প্রিয়বরে? ৪৮

"কপট প্রেমিক তুমি ভাবিলে আমায়,
তাই না জিজ্ঞাসি মোরে, সুচারুহাসিনি,
গেলে চলি প্রিয়তমে, দূর অমরায়!
আর কি ফিরিবে হেথা, জীবনতোষিণি? ৪৯

"কেন রে ভুলিয়া হায়—এ পোড়া জীবন
প্রাণের প্রিয়ার সঙ্গে করিয়া গমন
মূর্চ্ছান্তে ফিরিল পুন ছাড়িয়া তাহারে?
মজিবে সে পাপে এবে দুখের সাগরে। ৫০

"বিলাস-শ্রমের মৃদু স্বেদবিন্দু চয়
এখনো দুলিছে মুখে চারুদরশন,
ইতিমধ্যে হায় প্রিয়ে পাইলে বিলয়
অসার সংসার মায়া, অসার জীবন! ৫১

"মনেও ভাবিনি তব অপ্রিয় কখন,
তবে কেন ত্যজি মোরে করিলে গমন?
যদিও নামেতে আমি পৃথিবীর পতি,
তব প্রেমে বিমোহিত সদা মম মতি। ৫২

"কুসুম ভূষিত নীল কুটিল কবরী
থেকে থেকে শিরে তব কাঁপিছে পবনে,
জীবন ফিরিল দেহে, হেন মনে করি
চমকিছে হিয়া মম আশার ছলনে। ৫৩

"নয়ন প্রকাশি তবে, প্রেয়সি আমার,
খেদাও এ হৃদয়ের বিষাদ আঁধার,
তৃণজ্যোতি লতা যথা হিমাদ্রি গুহায়
প্রকাশি, তিমিররাশি বিনাশে নিশায়! ৫৪

"অলক আবৃত তব নীরব বদন,—
নিশায় নীরব, অলি গুঞ্জন বিহনে
মুদিত তমসাচ্ছন্ন কমল যেমন!
নিরখি দুঃখের উৎস উথলিছে মনে। ৫৫

"মিলেন শশীর সহ নিশি দিবাশেষে,
উষা এলে চক্রবাকী মিলে পতি সনে,
সহিছে বিরহ তারা মিলনের আশে,—
এ চির বিরহ তব সহিব কেমনে? ৫৬

"যে কোমল অঙ্গ-লতা পাইত বেদনা
নবীন পল্লবদলে রচিত শয়নে,
কেমনে সে মৃদু অঙ্গ চিতা আরোহণে
সহিবে অনলদাহ, কঠোর যাতনা! ৫৭

"বিলাস-গমন তব নাহি এবে আর,
নীরব রহস্য-সখী মেখলা তোমার,
নিদ্রিত হয়েছ তুমি চিরকাল তরে,
সেও যেন অনুমৃতা তব শোকভরে! ৫৮

"বায়ু কোলে দোলে লতা নিকুঞ্জ ভিতর,
বিলাস-বিভ্রম সে কি হরিল তোমার?
কোকিলা হরিয়া তব কলকণ্ঠস্বর
দিতেছে দ্বিগুণ ব্যথা চিত্তে অভাগার;
হরিণী হরিল চারু চঞ্চল দর্শন,
কলহংসী হরিয়াছে মন্থর গমন। ৫৯

"হায় কেন বৃথা আমি দোষি এ সবারে,
ইহাদের কাছে, প্রিয়ে, নিজ গুণচয়
রাখিয়া গিয়াছ, স্বর্গ-গমন সময়,
শোকাতুর অভাগার সান্ত্বনার তরে ;
কি করিতে পারে তারা বিহনে তোমার
দ্বিগুণ বাড়ায় জ্বালা হৃদে অভাগার। ৬০

"প্রিয়ঙ্গু লতার কর এই সহকারে
সমর্পিতে কত সাধ করেছিলে মনে,
বিবাহ না দিয়ে দোঁহে, নির্দ্দয় অন্তরে
কেমনে চলিয়া গেলে চারু-চন্দ্রাননে ? ৬১

"করেছিলে অশোকেরে চরণে তাড়ন, *
তাই আজি ফুলরাজি ফুটিছে তাহার,
সে ফুল অলকে তব শোভিবে না আর,
কেমনে তর্পণে তব করিব অর্পণ ! ৬২

"নূপুর নিক্কণ সনে চরণ তাড়ন
স্মরি তব, শোকাকুল অশোক এখন,
পুষ্পরূপে অশ্রুরাশি করি বিসর্জ্জন
কাঁদিছে উচ্ছ্বাসে যেন তোমারি কারণ ! ৬৩

"তোমার নিশ্বাস সম সুরভি বকুল,
অর্দ্ধ মাত্র গাঁথি মালা লইয়া সে ফুল
মম সনে, না সমাপি সে মালা রচন
সহসা হইলে কেন নিদ্রায় মগন ? ৬৪

"সুখদুঃখভাগী তব প্রিয়সখীগণ,
প্রিয় পুত্র দশরথ নব শশধর,
অভিন্নহৃদয় আমি তব প্রিয়বর,
নির্দ্দয়ে সবারে ত্যজি করিলে গমন ! ৬৫

---

* অশোকতরু স্ত্রীলোকের পদতাড়নে পুষ্পিত হয় যথা
পাদাঘাতাদশোকং বিকসতি বকুলং যোষিতামাস্যমদ্যৈঃ।

" নিরানন্দ ঋতুরাজ আজি এ নয়নে ;
বিগত বিলাস তৃষ্ণা ; অধীর হৃদয় ;
সঙ্গীতে নাহিক রুচি, কিম্বা আভরণে ;
চিরকাল তরে শয্যা হ'ল শূন্যময় ! ৬৬

"গৃহিণী অমাত্য তুমি নিভৃত-সহায়,
প্রিয়শিষ্য তুমি মম ললিত বিদ্যায় ;
হরিয়া নিদয় কাল তোমা হেন ধন
করিল এ অভাগার সর্ব্বস্ব হরণ। ৬৭

" এ মুখে সুস্বাদু মধু কতই আদরে
তব ও সুচারু মুখে করিনু প্রদান ;
কেমনে করিবে, প্রিয়ে, এবে লোকান্তরে
অশ্রু-বিদূষিত মম জলাঞ্জলি পান ? ৬৮

" তব প্রাণবায়ু সহ আজি অবসান
জীবনের সুখ মম, বিভব অপার
কি সুখ বিহনে তব করিবে প্রদান ?
সকল ইন্দ্রিয় মম অধীনে তোমার।" ৬৯

এই রূপে বিলাপিলা কোশল-ঈশ্বর
দারুণ বিরহ শোকে, সকরুণ স্বরে,
সমদুঃখে মজি কাঁদে পাদপ নিকর
পুষ্পরসরূপ অশ্রু ত্যজিয়া কাতরে। ৭০

অজ-ক্রোড় হ'তে বহু আয়াসে বামায়
লইয়া স্বজনগণ দহিল চিতায়
সহ সেই পারিজাত অন্তিম ভূষণ ;
অগুরু চন্দনে অগ্নি জ্বলিল ভীষণ ! ৭১

প্রিয়া-শোকে সহমৃত হইলে ভূপতি
হইবে অযশ, তাই রঘুর সন্ততি
না পশিলা হুতাশনে প্রেয়সীর সনে;
জীবনের সাধ কিছু নাহি ছিল মনে। ৭২

মহা সমারোহে রাজা দশ দিন পরে
সাধিলা প্রিয়ার ক্রিয়া সেই উপবনে ;

মিশি গেলা ইন্দুমতী কালের সাগরে,
স্মরি তাঁর গুণরাশি কাঁদে সর্ব্বজনে। ৭৩

ইন্দুমতী বিনা অজ ফিরিলা নগরে
মলিন শশাঙ্ক যথা রজনী বিহনে ;
হেরিলা, উচ্ছ্বাসে কাঁদে পুরবধূগণে,
শোকের প্রবাহ আহা দুনয়নে ঝরে। ৭৪

হেথায় বশিষ্ঠ ঋষি নিজ তপোবনে
ছিলেন দীক্ষিত যজ্ঞে, ধ্যানে মহামতি
জানিলা, প্রিয়ার শোকে আকুল ভূপতি ;
প্রেরিলা প্রবোধ বাক্য শিষ্যের বদনে।— ৭৫

"জানিয়া মুনীন্দ্র তব সন্তাপ কারণ
সান্ত্বনার তরে মোরে করিলা প্রেরণ ;
অক্ষম আপনি মুনি আসিতে হেথায়
না সমাপি যজ্ঞ তাঁর, কোশলের রায় ! ৭৬

"সংক্ষেপে প্রবোধ-বাণী কহিয়া আমারে
পাঠাইলা মহাঋষি, শুন নরপতি,
তোমায় বুঝাতে আর কে আছে সংসারে ?
গুরু-বাক্য ধর হৃদে সুধীর সুমতি। ৭৭

"বিষ্ণুর ত্রিপাদমাত্র ত্রিলোক মাঝারে
বশিষ্ঠের অগোচর কি আছে এমন ?
ভূত ভাবি বর্ত্তমান এ বিশ্বসংসারে
জ্ঞানের নয়নে মুনি করেন দর্শন। ৭৮

"পুরাকালে তৃণবিন্দু নামে তপোধন
করিলা কঠোর তপ, ত্রাসি সুরেশ্বরে ;
বাসব তপস্যা তাঁর নাশিবার তরে
সুরাঙ্গনা হরিণীরে করিলা প্রেরণ। ৭৯

"বিলাস বিভ্রম বামা সহসা প্রকাশি
ভাঙ্গিল মুনির ধ্যান ; হায় শান্তি-নীরে
উঠিল রোষের ঊর্ম্মি ; রোষে হরিণীরে
দিলা শাপ 'এই পাপে হইবি মানুষী।' ৮০

"হরিণী কহিল কাঁদি 'পরাধীনা আমি,
ক্ষম অপরাধ মম, দয়ার সাগর ;'
সম্বরিয়া রোষ ঋষি করিলা উত্তর
'সুরপুষ্প দরশনে হবে স্বর্গগামী।' ৮১

"সুরাঙ্গনা সে হরিণী ভোজ-রাজকুলে
জন্মিয়া, মহিষী তব হ'ল স্বয়ম্বরে ;
শাপ অবসানে লভি পারিজাত ফুলে,
সম্বরি মানবলীলা গেল সুরপুরে। ৮২

"তাঁর তরে শোক তবে কেন অকারণ ?
জন্মিলে মরিতে হয়, বিধি বিধাতার ;
যতনে ধরায় রাজা করহে পালন,
হে ভূপতি, বসুমতী প্রেয়সী রাজার। ৮৩

"বিপুল বিভব তব, আত্ম অভিমান
নাহি কভু, ধর্ম্মজ্ঞানে পূর্ণ ও হৃদয় ;
সেই জ্ঞানে ধৈর্য্যগুণ করহে আশ্রয়,
মনের সন্তাপ তাহে হবে অবসান। ৮৪

"কি হেতু প্রিয়ার তরে করিছ রোদন ?
অনুমৃত হইলে ও না পাইবে তাঁরে ;
ভিন্ন ভিন্ন গতি লাভ করে জীবগণ
ত্যজিয়া জীবন, পাপ পুণ্য অনুসারে। ৮৫

"ত্যজ শোক, মহারাজ, না কর বিলাপ,
করহে নিবাপ-দানে প্রিয়ার তর্পণ ;
করিয়া স্বজন বহু অশ্রু বিসর্জ্জন
অকারণে মৃত জনে দেয় মনস্তাপ। ৮৬

"শরীরীর পক্ষে ধ্রুব প্রকৃতি মরণ,
জীবন বিকৃতি মাত্র, কহে বুধগণে ;
এ দেহে জীবন যার রহে যত ক্ষণ
লাভ তার তত ক্ষণ, ভাবি দেখ মনে ৮৭।*

---

* সার ওয়াল্টর স্কটে এরূপ ভাব দৃষ্ট হয় ;—
Come what comes so-ever,

"প্রিয়ের মরণে শল্য উপজে অন্তরে,
তাই শোকে সন্তাপিত হয় মূঢ়জন ;
জ্ঞানী লোকে জানে মৃত্যু শল্যের মোচন,
মরণ, তাঁহারা গণে, মুকতির তরে। ৮৮

"নিজ দেহ সহ যবে আত্মার মিলন
অনিত্য বলিয়া জানে জগতের জন,
জায়া সুত আদি বাহ্য বস্তুর বিরহে
বিদ্বান জনের মন কভু নাহি দহে। ৮৯

"সামান্য জনের মত, পুরুষ-রতন,
তুমিও কি শোকবশে হইলে কাতর ?
বায়ুভরে ধরাশায়ী হয় তরুগণ,
নহে তাহে বিচলিত অচল-শিখর।" ৯০

এইরূপ গুরুবাক্য করিয়া গ্রহণ
বশিষ্ঠের শিষ্যে অজ দিলেন বিদায় ;
ফিরিল সে গুরুবাক্য গুরুর সদন,
শোক পূর্ণ অজ-হৃদে স্থান নাহি পায়। ৯১

শিশুপুত্র দশরথ ; ইহার কারণ
অষ্টবর্ষ শোকে অজ করিলা যাপন,
সম্মুখে প্রিয়ার চিত্র রাখিয়া যতনে
ক্ষণসমাগম-সুখ লভিয়া স্বপনে। ৯২

বিদারিল শোকশেল অজের হৃদয়,
অশ্বত্থ-অঙ্কুর যথা ভেদে হর্ম্ম্যালয় ;
ঔষধ-অসাধ্য শোকে মরণ কারণ
ভাবিলেন শুভ,গণি প্রিয়ার মিলন। ৯৩

The worst I can endure ;
Life is but a short fever
And death is the cure."
Pirate. Ch. XIX.

কবচ-ধারণ-ক্ষম বিনীত যৌবনে
পুত্রবরে রাজ্যভার করি সমর্পণ,
রহিলেন কোশলেশ করি অনশন,
বাসনা দেহের ভারআশু বিসর্জ্জনে। ২৪

পুণ্যজলে স্থরধুনী-সরযূ-মিলনে
ত্যজিলা নশ্বর দেহ কোশল-ঈশ্বর;
দেবত্ব লভিয়া এবে নন্দন ভিতর
বিহরিলা চারুতরা সে প্রিয়ার সনে। ২৫

ইতি কালিদাসকৃত রঘুবংশের বঙ্গানুবাদে
অজবিলাপ নামক অষ্টম সর্গ॥

